Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

Web: www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী-২০০৫

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

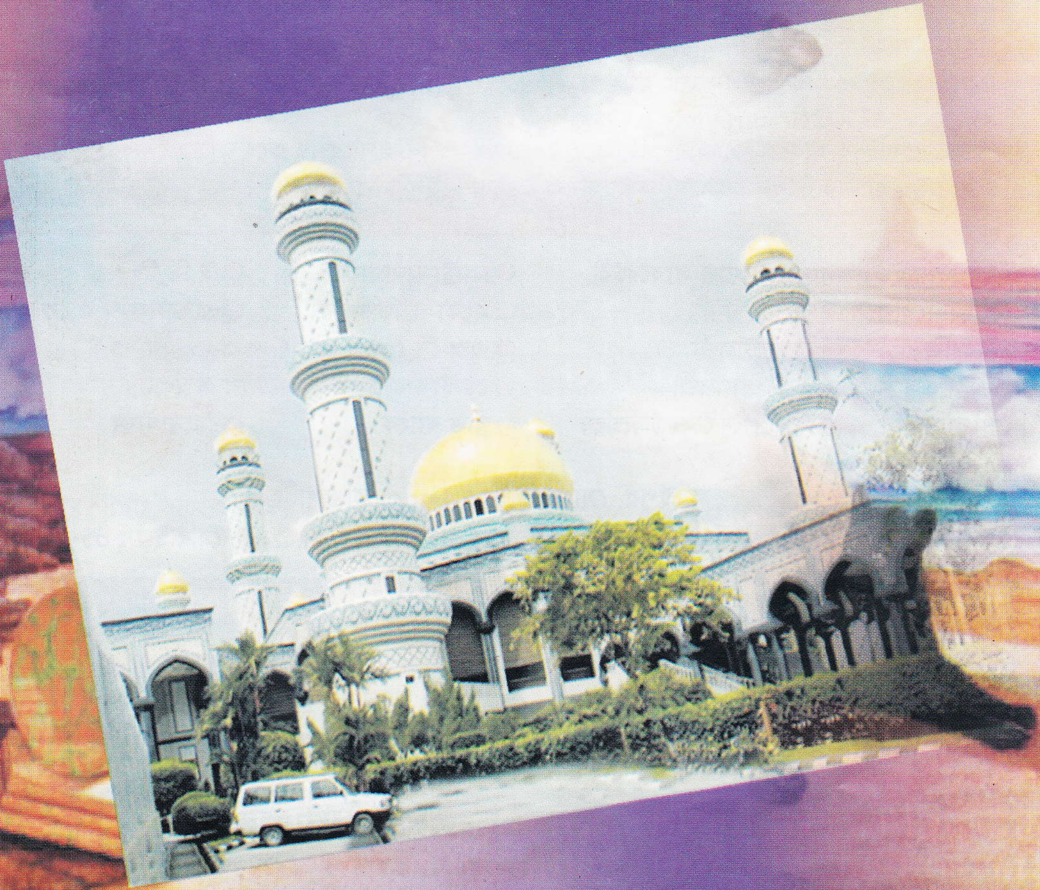

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৮ম বর্ষঃ ৫ম সংখ্যা
যুলহিজ্জাহ-মুহাররম ১৪২৫-১৪২৬ হিঃ
মাঘ -ফাল্গুন ১৪১১ বাং
ফেব্রুয়ারী ২০০৫ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক **আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহ্রীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১।
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতিঃ
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
ওয়েবসাইটঃ www.at-tahreek.com
ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ হাসান আল-বলকিয়াহ মসজিদ, ব্রুনেই।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধঃ**
  - আহলেহাদীছ আন্দোলন *(৪র্থ কিস্তি)* ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - তাফসীরুল কুরআনঃ কিছু কথা *(৩য় কিস্তি)* ০৮
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ *(৩য় কিস্তি)* ১২
    -মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - ইলমে নাহুঃ উৎপত্তি ও বিকাশ *(৩য় কিস্তি)* ১৬
    -নূরুল ইসলাম
  - ভারতে শিক্ষা ও চাকরিতে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা ১৯
    -এস.এম. শামসুদ্দীন
  - পাল্টে যাবে কি মধ্যপ্রাচ্য? ২১
    -ফিরোজ মাহবুব কামাল
- **মনীষী চরিতঃ**
  - ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ২৪
    -মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (পূর্ব প্রকাশিতের পর)
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ** ২৭
  - গুণবতী পুত্রবধূ
    -মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
- **কবিতাঃ** ২৮
- **সোনামণিদের পাতাঃ** ২৯
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩২
- **মুসলিম জাহান** ৩৯
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪০
- **সংগঠন সংবাদ** ৪২
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৭

Contents

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ২০০৫

সম্পাদকীয়

সুনামিঃ ক্বিয়ামতের আগাম সংকেত

আল্লাহ বলেন, হে মানবকুল! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের কম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদায়িনী মা তারা কোলের শিশুকে ভুলে যাবে, গর্ভবতীর গর্ভ খালাস হয়ে যাবে এবং মানুষকে তোমরা দেখবে মাতাল সদৃশ। অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্র শাস্তি অতীব কঠোর' *(হজ্জ ১-২)*। নিঃসন্দেহে গত ২৬শে ডিসেম্বর'০৪ রবিবারের সুনামি (Tsunami) কোন ক্বিয়ামত নয়। কিন্তু তা সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, সৃষ্টিকে লণ্ডভণ্ড করেছে, এমনকি আস্ত পৃথিবীকে একদিকে এক ইঞ্চি কাত করে দিয়েছে। তাতে আবহাওয়া ও প্রকৃতিতে আসতে শুরু করেছে ব্যাপক বিপর্যয়। অনেক জনপদ তলিয়ে গেছে সাগরের নীচে চিরদিনের মত। অনেক তলদেশ উপরে উঠে এসেছে। আজকের নিউজিল্যাণ্ড এককালে যেমন ছিল বিশাল সাগর। অনুরূপভাবে আজও যদি আস্ত ভারতবর্ষ তলিয়ে গিয়ে ভারত মহাসাগরে আরেকটি নতুন মহাদেশের সৃষ্টি হয়, তাতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ প্রকৃতির নিয়ামক মানুষ নয়। সবকিছু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্র হুকুমে। ভারত মহাসাগরের তলদেশে দু'টি টেকটোনিক প্লেট-এর উপর-নীচ সংঘর্ষে সৃষ্ট ভূমিকম্পের মাত্র চার সেকেণ্ডের ধাক্কায় মহাসাগর ও ভূপৃষ্ঠে এমনকি মহাবিশ্বে যে আলোড়ন হয়েছে, সেটা কি আগামী দিনে পৃথিবী নিশ্চিহ্নকারী ক্বিয়ামতের আগাম সংকেত নয়? এটাই তো কুরআনে বর্ণিত 'কুন ফাইয়াকূন'-এর বাস্তব রূপ। পথভোলা মানুষকে পথে ফিরানোর জন্য সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মাঝে-মধ্যে এরূপ ধাক্কা ও পরীক্ষা নাযিল হয়ে থাকে। নবীগণ যুগে যুগে মানুষকে সেকথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন। এবারের সুনামিতে একটি বিরল ঘটনা ঘটেছে যে, পানি নাকি দেওয়ালের মত কোন কোন স্থানে ৩৩ ফুট উর্ধ্বে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। এই স্থির ঢেউ পরবর্তীতে তীব্র গতিতে আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। একটি ঢেউয়ের পরবর্তী ঢেউ কখনো এক ঘন্টার ব্যবধানে এসেছে। যার গতিবেগ ছিল ঘন্টায় সর্বোচ্চ ৮০০ কিলোমিটার। এই ঘটনা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় নীলনদের পানি দাঁড়িয়ে থাকার কথা। যে পানির দেওয়ালের মাঝ দিয়ে নবী মূসা (আঃ) নদী পার হয়ে যান ও পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরাঊন সসৈন্যে ডুবে মরে।

মূসা ও ফেরাঊনের যুগের কয়েক হাযার বছর পরে বিজ্ঞান এখন অনেক এগিয়ে গেছে। এখন ভূমিকম্প বা পানিকম্প পরিমাপক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সেকারণ সুনামি-র ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার অনেক আগেই মানুষ জেনে ফেলতে পারে এবং হুঁশিয়ার হয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। আধুনিক মিডিয়ার মধ্যেমে মুহূর্তের মধ্যে তা সারা বিশ্বে জানিয়েও দেওয়া যেতে পারে। তবুও কেন এত প্রাণহানি হ'ল? যেখানে পশু-পক্ষীরা তাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আগেই বুঝতে পেরে আত্মরক্ষা করতে পারল, সেখানে মানুষ কেন পারল না? এর জবাব যা জানা গেছে তা অতীব মর্মান্তিক, যা সুনামি-র ভয়াবহতার চাইতে ভয়াবহ। সেটা এই যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইতে Natinal Oceanic and Atmospheric Adminstration (NOAA) 'নোয়া' নামক যে সংস্থা রয়েছে, তার সদস্য সংখ্যা হ'ল ২৬টি দেশ। এই ২৬টি দেশের বাইরে তারা কাউকে সুনামি-র আগাম তথ্য প্রদান করে না। এবারের সুনামি উৎপন্ন হওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যেই মহাকাশ পরিভ্রমণরত মার্কিন উপগ্রহে তা ধরা পড়ে বলে সংস্থার নেতা চার্লস ম্যাকরিনি বলেন এবং তার ৩ ঘন্টা পরে সেটি এশীয় দেশগুলির উপকূলে আঘাত হানে। এই মার্কিন সংস্থাটি তাদের সদস্য দেশগুলিকে এখবর সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয়, যাদের সুনামি আঘাত হানার সম্ভাবনাই ছিল না। অথচ মানবাধিকারের ফেরিকারী মার্কিনীরা এশীয় দেশগুলিকে আগাম জানালে লাখ লাখ বনু আদমের অমূল্য জীবন রক্ষা পেত। এখন তারা ঘটা করে যখন ত্রাণ সাহায্যের ঘোষণা দিচ্ছে, সেখানেও দেখা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাত্র ৩৫ কোটি ডলার এবং বৃটেন মাত্র ৯ কোটি ৬০ লাখ ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অথচ মার্কিন সরকার গত ৬৫৬ দিনে ইরাক ধ্বংসে ব্যয় করেছে ১৪,৮০০ কোটি ডলার এবং বৃটেন ব্যয় করেছে ১১৫০ কোটি ডলার। দেখা যাচ্ছে, সুনামিতে মার্কিনের প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণ ইরাক যুদ্ধে তাদের মাত্র দেড় দিনের ব্যয়ের সমান। এরপরেও তারা সাহায্যের বিনিময়ে সেখানে ধর্মান্তর প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলে 'ইন্দোনেশীয় ওলামা পরিষদ' অভিযোগ তুলেছে। এমনকি এই সুযোগে তারা ঐসব দেশে স্থায়ী সেনাঘাঁটি বানাবার পাঁয়তারা করছে। তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চাইতে এখন মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ই অধিক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। নমরূদ ও ফেরাঊনেরা চিরদিন এটা করে গেছে, আজও করে চলেছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, 'স্থলে ও জলে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের কিছু কিছু ফল আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে' *(রূম ৪১)*।

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের বাড়াবাড়ি চরমে উঠে গেলে মাঝে-মধ্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারী সংকেত নেমে আসে গযবের আকারে। এ আযাব কখনো সরাসরি ঐ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপরে আসে, যেমন ফেরাঊনের ও তার লোক-লস্করের উপরে এসেছিল। কখনো অন্যের উপরে আসে অত্যাচারীদের সাবধান করার জন্য। এর মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিতে চান যে, এ পৃথিবী ও মহাবিশ্ব মানুষের সৃষ্ট নয়। বরং এর সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সবই মহান আল্লাহ্র হাতে। যেমন তিনি বলেন, 'তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর তিনি যখন ডাক দিবেন, তখন তোমরা মৃত্তিকা থেকে উঠে আসবে'। 'নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ' *(রূম ২৫, ২৬)*।

আজ পৃথিবী এক ইঞ্চি কাত হয়ে গেছে। সে যার ফলে হিমালয়ের বরফ গলে প্লাবিত হতে পারে তার পাদদেশের অঞ্চলগুলি। ভারত ও চীনে দেখা দিতে পারে প্রচণ্ড খরা। বাংলাদেশ ক্রমে সরে যাচ্ছে উত্তর-পূর্বদিকে। ইতিমধ্যে যমুনা নদীর তলদেশে অস্বাভাবিক পরিবর্তন এসেছে। দু'দিনের মধ্যেই নাব্যতা সংকট দেখা দিয়েছে নাকালিয়া পয়েন্টে। অতঃপর পৃথিবী যদি আরেকটু কাত হয়ে যায় ও দিক পরিবর্তিত হয়ে সূর্য পূর্বদিকের বদলে পশ্চিম দিকে ওঠে, তবে সেটাই হবে ক্বিয়ামতের প্রথম আলামত *(মুসলিম)*, যা পৃথিবীকে চূড়ান্ত ধ্বংসে নিক্ষেপ করবে। অতএব হে মানুষ! সুনামি থেকে শিক্ষা নাও। আল্লাহকে ভয় কর। অন্যায়-অত্যাচার থেকে বিরত হও। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন আমীন! (স.স.)।

প্রবন্ধ

আহলেহাদীছ আন্দোলন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৪র্থ কিস্তি)

জামা'আতে আহলেহাদীছ যুগে যুগে

(جَمَاعَةُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِيْ مَرِّ الْعُصُوْرِ)

ছাহাবী ও তাবেঈগণ প্রথম যুগের আহলেহাদীছ ছিলেন। তাঁদের হাতে বিজিত ও তাঁদের মাধ্যমে প্রচারিত তৎকালীন পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার মুসলিমগণ সকলেই 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। ৩৭ হিজরীর পর থেকে বিদ'আতীদের উদ্ভব হ'তে থাকলে তাদের বিপরীতে আহলুল হাদীছগণ স্বতন্ত্র নামে ও অনন্য বৈশিষ্ট্যে পরিচিত হ'তে থাকেন। অতঃপর ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে তাক্বলীদ ভিত্তিক বিভিন্ন মাযহাব সমূহ সৃষ্টির ফলে তৎকালীন পৃথিবীর মুসলিম অঞ্চল সমূহে আহলুল হাদীছের পাশাপাশি বিভিন্ন মাযহাবী দলেরও সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন প্রখ্যাত মুসলিম ভূ-পর্যটক শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মাক্বদেসী চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর মাঝামাঝি নাগাদ পৃথিবীর মুসলিম এলাকাসমূহ পরিভ্রমণে বের হন। তৎকালীন বিশ্বের আহলেহাদীছ অধ্যুষিত এলাকাসমূহের কিছু কিছু তথ্য তিনি স্বীয় 'আহসানুত তাক্বাসীম ফী মা'রিফাতিল আক্বালীম' নামক ভ্রমণ গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। তিনি বলেন, 'হেজায তথা মক্কা-মদীনার এলাকায় আহলে সুন্নাত *(পৃঃ ৯৬)* এবং আব্বাসীয় রাজধানী বাগদাদের অধিকাংশ ফক্বীহ ও বিচারপতিগণ হানাফী ছিলেন *(পৃঃ ১২৭)*। উমাইয়াদের রাজধানী দামেস্ক ও সিরিয়ার লোকদের সমস্ত আমল আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরেই (وَالْعَمَلُ كَانَ فِيْهِ عَلَى مَذْهَبِ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ) আছে। এখানে মু'তাযিলাদের স্থান নেই। মালেকী বা দাঊদীও নেই' *(পৃঃ ১৭৯-৮০)*। অতঃপর মাক্বদেসী ৩৭৫ হিজরীতে ভারতের তৎকালীন ইসলামী রাজধানী সিন্ধুর মানছূরায় আসেন। মানছূরা (করাচী) সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সেখানকার অধিকাংশ (মুসলিম) অধিবাসী আহলেহাদীছ' (أَكْثَرُهُمْ أَصْحَابُ حَدِيْثٍ)। ক্বাযী আবু মুহাম্মাদ মানছূরী নামে সেখানে দাঊদী মাযহাবের একজন ইমাম আছেন। তাঁর লিখিত অনেক মূল্যবান কেতাবাদি রয়েছে। মুলতানের অধিবাসীরা শী'আ মতাবলম্বী। প্রত্যেক শহরেই কিছু কিছু হানাফী ফক্বীহ রয়েছেন। এখানে মালেকী বা মু'তাযেলী কেউ নেই, হাম্বলীও নেই'।[৪১] মাক্বদেসীর অর্ধশত বছর পরে ঐতিহাসিক আবু মানছূর আবদুল ক্বাহির বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯) তৎকালীন পৃথিবীতে আহলেহাদীছদের অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেন,

ثُغُوْرُ الرُّوْمِ وَالْجَزِيْرَةِ وَ ثُغُوْرُ الشَّامِ وَ ثُغُوْرُ اَذْرَبَيْجَانَ وَ بَابِ الْأَبْوَابِ كُلُّهُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَ كَذَالِكَ ثُغُوْرُ أَفْرِيْقِيَّةَ وَ أَنْدَلُسَ وَ كُلُّ ثَغَرٍ وَرَآءِ بَحْرِ الْمَغْرِبِ أَهْلُهُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ وَ كَذَالِكَ ثُغُوْرُ الْيَمَنِ عَلَى سَاحِلِ الزَّنْجِ، وَ أَمَّا ثُغُوْرُ أَهْلِ مَا وَرَآءِ النَّهْرِ فِي وُجُوْهِ التُّرْكِ وَالصِّيْنِ فَهُمْ فَرِيْقَانِ: إِمَّا شَافِعِيَّةٌ وَ إِمَّا مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيْفَةَ–

'রূম সীমান্ত, আলজিরিয়া, সিরিয়া, আযারবাইজান, বাবুল আবওয়াব (মধ্য তুর্কিস্তান) প্রভৃতি এলাকার সকল মুসলিম অধিবাসী 'আহলেহাদীছ' মাযহাবের উপরে ছিলেন। এমনিভাবে আফ্রিকা, স্পেন ও পশ্চিম সাগরের পশ্চাদবর্তী দেশসমূহের সকল মুসলমান 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। একইভাবে আবিসিনিয়ার উপকূলবর্তী ইয়ামনের সকল অধিবাসী 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। তবে তুরস্ক ও চীন অভিমুখী মধ্য তুর্কিস্তান সীমান্তের অধিবাসীদের মধ্যে দু'টি দল ছিলঃ একদল শাফেঈ ও একদল আবু হানীফার অনুসারী'।[৪২]

মাক্বদেসী ও আবদুল ক্বাহির বাগদাদীর উপরোক্ত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয় যে, বাগদাদী খেলাফতের স্কন্ধে সওয়ার হয়ে 'আহলুর রায়' ও মু'তাযিলাদের চরম রাজনৈতিক ও মাযহাবী নির্যাতন সত্ত্বেও পঞ্চম শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত খোদ মক্কা-মদীনা ও সিরিয়া সহ ইউরোপ, আফ্রিকা, সোভিয়েত রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, নিকটপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং সুদূর সিন্ধু পর্যন্ত আহলেহাদীছ জনগণের সংখ্যাধিক্য বজায় ছিল, যা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার বৈ কি!

৩৭৫ হিজরীর কিছু পরে মানছূরার শাসন ক্ষমতা ইসমাঈলী শী'আদের হাতে চলে যায়। অন্যদিকে ৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০১ খৃষ্টাব্দ থেকে দিল্লীতে ও বাংলাদেশে শুরু হয় 'আহলুর রায়' হানাফী শাসন। তখন থেকেই কখনও গযনভী, কখনও আফগানী, কখনও তুর্কীদের দ্বারা উপমহাদেশ শাসিত হয় এবং মূল আরবীয় শাসনের অবসান ঘটে। ফলে একদিকে রাজনৈতিক অনুদারতা, অন্যদিকে তাক্বলীদপন্থী আলেমদের সংকীর্ণতা, জনসাধারণের অজ্ঞতা ও আহলেহাদীছ আলেমদের স্বল্পতার কারণে আহলেহাদীছ আন্দোলন ভারতবর্ষে ক্রমে স্তিমিত

৪১. *শামসুদ্দীন আল-মাক্বদেসী, আহসানুত তাক্বাসীম ২য় সংস্করণ (লণ্ডনঃ ই,জে,ব্রীল ১৯০৬) পৃঃ ৪৮১।*

৪২. *আব্দুল ক্বাহির বাগদাদী, কিতাবু উছূলিদ্দীন (ইস্তাম্বুলঃ দাওলাহ প্রেস ১৩৪৬/১৯২৮) ১/৩১৭ পৃঃ।*

হয়ে আসে। দ্বাদশ শতাব্দী হিজরীতে এসে আল্লাহ পাকের খাছ মেহেরবাণীতে শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হিঃ)-এর শাণিত যুক্তি ও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে নিরপেক্ষ ভাবে হাদীছ অনুসরণের জাযবা সৃষ্টি হয় এবং তাঁর পরে তদীয় পুত্রগণ ও মুজাহিদ পৌত্র শাহ ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬ হিঃ)-এর সূচিত 'জিহাদ আন্দোলন'-এর মাধ্যমে সারা ভারতে একটি সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে, যা আহলেহাদীছ আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টি করে। পাক-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বর্তমানে বসবাসরত প্রায় ছয় কোটি আহলেহাদীছ জনগণ সেই বিপ্লবেরই ফসল। যাদের রক্তে-মাংসে, অস্থি-মজ্জায় বালাকোট, বাঁশের কেল্লা, মুল্কা, সিত্তানা, আম্বালা, চামারকান্দ, আসমাস্ত ও আন্দামানের রক্তাক্ত স্মৃতি সমূহ, জেল-যুলুম, ফাঁসি, সম্পত্তি বাযেয়াফত, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও কালাপানির অবর্ণনীয় নির্যাতন, গাযী ও শহীদী রক্তের অমলিন ছাপসমূহ আজও ভাস্বর হয়ে আছে। যুলুম ও নির্যাতনের আগুনে পোড়া নিখাদ তাওহীদবাদী 'জামা'আতে আহলেহাদীছ' তাই চিরকালীন জিহাদী উত্তরাধিকারের নাম। যেকোন মূল্যের বিনিময়ে কুরআন ও সুন্নাহ্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে অক্ষুণ্ন রাখার চিরন্তন শহীদী কাফেলার নাম। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ– 'তোমরা হীনবল হয়োও না, দুঃখিত হয়োও না; ঈমানদার হ'লে তোমরাই শ্রেষ্ঠ' *(আলে ইমরান ১৩৯)*।

ফের্কাবন্দী বনাম আহলেহাদীছ

(أَهْلُ الْحَدِيْثِ خِلَافَ تَفَرُّقَةِ الْأُمَّةِ)

আল্লাহ্র হুকুম ছিল, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا '*ওয়া'তাছেমূ বেহাবলিল্লা-হি জামী'আঁও অলা তাফাররাক্বূ*। অর্থঃ 'তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। (সাবধান!) দলে দলে বিভক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ১০৩)*। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকালের কিছুকাল পর হতেই মুসলমানরা আপোষে দলাদলি ও ফির্কাবন্দীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে অধঃপতন ত্বরান্বিত হয়।

মুসলমানদের মধ্যে এই দল বিভক্তির কারণ ছিল মূলতঃ চারটি। ১. **ইহুদী-খৃষ্টানদের প্ররোচনা। ২. রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্ব। ৩. বিভিন্ন বিজাতীয় প্রথা ও দর্শন চিন্তার অনুপ্রবেশ। ৪. শরী'আতের ব্যাখ্যাগত মতভেদ।**

প্রথমোক্ত কারণ হিসাবে আমরা দেখতে পাই যে, তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের (২৩-৩৫ হিঃ) শেষ দিকে ইয়ামনের জনৈকা নিগ্রো মাতার গর্ভজাত ইহুদী সন্তান আবদুল্লাহ ইবনে সাবা বাহ্যিক ভাবে মুসলমান হয় (২) পরে তারই কুট চক্রজালে মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'সাবাঈ' ও 'ওছমানী' দু'টি দলের সৃষ্টি হয়। অতঃপর বিদ্রোহী সাবাঈ দলের হাতেই মহান খলীফা ওছমান (রাঃ) নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। পরবর্তীতে হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যেকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে খারেজী ও শী'আ দলের উদ্ভব ঘটে এবং চরমপন্থী খারেজীদের হাতে চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হন (৩) এই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন মতাদর্শের লোক মুসলমান হতে থাকে। কিন্তু বংশ পরম্পরায় লালিত তাদের এতকালের অভ্যাস অনেকেই পুরোপুরি ভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ফলে বহু বিজাতীয় রসম-রেওয়াজ মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। যা পরবর্তীতে সাধারণ ভাবে ইসলামী রীতি ও প্রথা হিসাবে চালু হয়ে যায় এবং এই সকল বিদ'আতী রীতির অনুসারী ও বিরোধীগণ বিভিন্ন নামে অভিহিত হতে থাকেন (৪) এমনিভাবে বিভিন্ন বিজাতীয় দর্শন চিন্তাও মুসলমানদের মাঝে ফের্কা সৃষ্টিতে বারি সিঞ্চন করে। যেমন উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের আমলে (৬৫-৮৬ হিঃ) ইরাকের বছরা নগরে 'সূসেন' নামীয় জনৈক খৃষ্টান বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়ে পরে 'মুরতাদ' হয়ে যায়। তার প্ররোচনায় মা'বাদ নামীয় জনৈক ব্যক্তি সর্বপ্রথম মুসলিম সমাজে তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী 'ক্বাদারিয়া' মতবাদের জন্ম দেয়। পরে তার বিপরীতে সৃষ্টি হয় 'জাবরিয়া' নামে সম্পূর্ণ অদৃষ্টবাদী এক বিভ্রান্তিকর মতবাদ।

এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন দল ও মত সমূহ পরবর্তী কালে পৃথক পৃথক 'মাযহাবে' রূপ নেয়। এ সকল মাযহাবের অনুসারী দলের মধ্যে আবার বিভিন্ন তরীক্বা ও উপদলসমূহ রয়েছে। ফলে ইসলামের মধ্যে ফের্কাবন্দীর ইতিহাস একটি দুঃখজনক অভিশাপ হিসাবে দিন দিন প্রলম্বিত হ'তে থাকে।

কিন্তু এক্ষেত্রে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, উপরোক্ত সকল মাযহাব ও তরীক্বার অনুসারীরা তাদের গৃহীত ফৎওয়া সমূহ কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কুরআনের যে সকল আয়াত ও রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর যে সকল হাদীছ তাদের মাযহাবী সিদ্ধান্তের অনুকূলে হ'ত, সেগুলি তারা সানন্দে গ্রহণ করতেন। কিন্তু যেগুলি তার বিরোধী হ'ত, তারা সেগুলির পরোক্ষ ব্যাখ্যায় লিপ্ত হতেন কিংবা 'মানসূখ' বলে পরিত্যাগ করতেন। শী'আরা তো রাজনৈতিক কারণে হযরত আলী (রাঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনায় তিন লাখ জাল হাদীছ বানিয়ে নিয়েছেন।[৪৩] প্রচলিত কুরআন শরীফ, যা 'মুছহাফে উছমানী' নামে পরিচিত, তার বিপরীতে তাদের আবিষ্কৃত এর তিনগুণ বড় 'মুছহাফে ফাতেমা' নামক তথাকথিত কুরআন গ্রন্থে প্রচলিত কুরআন শরীফের একটি হরফও নেই বলে তারা দাবী করেন।[৪৪] এমনিভাবে উমাইয়া, আব্বাসীয়, শী'আ,

৪৩. ডঃ মুছতফা সাবাঈ, আস-সুন্নাহ, পৃঃ ৮১।
৪৪. ইহসান ইলাহী যাহীর, আশ-শী'আহ ওয়াস সুন্নাহ (লাহোরঃ ইদারাহ তারজুমানুস সুন্নাহ, তাবি) পৃঃ ৮০-৮১।

হানাফী, শাফেঈ প্রভৃতি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলের লোকেরা নিজ নিজ দলের ও মাযহাবের পক্ষে ও অপর মাযহাবের বিপক্ষে যে কত জাল ও মিথ্যা হাদীছ রটনা করেছে, তার ইয়ত্তা নেই।[৪৫]

আহলুল হাদীছ ও আহলুস সুন্নাহ

(أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَ أَهْلُ السُّنَّةِ)

'হাদীছ' অর্থ বাণী এবং 'সুন্নাহ' অর্থ রীতি। পারিভাষিক অর্থে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে 'হাদীছ' বলা হয়। হাদীছ ও সুন্নাহ্র মধ্যে আভিধানিক অর্থে কিছু পার্থক্য থাকলেও পারিভাষিক ও প্রায়োগিক অর্থে কোন পার্থক্য নেই। কেননা উভয়ের বিষয়বস্তু এক এবং সবকিছুই হাদীছের মাধ্যমে লিখিত রূপ লাভ করেছে। হাদীছ ও ফিক্বহে 'আহলুস সুন্নাহ' ও 'আহলুল হাদীছ' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে পরবর্তী যুগে 'আহলুর রায়'-এর বিপরীতে 'আহলুল হাদীছ' নামটি বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করে। ৩৭ হিজরীর পর থেকেই ইসলামের স্বচ্ছ সলিলে কিছু কিছু ভেজাল মিশ্রিত হ'তে শুরু করেছিল। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের পবিত্র উদ্যোগ এসবের প্রসার রোধ করেছিল। তাঁরা এসব ফিৎনা হ'তে মুসলিম মিল্লাতকে মুক্ত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং বিদ'আতপন্থীদের বিপরীতে নিজেদেরকে 'আহলুস সুন্নাহ' ও 'আহলুল হাদীছ' নামে অভিহিত করেন। অতঃপর তাঁদের অনুসারী হক্বপন্থী মুসলমানরাও নিজেদেরকে 'আহলুল হাদীছ' নামে অভিহিত করেন। যেমন খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হিঃ) বলেন,

لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَ يُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ-

অর্থাৎ 'লোকেরা ইতিপূর্বে কখনও হাদীছের সনদ বা সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না। কিন্তু যখন ফিৎনার যুগ এল, তখন লোকেরা বলতে লাগল আগে তোমরা বর্ণনাকারীদের পরিচয় বল। অতঃপর যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী 'আহলে সুন্নাত' দলভুক্ত, তাহ'লে তাঁর বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। কিন্তু 'আহলে বিদ'আত' দলভুক্ত হ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না'।[৪৬] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এজন্য বলেন,

وَمِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ مَذْهَبٌ قَدِيْمٌ مَعْرُوْفٌ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ اللّٰهُ أَبَا حَنِيْفَةَ وَ مَالِكًا وَ الشَّافِعِيَّ وَ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ تَلَقَّوْهُ عَنْ نَبِيِّهِمْ-

'আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদের জন্মের বহু পূর্ব হ'তে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রাচীন একটি মাযহাব সুপরিচিত ছিল। সেটি হ'ল ছাহাবায়ে কেরামের মাযহাব, যাঁরা তাঁদের নবীর কাছ থেকে সরাসরি ইল্ম হাছিল করেছিলেন'।[৪৭] ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতকে যে 'আহলুল হাদীছ' বলা হ'ত, সেকথা আমরা ইতিপূর্বে ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী, ইমাম শা'বী, ইবনু হাযম আন্দালুসী প্রমুখের বক্তব্যে অবহিত হয়েছি *(দ্রঃ টীকা ১, ২, ১১)*।

আহলেহাদীছগণ বিভিন্ন হাদীছের কিতাবে ও বিশ্বস্ত ফিক্বহ গ্রন্থসমূহে 'আহলুল হাদীছ' আছহাবুল হাদীছ' 'আহলুস সুন্নাতে ওয়াল জামা'আত, 'আহলুল আছার', 'আহলুল হক্ব' 'মুহাদ্দেছীন' প্রভৃতি নামে কথিত হয়েছেন। সালাফে ছালেহীনের[৪৮] অনুসারী হিসাবে তাঁরা 'সালাফী' নামেও পরিচিত। আহলেহাদীছগণ মিসর, সূদান, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে 'আনছারুস সুন্নাহ', সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে 'সালাফী', ইন্দোনেশিয়াতে 'জামা'আতে মুহাম্মাদিয়াহ' এবং পাক-ভারত উপমহাদেশে 'মুহাম্মাদী' ও 'আহলেহাদীছ' নামে পরিচিত। যদিও বিরোধীরা তাঁদেরকে লা-মাযহাবী, রাফাদানী, ওয়াহ্হাবী, গায়ের মুক্বাল্লিদ ইত্যাদি বাজে নামে অভিহিত করে থাকেন।

দুনিয়ার সকল মুসলমান কি আহলেহাদীছ?

(هَلِ الْمُسْلِمُ كُلُّهُمْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ؟)

কুরআন ও হাদীছকে অস্বীকার কিংবা সম্পূর্ণ অমান্য করে কেউ মুসলমান হ'তে পারেন না। তাই এক হিসাবে দুনিয়ার সকল মুসলমানই আহলেহাদীছ। কিন্তু একটু সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মুসলমানদের মধ্যে এযাবৎ যতগুলো দল, মাযহাব ও তরীক্বার সৃষ্টি হয়েছে এবং আজও হচ্ছে, তার সবগুলোই কোন না কোন ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সেজন্য প্রত্যেক মাযহাবের পৃথক পৃথক 'ফিক্বহ' গ্রন্থ রচিত হয়েছে। প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীরা স্ব স্ব ফিক্বহের কিতাব সমূহ হ'তে ফৎওয়া সংগ্রহ করে থাকেন এবং সেগুলোকেই কার্যত অভ্রান্ত শরী'আত ভেবে মান্য করে

৪৫. দ্রঃ আস-সুন্নাহ পৃঃ ৭৮-৮৯; ইউসুফ জয়পুরী, হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ (বোম্বাইঃ তাবি, তাহক্বীকঃ দাউদ রায) দূর্রে মুখতার-এর বরাতে, পৃঃ ১৮৩-৮৫; থিসিস পৃঃ ১৮০-৮২ টীকা ৫৯-৬০ দ্রষ্টব্য।

৪৬. মুক্বাদ্দামা মুসলিমঃ (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র ১৪০৩/১৯৮৩) পৃঃ ১৫

৪৭. আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ, 'মিনহাজুস সুন্নাহ' (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইল্মিয়াহ, তাবি, ১৩২২ হিঃ মিসরী ছাপা হ'তে ফটোকৃত) ১ম খণ্ড পৃঃ ২৫৬।

৪৮. ছাহাবা, তাবেঈন ও হাদীছপন্থী বিগত বিদ্বানগণকে 'সালাফে ছালেহীন' বলা হয়।- লেখক।

থাকেন। কুরআন ও হাদীছে তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন নির্দেশ আছে কি-না, তা খুঁজে দেখার অবকাশ তাদের থাকে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের মনে এ অন্ধ বিশ্বাসই বদ্ধমূল থাকে যে, স্বীয় তরীক্বা বা মাযহাবী ফিক্বহের বরখেলাফ কুরআন বা হাদীছে কোন কথাই থাকতে পারে না। সেটাও মন্দের ভাল ছিল যদি না অবস্থা আরও নিম্ন পর্যায়ে নেমে যেত। বর্তমানে কোন কোন আলেম ও পীর যেকোন কারণেই হোক মাঝে-মধ্যে এমনামন অভিনব ফৎওয়া জারি করে থাকেন, যার সাথে কুরআন-হাদীছ তো দূরের কথা, নিজ মাযহাবী ফিক্বহের কিতাবেরও কোন সম্পর্ক নেই। যেমন আমাদের সমাজে প্রচলিত পীরপূজা, কবরপূজা, মীলাদ-ক্বিয়াম, কুলখানী, চেহলাম, হায়াতুন্নবী, আল্লাহ নিরাকার, তিনি সর্বত্র বিরাজমান ইত্যাদি আক্বীদা ও আমলসমূহের পিছনে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) কিংবা তাঁর মাযহাবের শ্রেষ্ঠ কিতাবসমূহে কোনরূপ সমর্থন নেই। অথচ সরলবুদ্ধি জনসাধারণ অন্ধ বিশ্বাসে তাদের আলেমদের তাবেদারী করতে গিয়ে এগুলিকেই প্রকৃত ইসলামী অনুষ্ঠান বলে ধারণা করে। এভাবে তারা বিভিন্ন সময় নানাবিধ শিরক ও বিদ'আতের শিকার হয়ে পড়ে। যার পরিণতি জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ ঐ ব্যক্তির সম্মুখে যদি কোন নিরপেক্ষ হক্বপন্থী আলেম রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর কোন ছহীহ হাদীছ পেশ করে তার ভুল ধরিয়ে দিতে চান, তাহ'লে বেচারা ভীষণ ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং শেষ অস্ত্র হিসাবে নিজ বাপ-দাদা হ'তে শুরু করে বিগত যুগের ইমাম ও পীর-আউলিয়াদের নাম নিয়ে যুক্তি দেখিয়ে বলে 'তাঁরা কি বুঝতেন না?' যদিও ঐ সকল বিগত ব্যক্তিদের তাক্বওয়া-পরহেযগারী ও কুরআন-হাদীছের পাবন্দী সম্পর্কে তার স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। অথচ ঐ ব্যক্তি একবারও ভাবে না যে, দ্বীন সম্পূর্ণরূপে 'অহিয়ে এলাহীর' উপরে নির্ভরশীল। এখানে কোন ব্যক্তির নিজস্ব রায় বা খেয়াল-খুশীর কোন অবকাশ নেই।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত অজুহাতই ছিল সকল যুগের গোঁড়া সংস্কারবাদীদের মোক্ষম যুক্তি- যা যুগে যুগে সকল নবীকেই শুনানো হয়েছে। এই অন্ধ কুসংস্কারের বিরোধিতা করার কারণেই সমাজের বুকে জেঁকে বসা ক্বায়েমী স্বার্থবাদীরা নবীদেরকে অকথ্য নির্যাতন করেছে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে জীবন্ত নিক্ষেপ করেছে, সর্বস্বান্ত অবস্থায় দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে। আজও তারা শেষনবীর সনিষ্ঠ অনুসারীদের উপরে একইভাবে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

তাক্বলীদের পরিণতিঃ অন্ধ তাক্বলীদ ও রসম পূজার শেষ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করলেও গা শিউরে ওঠে। একদিকে থাকেন ভ্রান্তির আশংকাযুক্ত অনুসরণীয় ইমাম অথবা পীর। অন্যদিক থাকেন দোজাহানের অভ্রান্ত ইমাম, ইমামুল মুত্তাক্বীন ও ইমামুল মুরসালীন শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। একদিকে থাকে ধর্মের নামে প্রচলিত রসম-রেওয়াজ, অন্যদিকে থাকে শেষনবীর পবিত্র হেদায়াতসমূহ। আল্লাহ না করুন এটিই যদি কারো প্রকৃত অবস্থা হয়ে থাকে, তবে কোন্ আকাশ তাকে ছায়া দিবে, কোন্ যমীন তাকে আশ্রয় দিবে, কোন্ নবীর শাফা'আত সে কামনা করবে?

তাক্বলীদের মায়াবন্ধনে পড়ে মানুষ ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কে কত বড় ইমাম বা কে কত বড় দলের অনুসারী, সেটাই এখন প্রধান বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাযহাবী তাক্বলীদের বাড়াবাড়ির পরিণামে হানাফী-শাফেঈ দ্বন্দ্বে ও শী'আ মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে ৬৫৬ হিজরী মোতাবেক ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে হালাকু খাঁর আক্রমণে বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস হয়েছে। পরবর্তীতে মিসরের বাহরী মামলূক সুলতান রুকনুদ্দীন বায়বারাসের আমলে (৬৫৮-৬৭৬/১২৬০-১২৭৭ খৃঃ) মিসরীয় রাজধানীতে সর্বপ্রথম চার মাযহাবের লোকদের জন্য পৃথক পৃথক ক্বাযী নিয়োগ করা হয়, যা ৬৬৫ হিজরী থেকে ইসলাম জগতের সর্বত্র চালু হয়ে যায় ...এবং চার মাযহাবের বহির্ভূত কোন উক্তি বা সিদ্ধান্ত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'লেও তা অনুসরণ করা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়'। বুরজী মামলূক সুলতান ফারজ বিন বারকূক-এর আমলে (৭৯১-৮১৫ হিঃ) ৮০১ হিজরী সনে মুক্বাল্লিদ আলেম ও জনগণকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মুসলিম ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র কা'বা গৃহের চারপাশে চার মাযহাবের জন্য পৃথক পৃথক চার মুছাল্লা কায়েম করা হয়। এইভাবে তাক্বলীদের কু-প্রভাবে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি স্থায়ী রূপ ধারণ করে। ১৩৪৩ হিজরীতে বর্তমান সঊদী শাসক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবদুল আযীয আলে-সঊদ উক্ত চার মুছাল্লা উৎখাত করেন। ফলে সকল মুসলমান বর্তমানে কুরআন-হাদীছের বিধান অনুযায়ী একই ইব্রাহীমী মুছাল্লায় এক ইমামের পিছনে এক সাথে ছালাত আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে *(থিসিস পৃঃ ৮৯)। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

জাতীয় তথা ধর্মীয় তাক্বলীদের দুনিয়াবী পরিণতি হিসাবে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীক্বার নামে আমরা ভাই ভাইয়ে দলে দলে বিভক্ত হয়েছি। বিজাতীয় তাক্বলীদের ফলে আমরা প্রগতির নামে ইহুদী-খৃষ্টান ও অনৈসলামী জোটের চালু করা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি কুফরী মতবাদের অন্ধ অনুসারী হয়েছি। ভাষা ও অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পূজা করতে গিয়ে একক 'ইসলামী খেলাফত' ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৫৬টি দুর্বল মুসলিম রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছি। বহু দলীয় গণতন্ত্রের ধুয়া তুলে একটি দেশকে ভিতর থেকে অনৈক্যে ও বিশৃংখলায় স্থায়ীভাবে দুর্বল করে রাখার অনৈসলামী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার ফলে বঙ্গভবন থেকে বস্তিঘর পর্যন্ত অনৈক্য ও অশান্তির আগুনে জ্বলছে। আমাদের জাতীয় ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ 'ইসলামী খেলাফত' তথা মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বিধ্বস্ত

হয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্র সমূহ এখন ইহুদী-খৃষ্টান-অমুসলিম অক্ষশক্তির গোলামে পরিণত হয়েছে। এককালের উমাইয়া খেলাফতের (৪১-১৩২হিঃ/৬৬১-৭৫০খৃঃ=৯০বৎসর) রাজধানী দামেস্ক, আব্বাসীয় খেলাফতের (১৩২-৬৫৬হিঃ/৭৫০-১২৫৮খৃঃ=৫০৯বৎসর) রাজধানী বাগদাদ, স্পেনীয় উমাইয়া খেলাফতের (৯২-৮৯৭ হিঃ/৭১১-১৪৯২খৃঃ=৭৮১বৎসর) রাজধানী গ্রানাডা, তৎকালীন পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র ও 'বিশ্বের বিস্ময়' কর্ডোভা, সেভিল আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু, ভারতবর্ষের মুসলিম শাসনের (৩৫১-১২৭৩ হিঃ/৯৬২-১৮৫৭ খৃঃ=৮৯৫বৎসর) কেন্দ্রস্থল গযনী (কাবুল) ও দিল্লী আজ ইতিহাসের হারানো অধ্যায়। সর্বশেষ উছমানীয় খেলাফতের (৭০০-১৩৪২হিঃ/১৩০০-১৯২৪খৃঃ=৬২৪বৎসর) রাজধানী ইস্তাম্বুল বা কনষ্টান্টিনোপল ও তুরস্ক আজ 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি' বলে ইহুদী-খৃষ্টান জগতের হাসি-ঠাট্টার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ক্রুসেড বিজেতা সেনাপতি ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৬৪-৫৮৯হিঃ/১১৬৯-১১৯৩ খৃঃ)-এর শাসিত মিসর এখন ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের বন্ধু!

শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারী মুসলমান আজ অশান্তির দাবানলে জ্বলছে। কিন্তু কেন? কে এজন্য দায়ী? ইসলাম না মুসলমান? ঔষধ না রোগী? নিশ্চয়ই দোষ ঔষধের নয়। কেননা এ ঔষধ বহু পরীক্ষিত। তাছাড়া ইসলামের যথার্থতার প্রশংসায় তো অমুসলমানেরাই বেশী সোচ্চার। অতএব সে দোষ নিশ্চয়ই রোগীর যারা এর ব্যবহার জানে না। আমরা যারা ঔষধ তাকে রেখে কেবল ঔষধ ঔষধ তসবীহ জপেছি, কিন্তু সেবন করে দেখিনি। অথবা সঠিক ব্যবহারবিধি শিখিনি। কিংবা অ শিখে বাকীটা অনুমান করে নিয়েছি কিংবা অন্য কিছু য়ে মনের মত করে 'মিকশ্চার' বানিয়েছি।

মোট কথা মুসলমানদের বর্তমান এই করুণ পরিণতি হেদায়াতের মূল উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মহান শিক্ষা হতে দূরে থাকারই ফল। আর একারণেই শাশ্বত জীবন বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যুগোপযোগী সমাধান পেতে ব্যর্থ হয়ে আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা আজ ক্রমেই বিভিন্ন বস্তুবাদী দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীক্বার বিভিন্ন চেহারা দেখে তারা মূল ইসলামকেই সন্দেহ করছে। দরগাহ, খানক্বাহ ও হালক্বায়ে যিকরের জৌলুস দেখে অথবা বিলাসী রাজনীতির জাঁকজমকপূর্ণ মঞ্চে ও মিছিলে ইসলামের তেজিয়ান শ্লোগান শুনে তারা ইসলামকে ভুল বুঝছে। তাকে পুঁজিবাদের সমর্থক অথবা শোষণের হাতিয়ার ভাবছে। অথচ মানবতার মুক্তিদূত শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম), আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), ওছমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-এর রেখে যাওয়া ইসলাম কি এই? নিশ্চয়ই নয়। তা পেতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে বিজাতীয় মতবাদ সমূহ এবং অবশ্যই ফিরে যেতে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মূল শিক্ষার মর্মকেন্দ্রে। কিন্তু প্রশ্ন হ'লঃ আন্তরিকভাবে আমরা তা পেতে চাই কি?

[চলবে]

ঝলক জুয়েলার্স
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।
সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

সততা বি ফার্মের নিজস্ব উৎপাদন
এস,পি,হানি
১০০% খাঁটি মধু
মৌ পালনের জন্য দেশী, বিদেশী মৌমাছি সহ বাক্স ও যাবতীয় সরঞ্জাম বিক্রয় করা হয়।
যোগাযোগের ঠিকানাঃ
ডাঃ এস,এম, ইসরাইল হোসেন
মন্ডেল হোমিও সেন্টার
নূর সুপার মার্কেট, জজ কোর্টের মোড়, সাতক্ষীরা
(নিরিবিলি রেঁস্তোরার নিচ তলা, মোটর সাইকেল শোরুমের পার্শ্বে)

তাফসীরুল কুরআনঃ কিছু কথা

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৩য় কিস্তি)

২৩. মা'আরেজ ৪ (تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ) 'ফেরেশ্তা এবং রূহ আল্লাহ্র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়'।

মাননীয় তাফসীরকার উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছেন (إِلَى مَهْبَطِ أَمْرِهِ مِنَ السَّمَاءِ) 'আসমান হ'তে তাঁর হুকুম নাযিলের স্থানের দিকে'। আমরা বলি, এ আয়াতের সঠিক অর্থ হ'ল- ফেরেশতামণ্ডলী এবং রূহ অর্থাৎ জিব্রীল (আঃ) আল্লাহ্র দিকে উর্ধ্বারোহন করেন'। এখানে (إِلَيْهِ) 'তাঁর দিকে' (ه) সর্বনামটি আল্লাহ্র দিকে সম্বন্ধযুক্ত।

(فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ) 'এমন একদিনে যা দুনিয়ার ৫০,০০০ হাযার বছরের সমান'। কেউ বলেছেন এর অর্থ 'ক্বিয়ামতের দিন'। কেউ বলেছেন, এটা হ'ল তাদের আল্লাহ্র দিকে আরোহণের দিনের সময়ের পরিমাণ যা দুনিয়ার পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। তবে এখানে প্রধান বিষয় হ'ল (إِلَيْهِ) বা 'আল্লাহ্র দিকে' ('তাঁর হুকুম নাযিলের স্থানের দিকে' নয়)। এর দ্বারা মাননীয় তাফসীরকার আল্লাহ্র 'উচ্চতা' গুণ ও 'তাঁর দিকে আরোহণে'র বিষয়টিকে পাশ কাটাতে চেয়েছেন, যা নির্গুণবাদীদের ব্যাখ্যার সাথে মিলে যায়।

২৪. বুরূজ ১৪ (وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ) 'তিনি ক্ষমাশীল ও প্রেমময়'। মাননীয় তাফসীরকার এই আয়াতের তাফসীর করেছেন, (الْمُتَوَدِّدُ إِلَى أَوْلِيَاءِهِ بِالْكَرَامَةِ) 'কারামত বা সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি স্বীয় আউলিয়া বা প্রেমিক বান্দাদের প্রতি প্রেমময়'।

আমরা বলি, এই ব্যাখ্যার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। কেননা এর মধ্যে আল্লাহ্র 'মহব্বত'-এর গুণকে 'সম্মান প্রদর্শন'-এর দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বরং সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, 'ওয়াদূদ' অর্থ প্রেমময় যা প্রেমের আধিক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি প্রেমশীল ঐ বান্দার প্রতি যে তওবা করে ও তাঁর দিকে বিনীত হয়। ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন, 'তিনি ক্ষমাশীল ও প্রেমময় ঐ ব্যক্তির জন্য যে গোনাহ থেকে তওবা করে ফিরে আসে'। সেই প্রেম তিনি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে করবেন, না অন্যভাবে করবেন, সেটা নির্দিষ্টভাবে বর্ণনার ক্ষমতা বান্দার নেই। এর দ্বারা মু'তাযিলাদের যুক্তিবাদ প্রাধান্য পেয়েছে।

২৫. বুরূজ ১৫ (ذُوالْعَرْشِ) 'আরশের অধিপতি'। মাননীয় তাফসীরকার ব্যাখ্যা করেছেন (خَالِقُهُ وَمَالِكُهُ) 'উহার সৃষ্টিকর্তা ও অধিকারী'। এ তাফসীর অতীব সাধারণ তাফসীর। কেননা আল্লাহ সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা ও অধিকারী, এতে কোন মতভেদ নেই। বরং এখানে প্রকৃত তাফসীর হবে إنه مستو عليه 'তিনি আরশের উপরে সমাসীন'। কিন্তু তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। যা নির্গুণবাদীদের ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যশীল।

২৬. বুরূজ-১৬ (فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ) 'তিনি যা ইচ্ছা তাই-ই করেন'। মাননীয় তাফসীরকার এর ব্যাখ্যা করেছেন (لَايُعْجِزُهُ شَيْئٌ) 'কোন বস্তু তাকে অপারগ করতে পারে না'।

আমরা বলি, এই ব্যাখ্যা দ্বারা আল্লাহ্র অপারগতা না থাকার কথা বুঝানো হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর যা ইচ্ছা তা করার নিরংকুশ ক্ষমতার কথা বলা হয়নি। নিঃসন্দেহে যিনি আল্লাহ্র নিরংকুশ ক্ষমতার কথা বলেন, তিনি প্রকারান্তরে তাঁর অক্ষম না হওয়ার কথাও বলে থাকেন। যা মাননীয় তাফসীরকারের ব্যাখ্যার বিপরীত।

এই আয়াতে আল্লাহ্র (إرادة) বা 'ইচ্ছা' গুণের প্রমাণ রয়েছে। সাথে সাথে তাঁর (قدرة) বা 'ক্ষমতা' গুণেরও প্রমাণ রয়েছে। যার কোন শেষ নেই, যাকে কেউ অক্ষম করতে পারে না। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা সম্পাদন করেন, তাঁর হুকুমকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ নেই, তাঁর সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করাবারও কেউ নেই। কিন্তু মু'তাযিলাগণ আল্লাহ্র عدل বা 'ন্যায়নিষ্ঠা' প্রমাণ করতে গিয়ে এই ধরনের আয়াতগুলির তাবীল করে থাকেন। মাননীয় তাফসীরকার এখানে তাদেরই অনুকরণ করেছেন।

২৭. আ'লা ১ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) 'তুমি তোমার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর'।

মাননীয় তাফসীরকার বলেন, (اَلْأَعْلَى: صِفَةٌ لِرَبِّكَ) 'সর্বোচ্চ' কথাটি তোমার প্রতিপালকের একটি গুণ'।

আমরা বলি, এটি আল্লাহ্র নাম সমূহের অন্যতম, যা আল্লাহ্র (علو) বা 'উচ্চতা' গুণকে প্রমাণ করে। এর অর্থ হ'ল (الأعلى من كل شيئ) 'সকল বস্তুর চাইতে উচ্চে'। এটি 'ইসমে তাফযীল' বা তুলনামূলক আধিক্যবোধক বিশেষ্য, যা সকল প্রকারের উচ্চতার উপরে আল্লাহ্র উচ্চতা ও মহত্ত্বকে নিশ্চিত করে। তিনি সর্বোচ্চ- সম্মান ও মর্যাদায়, তিনি সর্বোচ্চ প্রভাব ও বিজয়ে, তিনি সর্বোচ্চ নিজ সত্তার বিচারে যা সবকিছুর উপরে। তাঁর (أَعْلَى) নামটি এখানে উল্লেখ করার মাধ্যমে ঐ নামে তাঁর তাসবীহ পাঠের

আবশ্যিকতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 'তাসবীহ' অর্থ যাবতীয় ত্রুটি হ'তে পবিত্র হওয়া। অতএব এটি 'একটি গুণ' মাত্র নয়, বরং আল্লাহ্র নাম সমূহের অন্যতম, যা তাঁর সর্বোচ্চ হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

২৮. ফজর ২২ (وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) '(ক্বিয়ামতের দিন) যখন আসবেন আপনার প্রতিপালক ও ফেরেশতামণ্ডলী সারিবদ্ধভাবে'। মাননীয় তাফসীরকার ব্যাখ্যা করেছেন (وَجَاءَ رَبُّكَ: اى أمره) 'আপনার প্রতিপালক আসবেন অর্থাৎ তাঁর হুকুম আসবে'।

আমরা বলি 'আল্লাহ্র হুকুম আসার' এই 'তাবীল' সম্পূর্ণরূপে বাতিল এবং প্রকাশ্য 'নছ' বা দলীলের বিরোধী। এটি মূল অর্থ থেকে অন্য অর্থের দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার শামিল এবং পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইমাম ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) বলেন,

(واذاجاء ربك يامحمد وملائكته صفوفا صفا بعد صف) 'হে মুহাম্মাদ! যেদিন তোমার প্রভু ও তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী আসবেন সারিবদ্ধভাবে সারির পরে সারি'।

إتيان বা 'আসা' গুণটি আল্লাহ্র গুণাবলীর অন্যতম, যার প্রকার-প্রকৃতি জানা যায় না। এখানে 'আসা' গুণটিকে 'হুকুম আসা' দিয়ে তাবীল করা যে বাতিল, তার অন্যতম প্রমাণ হ'ল ফেরেশতাদেরকেও উক্ত হুকুম আসার মধ্যে গণ্য করা। অথচ ফেরেশতাগণ সশরীরে আসবেন সারিবদ্ধভাবে। 'হুকুম আসা' অর্থ করলে আল্লাহ্র সঙ্গে একই সাথে ফেরেশতাদের আগমন উল্লেখ করা অর্থহীন হয়ে পড়ে। যারা আল্লাহ্র আরশে অবস্থান ও সেখান থেকে অবতরণের আক্বীদায় বিশ্বাসী নয়, এ তাফসীর তাদের সেই বাতিল আক্বীদার প্রতি সমর্থন জানায়।

২৯. আলাক্ব ১৪ (أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى) 'সে কি জানেনা যে, আল্লাহ দেখেন?'

মাননীয় তাফসীরকার এর অর্থ করেছেন (ما صدر منه اى يعلمه فيجازيه عليه) 'তাঁর জ্ঞান দ্বারা যা প্রকাশিত হয়েছে, অর্থাৎ যা তিনি জেনেছেন তার ভিত্তিতে তাকে বদলা দেওয়া হবে'। আমরা বলি, দেখার আবশ্যিক ফল হ'ল জানা, কিন্তু জানার জন্য দেখা আবশ্যিক নয়। অতএব আল্লাহ্র 'দর্শন' গুণকে তার আসল অর্থেই রেখে দিতে হবে, 'জানা' অর্থে তাবীল করা যাবে না। কেননা আল্লাহ কিভাবে দেখেন, তার ধরণ ও প্রকৃতি মানুষর দর্শন গুণের সাথে তুলনীয় নয়। সম্ভবতঃ মাননীয় তাফসীরকার এখানে আল্লাহ্র 'দর্শন' গুণকে মু'আত্তিলাদের অনুকরণে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। ইমাম ইবনু জারীর ত্বাবারী এই আয়াতের তাফসীর করেন এভাবে,

ألم يعلم أبو جهل إذ ينهى محمداً عن عبادة ربه والصلاة بأن الله يراه فيخاف سطوته وعقابه

'আবু জাহ্ল মুহাম্মাদকে তাঁর প্রতিপালকের ইবাদত ও ছালাত হ'তে যখন নিবৃত্ত করছিল, তখন সে কি জানেনা যে আল্লাহ তাকে দেখছেন? অতএব যদি সে তাঁর প্রতিপত্তি ও প্রতিশোধ গ্রহণকে ভয় করতো!' =(*তাফসীর ইবনু জারীর (বৈরুত:দারুল মা'রিফাহ ১৪০৭/১৯৮৭) ৩০তম পারা ১২/২/১৬৪ পৃঃ*)।

২য় অধ্যায়
ব্যাপক অর্থকে একটি অর্থে সীমায়িত করা
(قصر العام على بعض أفراده)

কোন কোন শব্দ অনেক সময় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যার দ্বারা তার সকল অর্থই বুঝানো হয়ে থাকে। এক্ষণে যদি তার একটি মাত্র অর্থ গ্রহণ করে বাকীগুলি পরিত্যাগ করা হয় এবং সেগুলির দিকে দৃকপাত না করা হয়, তাহ'লে তার যথাযোগ্য অনেক অর্থকেই বাদ দেওয়া হয়, যা একেবারেই অনুচিত। অত্র তাফসীর গ্রন্থ হ'তে এ ধরনের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হ'ল-

১. বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াতুল কুরসীর শেষ অংশ-

(وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) 'তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ'।

এখানে মাননীয় তাফসীরকার (وهو العلى) অর্থ করেছেন (وهوالعلى فوق خلقه بالقهر) 'প্রতিপত্তির দ্বারা তিনি স্বীয় সৃষ্টিকুলের উপরে সর্বোচ্চ'। এখানে সকল বিষয়ে আল্লাহ্র উচ্চতাকে এড়িয়ে গিয়ে শুধুমাত্র 'প্রতিপত্তি'র মধ্যেই তাঁর উচ্চতাকে সীমায়িত করা হয়েছে'।

২. আ'রাফ ১৮০ (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) 'আল্লাহ্র জন্য রয়েছে উত্তম নাম সমূহ'। অমনিভাবে সূরায়ে হাশর ২৪ আয়াতে (لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) 'সকল উত্তম নাম তাঁরই'।

মাননীয় তাফসীরকার ব্যাখ্যা করেছেন,

(التسعة والتسعون الوارد بها الحديث) '৯৯টি নাম যে সম্পর্কে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে'।

আমরা বলি, উক্ত ৯৯টি নাম আল্লাহ্র নামসমূহের অংশবিশেষ। কেননা আল্লাহ্র অফুরন্ত নামসমূহ কোন সংখ্যা দ্বারা সীমায়িত করা সম্ভব নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রার্থনা করেন, 'আমি আপনার নিকটে প্রার্থনা করি আপনার সকল নামের দ্বারা যা আপনি নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন অথবা আপনি স্বীয় কেতাবে নাযিল করেছেন অথবা আপনি আপনার সৃষ্টির মধ্যে কোন বান্দাকে শিখিয়েছেন অথবা আপনি আপনার অদৃশ্য জ্ঞানে যে

নামকে প্রাধান্য দিয়েছেন'। -আহমাদ, ত্বাবারাণী কবীর, ইবনু হিব্বান প্রভৃতি।

৩. নাহ্ল ৩৬ (وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ) 'তোমরা ত্বাগূতকে বর্জন কর'।

মাননীয় তাফসীরকার এই আয়াতে ত্বাগূত-এর ব্যাখ্যা করেছেন (الأوثان) বা 'প্রতিমা সমূহ'। আমরা বলি, (الطاغوت كل ما عُبِدَ من دون الله وهو راضٍ بالعبادة) 'আল্লাহ ব্যতীত আর যাকেই ইবাদত করা হয়, যদি সে উক্ত ইবাদতে রাযী থাকে (এবং স্বেচ্ছায় করে থাকে), তবে সেটাই হ'ল 'ত্বাগূত'। অতএব শুধুমাত্র প্রতিমার মধ্যে ত্বাগূতকে সীমায়িত করা যাবে না।

৪. নাহ্ল ৫০ (يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ...) (ফেরেশতাগণ) তাদের উপরে পরাক্রমশালী তাদের প্রতিপালককে ভয় করে...।' মাননীয় তাফসীরকার ব্যাখ্যা করেছেন (اى عاليا عليهم بالقهر) 'অর্থাৎ তাদের উপরে স্বীয় প্রতিপত্তির মাধ্যমে তিনি উচ্চ'।

আমরা বলি যে, এখানে 'উচ্চতা' গুণকে কেবলমাত্র 'প্রতিপত্তি'র অর্থে নির্দিষ্ট করে বাকী অর্থগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কেননা আল্লাহ পাক তাঁর সকল মাখলূক্বাতের উপরে সকল দিক দিয়ে সর্বোচ্চ। তিনি সর্বোচ্চ শুধুমাত্র 'প্রতিপত্তি'র কারণে নয়। বরং স্বীয় মহান গুণাবলীর কারণে। সমস্ত সৃষ্টিকুল তাঁর নিকটে অবনত ও সকল অস্তিত্বশীল বস্তু তাঁর প্রতি অনুগত। এই সকল অর্থই আল্লাহ্র 'সর্বোচ্চ' গুণের সাথে সম্পৃক্ত।

৫. বাইয়েনাহ ১ (مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ) 'আহলে কেতাব ইহুদী-নাছারা ও মুশরিক- অংশীবাদীদের মধ্য হ'তে'।

মাননীয় তাফসীরকার এই আয়াতে 'মুশরিক'-এর ব্যাখ্যা করেছেন (عبدة الأصنام) বা মূর্তিপূজারীগণ।

আমরা বলি, এই ব্যাখ্যায় ত্রুটি আছে। কেননা মুশরিক হ'ল যারা সৎ লোকদের মূর্তি ও কবরের পূজারী, জিন, বৃক্ষ ও পাথরের পূজারী। অধিকাংশ মুশরিক হ'ল সৎ লোকদের পূজারী। পৃথিবীতে সৎ লোকের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির দ্বারাই শিরকের উৎপত্তি হয়েছে। অতঃপর তাদের আকৃতিকে মূর্তি বানানো হয়েছে। অতঃপর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ইবাদত করা হয়েছে। এখানে মূর্তি মূল নয়, বরং মূল হ'ল ঐসব মৃত সৎ লোক, যাদের মূর্তি বানানো হয়েছে এবং যাদের অসীলায় মুক্তি কামনা করা হয়। অবশেষে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকেই ইবাদত করা হয়।

৬. কাফেরূন ২ (لَا أَعْبُدُ مَاتَعْبُدُوْنَ) 'আমি ইবাদত করি না যাদেরকে তোমরা ইবাদত করে থাক'।

মাননীয় তাফসীরকার এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন, (ماتعبدون من الأصنام) 'তোমরা যেসব প্রতিমার পূজা করে থাক'।

আমরা বলি, এখানে অন্যদেরকে পূজা করার ব্যাপক অর্থকে প্রতিমা পূজার মধ্যে সীমায়িত করা হয়েছে। সঠিক অর্থ হবে অন্য সকল পূজ্য বস্তু, চাই সেটা সৎ লোক হৌক, কবর হৌক, বৃক্ষ কিংবা প্রতিমা যাই-ই হৌক না কেন। অর্থাৎ 'হে রাসূল আপনি লোকদেরকে বলে দিন যে, আমি ইবাদত করিনা ঐসব বাতিল মা'বূদের, যেগুলিকে তোমরা পূজা করে থাক আল্লাহকে বাদ দিয়ে। বরং আমি আমার যাবতীয় ইবাদত পেশ করি কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য, যিনি ইবাদতের প্রকৃত হকদার। অথচ তোমরা তাকে ইবাদত করতে অস্বীকার করে থাক।

৩য় অধ্যায়

ইস্রাঈলী উপকথাসমূহ

(الإسرائيليات)

ইস্রাঈলী উপকথা বলতে এখানে বনু ইস্রাঈল ইহুদী-নাছারাদের পক্ষ হ'তে যেসব গল্প ও উপকথা তাফসীরের মধ্যে চালু হয়ে গেছে, সেগুলিকে বুঝানো হয়েছে। জানা আবশ্যক যে, ইস্রাঈলী কাহিনী সমূহ তিন ধরনের হয়ে থাকে। ১- যেগুলির সত্যতার ব্যাপারে আমাদের শরী'আতে সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে। আমরা সেগুলিকে বিশ্বাস করব ও বর্ণনা করব। ২- যেগুলির অসত্যতার বিষয় আমাদের শরী'আতে নাযিল হয়েছে। আমরা সেদিকে মন দিব না এবং বর্ণনাও করব না, এগুলিকে বাতিল প্রমাণ করার স্বার্থে ব্যতীত। ৩- যে বিষয়ের সত্যতা বা অসত্যতার বিষয়ে আমাদের শরী'আতে কিছুই বর্ণিত হয়নি। এধরনের বিষয়গুলি বর্ণনা করা হ'লেও আমরা সেগুলিকে সত্যও বলব না, মিথ্যাও বলব না। কেননা সেখানে দু'টিরই সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষণে আমরা দ্বিতীয়টি সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করব, যেগুলির মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে আমাদের শরী'আতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

১. সুলায়মানের আংটি চুরি ও রাজত্ব হরণঃ

১. বাক্বারাহ ১০২ (وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوْا الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ) 'এবং সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানগণ যা আবৃত্তি করত, তারা (ইহুদীরা) তার অনুসরণ করত'।

মাননীয় তাফসীরকার বলেন, (من السحر، وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه) '(শয়তানেরা) জাদু হ'তে (আবৃত্তি করত), যা সুলায়মান-এর সিংহাসনের নীচে তারা দাফন করেছিল তাঁর রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

প্রাক্কালে'। আমরা বলি, সুলায়মান (আঃ) একজন জলীলুল ক্বদর নবী ছিলেন। তিনি জাদুকর ছিলেন না বা জাদুর শক্তির বলে তিনি সবকিছুকে অনুগত করেননি। তাঁর সিংহাসনের নীচে কোন জাদুও কেউ লুকিয়ে রাখেনি। তাছাড়া তাঁর রাজত্ব ছিনিয়ে নেবার মত কোন অঘটন ঘটেনি এবং এমন কোন খবরও আল্লাহ্ বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে দেননি। এগুলি নবীগণের মর্যাদার বরখেলাফ এবং স্রেফ ইস্রাঈলী কল্পকাহিনী মাত্র। কেননা সুলায়মান (আঃ) আল্লাহ্র নিকটে তাঁর ও তাঁর পিতাকে বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রক্ষমতা ও বহু মাখলূক্বাতের উপরে প্রাধান্য দানের মহান নে'মত প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বিনীতভাবে প্রার্থনা করেছেন *(নামাল ১৯, ছোয়াদ ৩৫)*।

অতএব উক্ত আয়াত সমূহের প্রকাশ্য অর্থ এই যে, সুলায়মান (আঃ)-এর অতুলনীয় সাম্রাজ্যে ঈর্ষান্বিত শয়তানেরা সর্বত্র রটিয়ে দেয় যে, জিন-ইনসান ও পশু-পক্ষী সবার উপরে সুলায়মানের একাধিপত্যের মূল কারণ ছিল তাঁর পঠিত কিছু কলেমা, যার কিছু কিছু আমরা জানি। যারা এগুলি শিখবে ও তার উপরে আমল করবে, তারাও অনুরূপ ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। তখন লোকেরা ঐসব জাদু ও কুফরী বিদ্যা শিখতে ঝুঁকে পড়ল ও তাদের অনুসারী হ'ল এবং কুফরী করতে শুরু করল। বর্ণিত আয়াতে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং সুলায়মান (আঃ)-এর নির্দোষিতা ঘোষণা করা হয়েছে। মূল কথা হ'ল, ইহুদীরা সকল নবীকে গালি দিয়েছে এবং সেভাবে সুলায়মান (আঃ)-কেও তোহমত দিয়েছে।

২. হারূত ও মারূতের গল্পঃ

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একই আয়াতে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। মাননীয় তাফসীরকার বলেছেন,

قال ابن عباس: هما ساحران، كانا يعلمان السحر،

ইবনু আব্বাস বলেন, 'তারা ছিলেন দু'জন জাদুকর। তারা জাদু শিক্ষা দিতেন'। অথচ তাঁরা জাদুকর ছিলেন না। বরং ফেরেশতা ছিলেন। যারা কখনোই আল্লাহ্র অবাধ্য ছিলেন না। জাদুকর বলে তাদের উপরে তোহমত লাগানো হয়েছে মাত্র।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন তাফসীরে যেমন বলা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা স্বরূপ মানুষ হিসাবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। পরে তারা মানুষের ন্যায় মহাপাপে লিপ্ত হয়। তখন শাস্তি স্বরূপ তাদের পায়ে বেড়ী দিয়ে বাবেল শহরে একটি পাহাড়ের গুহার মধ্যে আটকিয়ে রাখা হয়। যারা সেখানে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবে। আর যে সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, সে মেয়েটি আসমানে 'যোহরা' তারকা হিসাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঝুলন্ত থাকবে'। এগুলি সব তাফসীরের নামে উদ্ভট গল্প, যা সুলায়মানের শত্রু ইহুদী-নাছারাদের তৈরী কল্প-কাহিনী মাত্র।

মূল ঘটনা এই যে, ঐ সময় ই: কর বাবেল বা ব্যবিলন শহর জাদু বিদ্যায় প্রসিদ্ধ ছিল। সুলায়মানের বিশাল ক্ষমতাকে শয়তান ও দুষ্ট লোকেরা উক্ত জাদু বিদ্যার ফল বলে রটনা করত। তখন নবুঅত ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর জন্য আল্লাহ্ হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফেরেশতাকে সেখানে শিক্ষক হিসাবে মানুষের রূপ ধারণ করে পাঠান। তারা মনিষকে জাদু বিদ্যার অনিষ্টকারিতা ও নবুঅতের কল্যাণ বিধান সম্পর্কে বুঝাতে থাকেন। কিন্তু লোকেরা অকল্যাণকর বিষয়গুলিই শিখতে চাইত। যা কুরআনের উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, নবীগণের মু'জেযা সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়। আর জাদু হয় অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে। দাঊদ ও সুলায়মানের বিশাল রাজত্ব এবং জিন ও পশু-পক্ষীর উপরে আধিপত্যের বিষয়টি ছিল তাঁদের মু'জেযা স্বরূপ। কাফেররা এটাকে জাদু মনে করত। আর তাই তারা জাদু বিদ্যা শেখার প্রতি লোকদের আহ্বান করত। দ্বিতীয়তঃ 'মু'জেযা' কেবল নবীদের জন্য খাছ এবং 'কারামত' আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের মাধ্যমে কখনো কখনো প্রকাশ করে থাকেন। পক্ষান্তরে জাদু কেবল দুষ্ট লোকদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয় লোকদেরকে এই পার্থক্য বুঝানোর জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন। যাতে তারা পার্থক্য বুঝতে পেরে জাদুকরদের তাবেদারী ছেড়ে নবীর তাবেদার হয়।

৩. মূসা (আঃ)-এর সিন্দুক ও নবীগণের ছবিঃ

২.বাক্বারাহ ২৪৮ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ

'তাদের নবী (শ্যামুয়েল) তাদেরকে বললেন, (ত্বালূতের) রাজা হওয়ার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকটে সেই 'তাবূত' (সিন্দুক) আসবে ...।

এখানে তাবূত-এর ব্যাখ্যায় মাননীয় তাফসীরকার বলেছেন,

الصندوق كان فيه صور الأنبياء، أنزله الله على آدم

'সেই সিন্দুক, যা আল্লাহ আদম (আঃ)-এর উপরে নাযিল করেন এবং যার মধ্যে রয়েছে নবীদের ছবিসমূহ'। অথচ প্রকৃত কথা এই যে, এটি হ'ল আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক মূসা (আঃ)-এর নির্মিত সেই সিন্দুক, যার মধ্যে তাঁর লাঠি, তাওরাত এবং তাঁর ও হারূণ (আঃ)-এর রেখে যাওয়া অন্যান্য পবিত্র বস্তুসমূহ সংরক্ষিত ছিল। বনু ইসরাঈলগণ এটিকে বরকত হিসাবে ও বিজয়ের নিদর্শন হিসাবে মনে করত'।

ই.ফা.বা. প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ কুরআন শরীফে (পৃঃ ৬৩ টীকা ১৭০) বলা হয়েছে, 'বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা কালে হযরত মূসা (আঃ) ইহা সম্মুখে স্থাপন করিতেন'। এ বক্তব্য কুরআন সম্মত নয়।

[চলবে]

ইসলামী দাওয়াতে বিজয়ের স্বরূপ

মূলঃ ডঃ নাছের বিন সুলাইমান আল-ওমর

*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(৩য় কিস্তি)

(৬) অত্যাচার ও বদনামের বিনিময়ে সাহায্য ও বিজয়ঃ

যুলুম-অত্যাচার, বদনাম ইত্যাদি সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। কেননা অনেক সময় একজন প্রচারকের যাত্রাই শুরু হয় জেল-যুলুম, বদনামের মাধ্যমে। যেমন একজন প্রচারককে তার শত্রুদের পক্ষ হ'তে মানহানিকর কোন অভিযোগে অভিযুক্ত করা হ'ল, অনেকে ভাবল এই প্রচারকের দফা-রফা হয়ে গেল। এরপর থেকে তার আর ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব বলে কিছুই থাকল না। কিন্তু পরে দেখা গেল ঐ অভিযোগই সেই প্রচারকের সম্মুখপানে অগ্রসরের বড় হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এটাও নানাভাবে পরিস্ফুটিত হ'তে পারে। যথাঃ

* উক্ত প্রচারক বদনাম ও জেল সম্পর্কে স্বীয় ব্যক্তিসত্তার উপর মানসিকভাবে বিজয়ী হয়। সে বুঝতে পারে জেলভীতি ও উহার প্রকৃতি। তাই দ্বিতীয়বার যখন তাকে জেলে ঢুকান হয়, তখন আল্লাহদ্রোহী শক্তির পক্ষ থেকে আগত ভয়-ভীতিকে সে আর পরোয়া করে না।

* কোন্ পথ ও মত বাতিল প্রচারকের সামনে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। কতক লোক চালাকি করে সত্যের সঙ্গে মিথ্যা ও ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়কে মিশ্রিত করে যে ফায়দা লুটছে, তা সে এখান থেকেই ধরতে পারে।

* কে তার শত্রু আর কে মিত্র তা সে চিনতে পারে। যেমন কবি বলেছেন,

جَزَى اللّٰهُ الشَّدَائِدَ عَنِّىْ كُلَّ خَيْرٍ
عَرَفْتُ بِهَا صَدِيْقِىْ مِنْ عَدُوِّىْ

'বিপদকে আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে সবরকম প্রতিদান দিন। উহা দ্বারা আমি চিনতে পেরেছি কে আমার শত্রু কেবা আমার মিত্র'।

* তার শিষ্য ও শুভার্থীর সংখ্যা বেড়ে যায়। যে সত্যের প্রতি সে আহ্বান জানায় তার আগ্রহী শ্রোতার সংখ্যা বাড়তে থাকে। এক সময় তা হাযার হাযারে গিয়ে দাঁড়ায়।

* আল্লাহ তা'আলা তাঁর শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুখ থুবড়ে দেন। দেখতে দেখতেই তারা পরাজয়ের গ্লানি হজম করে।

* *কামিল (হাদীছ); সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

এসব কি আখিরাতের আগে দুনিয়ার জীবনেই বিজয় নয়? وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لاَيَفْقَهُوْنَ 'কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝতে পারে না' *(মুনাফিকূন ৮)*।

সাহায্য ও বিজয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর আলোচনা শেষ করার আগে আমাদের এমন একটি বাস্তবতার সামনে দণ্ডায়মান হওয়া যরূরী, যা অনেকের সামনে অস্পষ্ট। সেটা হ'ল প্রচারকের এক প্রকার বিজয়। প্রচারককে যখন হত্যা, কারাদণ্ড, শাস্তি প্রদান, ভিটে-মাটি ছাড়া করা, দেশ থেকে বহিষ্কার ইত্যাদির সিদ্ধান্ত তার প্রতিপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়, তখন তাদের মধ্যেও নানা মানসিক কষ্ট ও যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। এমনকি শাস্তি দিয়েও তাদের স্বস্তি মেলে না। আরাম তখন হারাম হয়ে যায় এবং সৌভাগ্যের আলো কোথাও তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। নিষ্ঠুর উমাইয়া গভর্ণর হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনু জুবাইরকে হত্যা করার পর এমনিভাবে নানা মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়েছিলেন। তিনি আরাম করে একটু ঘুমাতেও পারতেন না। ঘুমের মধ্যে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে ভীতবিহ্বল হয়ে জেগে উঠতেন আর বলতেন, 'সাঈদকে নিয়ে আমার কি হবে'? এমনিতর দুঃখ ও পেরেশানীর মধ্যে কিছু দিন যেতে না যেতেই তিনি মারা যান।

এই বাস্তবতার প্রতিধ্বনি কুরআনের বহু স্থানে এসেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ، إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ- إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا، وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لاَيَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، إِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ-

'যখন তারা একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের উপর ক্ষোভে-দুঃখে আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। আপনি বলুন, 'তোমরা তোমাদের ক্ষোভ, দুঃখ নিয়ে মরে যাও'। নিশ্চয়ই অন্তরে যা আছে তৎসম্পর্কে আল্লাহ সর্বজ্ঞ। যদি তোমাদের কোন কল্যাণ অর্জিত হয় তবে তা তাদের মনপীড়ার কারণ হয়। কিন্তু তোমাদের কোন অকল্যাণ স্পর্শ করলে তাতে ওরা খুব খুশি। তবে যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও আল্লাহভীতি অবলম্বন কর, তাহ'লে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের কর্মতৎপরতা পরিবেষ্টনকারী' *(আলে ইমরান ১১৯-১২০)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا-

'আল্লাহ কাফিরদেরকে ক্ষোভসহ ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ লাভ করতে পারল না' *(আহযাব ২৫)*।

অপরদিকে একই ক্ষেত্রে আমরা একজন প্রচারককে দেখি, তিনি সুখ ও শান্তির মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন। ইমাম তাবারী (রহঃ) আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণী পেশ করে বলেন,

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ،

'আমার প্রেরিত বান্দাদের জন্য আমার একথা আগে ভাগে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, তারা অবশ্যই সাহায্য প্রাপ্ত হবে এবং আমার বাহিনী অবশ্যই বিজয়ী হবে' *(ছা-ফ্ফাত ১৭১-১৭৩)*। কিছু আরবীয় পণ্ডিতের মতে, 'আমার প্রেরিত বান্দাদের জন্য আমার কথা আগে ভাগে নিশ্চিত হয়েছে' বাণীটির অর্থ 'সৌভাগ্য'। অর্থাৎ তাদের জন্য সৌভাগ্য নিশ্চিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি হাদীছেও এ অর্থ লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেছেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ- وَلَيْسَ ذَالِكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِمُؤْمِنٍ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ-

'মুমিনের বিষয় দেখ কি বিস্ময়কর! তার সবকিছুই কল্যাণময়। এটা মুমিন ছাড়া অন্যের বেলায় হয় না। সে যদি সুখসম্পদ লাভ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহ'লে তা তার জন্য কল্যাণময়; আবার দুঃখ কষ্টে নিপতিত হয়ে ধৈর্যধারণ করে, তবে সেটাও তার জন্য কল্যাণময়' *(মুসলিম হা/৩৯৯৯)*।

এই সত্যকে তুলে ধরেই শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছিলেন, 'আমার শত্রু আমার থেকে কি প্রতিশোধ নেবে? আমার জান্নাত তো আমার বক্ষে। আমাকে হত্যা করলে তা হবে শাহাদত; আমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করলে তা হবে ভ্রমণ, আমাকে জেলে পুরলে সেটা হবে আমার জন্য নির্জন বাস'।

এতেই আমরা বুঝতে পারি, কে বিজয়ী, আর কে পরাজিত। জয়-পরাজয়ের যে অর্থ মানুষ বাহ্যদৃষ্টিতে মনে রেখেছে তা থেকে উহা অনেক দূরে। এমনকি এতে এমন কিছু লুক্কায়িত সত্য আছে যা চর্মচোখে ধরা পড়ে না। কবি সত্যই বলেছেন,

اِصْبِرْ عَلَى مَضَضِ الْحَسُوْدِ فَإِنَّ صَبْرَكَ قَاتِلُهُ
فَالنَّارُ تَأْكُلُ بَعْضَهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلُهُ.

'হিংসুকের চোখ রাঙানির কোন পরোয়া নেই
ধৈর্য যে তা মিটিয়ে দেবে অবশ্যই।
অগ্নির ধর্ম নিজকে নিজে খেয়ে ফেলা
যখন পায় না উচিৎ মত খাদ্য খানা'।

(৭) মূল আদর্শে প্রচারকের অটল থাকার মাধ্যমে বিজয়ঃ

প্রচারক যে আদর্শের পথে মানুষকে আহ্বান জানাবেন তাতে যতই ঝড়-ঝঞ্ঝা, বাধা-বিপত্তি আসুক তিনি নিজে উহার উপর অবিচল থাকলে তা হবে তার জন্য সুস্পষ্ট বিজয়। তাতে করে তিনি সকল কামনা-বাসনা ও সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে পারবেন এবং সাহসিকতা ও অবিচলতার সাথে সকল বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে সক্ষম হবেন। মূল আদর্শের উপর অবিচল থাকলেই কেবল প্রকাশ্য বিজয় নিশ্চিত হওয়া সম্ভব। দেখা গেছে ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে অথচ তিনি তাঁর বিশ্বাসে অনড় থেকেছেন; এক বিন্দুও সরে দাঁড়াননি। ফলে বিজয়মাল্য তাঁরই গলচুম্বন করেছে। আল্লাহ বলেন,

قَالُوْا ابْنُوْا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ- فَأَرَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِيْنَ-

'তারা বলল, তাঁর জন্য একটি ইমারত তৈরী কর এবং তাঁকে উত্তপ্ত আগুনে ফেলে দাও। তারা তাঁকে নিয়ে চক্রান্তের সঙ্কল্প করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে ইতর শ্রেণীভুক্ত করে দিয়েছিলাম' *(ছা-ফ্ফাত ৯৭)*।

ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে 'কুরআন সৃষ্ট বস্তু' কথাটি মেনে নেয়ার জন্য দৈহিক ও মানসিকভাবে প্রচণ্ড নির্যাতনের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। কিন্তু তিনি শত্রুর যাবতীয় অত্যাচার, প্রলোভন ও অপচেষ্টার সামনে নতি স্বীকার না করে স্বীয় আদর্শে অটল থেকেছেন। ফলে বিজয়ের মাল্য তাঁর গলায় শোভা পেয়েছিল। উল্লেখ্য, তিনি সহ 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতে'র বিশ্বাস হ'ল, আল-কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম, যা ক্বাদীম বা অনাদি; উহা সৃষ্ট বস্তু নয়।

গর্ত খননকারীদের শিকার নিরপরাধ মুসলমানদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তবুও তারা দ্বীনের ব্যাপারে কোন আপোষ করেনি। বরং তারা আল্লাহ্‌র রাহে শহীদ হওয়াকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। আর এভাবেই তারা হয়েছিলেন বিজয়ী। আল্লাহ বলেন,

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ-

'তারা পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিল, এই একটি মাত্র দোষ ব্যতীত তারা অন্যকোন দোষ তাদের থেকে পায়নি' *(বুরূজ ৮)*।

এরূপ বিজয়ের অর্থই আমরা খাব্বাব (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে দেখতে পাই। কাফিরদের অসহনীয় অত্যাচারের দরুণ দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি

আমাদের জন্য দো'আ করবেন না? তিনি তখন তাকে বলেছিলেন,

كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُلَهُ فِى الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُنْشَقُّ بِإِثْنَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَالِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَادُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ-

'তোমাদের পূর্বকালে একজন ঈমানদার লোকের জন্য যমীনে গর্ত খুঁড়া হ'ত, অতঃপর তাকে তার মধ্যে রাখা হ'ত। তারপর করাত এনে তার মাথার উপর বসিয়ে উহা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হ'ত। তবুও এ লোমহর্ষক কাজ দ্বীনের উপর অবিচল থাকতে তাকে বাধা সৃষ্টি করেনি। অনেক সময় লোহার চিরুনী দিয়ে তার হাড় ও শিরা-উপশিরা থেকে গোশত খুবলে তুলে ফেলা হয়েছে। এরূপ কঠিনতম অত্যাচারও তাকে তার দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি' =*(বুখারী হা/৩৬১২)*।

এতে বুঝা গেল, দ্বীনের উপর অটল থাকা এবং সে জন্য যত বাধা-বিপত্তি ও যুলুম-অত্যাচার আসুক না কেন, তাতে পিছ পা না হওয়ার নামই বিজয়।

(৮) বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে বিজয়ঃ

দ্বীন বা আদর্শের পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণ দাঁড় করাতে পারলে অনেক সময় প্রতিপক্ষ নিরুত্তর হয়ে যায়। তার কণ্ঠে তখন আর সাড়া-শব্দ থাকে না। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ-

'আমার প্রেরিত বান্দাদের প্রসঙ্গে আমার এ কথা অগ্রে স্থির হয়ে গেছে যে, তারা অবশ্যই বিজয়ী হবে' *(ছা-ফফাত ১৭১-১৭২)*।

এ প্রসঙ্গে ইমাম তাবারী (রহঃ) বলেন, আমার পক্ষ হ'তে আমার রাসূলগণের জন্য এ কথা আগেই সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী হবে। অর্থাৎ লাওহে মাহফূযে আমার পক্ষ থেকে ফায়ছালা করে রাখা হয়েছে যে, যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তাদের সাহায্য ও বিজয় নিশ্চিত করা হবে। মুফাসসির সুদ্দী বলেন, إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ بِالْحُجَجِ، 'তারা অবশ্যই দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী হবে' =*(তাবারী ২৩/১১৪ পৃঃ)*।

আল্লাহ্র বাণী فَأَرَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِيْنَ، 'তারা তাঁর সম্বন্ধে চক্রান্ত করল, ফলে আমি তাদের ইতর শ্রেণীভুক্ত করে দিলাম'। এ প্রসঙ্গে ইমাম তাবারী বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ আমি ইবরাহীমের জাতিকে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে অপদস্ত ও লাঞ্ছিত করে দিলাম এবং ইবরাহীমকে প্রমাণ উত্থাপনের মধ্য দিয়ে বিজয়ী করলাম।

একই অর্থ আমরা আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীতে পাই,

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ-

'এসব প্রমাণ আমি ইবরাহীমকে তাঁর জাতির বিরুদ্ধে উত্থাপনের জন্য দিয়েছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা, মর্যাদায় উঁচুতে তুলে দেই' *(আন'আম ৮৩)*। এই উঁচুতে তুলে দেয়াই তো বিজয়।

একইভাবে দেখুন, ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে তৎকালীন কাফের শাসক নমরূদ আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল এবং পরাজিত হয়েছিল। যার প্রকাশ ঘটেছে আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীতে فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ 'কাফের লোকটি হতভম্ব হয়ে গেল'। *(বাক্বারাহ ২৫৮)*।

بُهِتَ অর্থ পরাজিত হওয়া, হতবাক হওয়া। অর্থাৎ কাফের লোকটি যুক্তি প্রমাণ উত্থাপনে ব্যর্থ হয়ে পরাজিত হ'ল, আর ইবরাহীম (আঃ) যুক্তি প্রমাণ দেখিয়ে জয়যুক্ত হ'লেন। এতে বুঝা গেল, বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনে সক্ষম হওয়ার মাধ্যমে একজন প্রচারক যে বিজয় অর্জন করেন তা আসলেই বিজয়। দ্বীন বিজয়ের এটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

প্রচারকের বিজয় স্থান ও কালের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়

একজন দ্বীন প্রচারক কোন সময় বা স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। তার সময় যেমন প্রার্থিব জীবন, তেমনি পরকালীন জীবনও। তার প্রচারক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী। এজন্যই দেখা যায় একজন প্রচারক কোন স্থানে বিফল হ'লেও অন্য স্থানে সফল হন। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটেছে। তিনি প্রথম জীবনে মক্কায় সফলতা লাভ করতে পারেননি, কিন্তু হিজরতের পর প্রথমে মদীনায় ও পরে মক্কায় সফল হয়েছেন। অনুরূপ মূসা (আঃ) ফির'আউনের দেশে সফল হননি। সেখান থেকে ফিলিস্তীনে এসে সফল হয়েছেন।

সময়ের আঙ্গিকেও এক সময় কোন প্রচারক নিষ্প্রভ থাকলেও পরবর্তীকালে তিনি ঝলসে উঠেন। যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন, অথচ তাঁর দাওয়াতী কর্মসূচী তাঁর মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পর ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে এবং অব্যাহত গতিতে চলছে। এটি একটি সুবিদিত ও চাক্ষুষ বিজয়। অনেক প্রচারকই এক স্থানে পরাজিত ও অন্য স্থানে বিজয়ী হয়েছেন, এক সময়ে অত্যাচারিত হয়েছেন, অন্য সময়ে

সফলতা লাভে ধন্য হয়েছেন, চাই তা তার জীবদ্দশায় হোক কিংবা মৃত্যুর পরে হোক।

(৯) শত্রুকে বাধাগ্রস্ত করাও বিজয়ঃ

প্রচারকের নিরাপত্তা বিধান এবং শত্রুকে তার নাগাল পেতে বাধা দেয়া আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রচারকের জন্য এক বিরাট সাহায্য। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ وَلَاهُمْ يُنْصَرُوْنَ 'তারা (কাফেররা) সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না' *(বাক্বারাহ ৪৮)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (রহঃ) বলেছেন, أَيْ يُمْنَعُوْنَ অর্থাৎ তারা বাধাগ্রস্ত হবে। ইবনু আব্বাসও এরূপ একটি মত পোষণ করেছেন *(তাবারী ১/২৬৯ পৃঃ)*।

আল্লাহ বলেন,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ- إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ-

'আপনাকে যে বিষয়ে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা প্রচার করুন এবং মুশরিকদের থেকে নিরস্ত থাকুন। নিশ্চয়ই ঠাট্টাকারীদের থেকে রক্ষায় আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট' *(হিজর ৯৪-৯৫)*।

অত্র আয়াতের অর্থ প্রসঙ্গে ইমাম তাবারী বলেছেন, আপনি আল্লাহ্‌র আদেশ প্রচার করুন এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবেন না। কেননা আল্লাহ আপনাকে তাদের হাত থেকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট। যারা আপনার বিরুদ্ধে শত্রুতার ঝাণ্ডা উত্তোলন করবে এবং আপনাকে নিপীড়ন করবে, তাদের হাত থেকেও রক্ষা করবেন, যেমন করে ঠাট্টাকারীদের হাত থেকে আপনাকে রক্ষায় তিনি যথেষ্ট। আল্লাহ আরও বলেন, وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 'মানুষের হাত থেকে আল্লাহ আপনাকে হেফাযত করবেন' *(মায়েদাহ ৬৭)*।

আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়ের কয়েকটি নমুনা এখানে তুলে ধরা হ'ল। বলা চলে এগুলি সাহায্য ও বিজয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকার। আমরা যদি এগুলি নিয়ে চিন্তা করি, তারপর নবীদের আদর্শের সাথে মিলিয়ে দেখি, তাহ'লে দেখতে পাব, প্রত্যেক নবী-রাসূলের জীবনে সাহায্য ও বিজয়ের এক বা একাধিক প্রকার বাস্তবায়িত হয়েছিল। আমাদের নবীর জীবনেই দেখা যাক-

* তাঁর প্রচারিত দ্বীন বিজয় ও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।
* তাঁকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে তৎপর ছিল, তাদের অনেকেই বদর ও পরবর্তী যুদ্ধাদিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।
* তিনি প্রতিপক্ষকে বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা লা-জওয়াব করে দিয়েছিলেন।
* শত্রুর হাত থেকে তাঁর জীবনের হেফাযত ও নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছিল।
* তাঁকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নিজ জন্মস্থান ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে তিনি সফল হয়েছিলেন।
* আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর অবিচল থেকে তিনি নির্ভীক চিত্তে সত্য প্রচার করেছিলেন।

আল্লাহ বলেন,

وَلَوْلاَ أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلاً-

'যদি আমি আপনাকে অবিচল না রাখতাম তাহ'লে অবশ্যই আপনি সামান্য হ'লেও ওদের প্রতি ঝুঁকে পড়তেন' *(বনী ইসরাঈল ৭৪)*।

নবী-রাসূলগণ যে সব বিজয় পেয়েছেন তাতে ক্ষেত্র বিশেষে তারতম্য হ'তে পারে, কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হওয়া নিয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এমনিভাবে প্রত্যেক মুমিনের জীবনেও আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় নিশ্চিত হওয়ার কথা; চাই তা তার জীবদ্দশায় হোক কিংবা মৃত্যুর পরে হোক। আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই তা হবে,

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ-

'আমার রাসূলগণ ও মুমিনগণকে আমি অবশ্যই ইহজীবনে ও সাক্ষ্য দান (ক্বিয়ামত) দিবসে সাহায্য করব' *(মুমিন ৫১)*।

বর্তমান আলোচনা থেকে আল্লাহপ্রদত্ত সাহায্য ও বিজয়ের অর্থ আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ইচ্ছামত সাহায্য ও বিজয়ের একটি শ্রেণী নির্দিষ্ট করা আদৌ ঠিক নয়।

আমাদের বুঝতে হবে যে, ঘটনার আগে-পরে সর্বাবস্থায় হুকুম আল্লাহ্‌র। আমরা তাঁরই বান্দা, তাঁরই দাসত্ব প্রমাণে আমাদের সচেষ্ট হ'তে হবে। সব সংকোচ ঝেড়ে ফেলে দ্বিধাহীন চিত্তে আল্লাহ্‌র সাহায্য যে অবশ্যম্ভাবী, সে কথা বিশ্বাস করলে তবেই দাসত্ব পূর্ণতা পাবে। হাঁ কখনো হয়ত আমাদের মানবীয় দুর্বলতা হেতু আল্লাহ্‌র হিকমতের তাৎপর্য বুঝতে পারি না। কখনো কখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যও সাহায্য বিলম্বিত হয়। মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন,

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ-

'মুমিনদের সাহায্য করা আমারই দায়িত্ব' *(রূম ৪৭)*।

[চলবে]

ইলমে নাহুঃ উৎপত্তি ও বিকাশ

*নূরুল ইসলাম**

(৩য় কিস্তি)

‘ইলমে নাহু’র বিকাশে প্রখ্যাত কূফী নাহবীগণের অবদান

আল-কিসাঈ (মৃত ১৮৯ হিঃ)ঃ

আবুল হাসান আলী ইবনু হামযা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বাহমান ইবনে ফীরোয আল-আসাদী আল-কূফী আরবী ভাষা ও সাহিত্য জগতে ‘আল-কিসাঈ’ রূপেই সমধিক খ্যাত।[৬৩] ‘আল-কিসাঈ আছ-ছাগীর’ বা ‘ছোট কিসাঈ’ রূপে খ্যাত মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া-এর সাথে পার্থক্য করার জন্য তাঁকে ‘আল-কিসাঈ আল-কাবীর’ বা ‘বড় কিসাঈ’ও বলা হয়।[৬৪] তিনি ‘ভাষাতত্ত্ব ও নাহুতে কূফীগণের নেতা’ (إمام الكوفيين فى النحو واللغة) রূপে বরিত হন।[৬৫] তিনি প্রসিদ্ধ সাত ক্বারীর অন্যতম একজন ছিলেন।[৬৬]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন, مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَبَحَّرَ فِي النَّحْوِ فَهُوَ مِنْ عِيَالِ الْكِسَائِيِّ-

অর্থাৎ ‘যে নাহু শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চায়, সে যেন কিসাঈর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়’।[৬৭] আরবী ব্যাকরণ, ইলমে ক্বিরাআত ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি প্রায় ২০টি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- কিতাবু মা‘আনিল কুরআন (كتاب معانى القرآن), কিতাবুন নাওয়াদির (كتاب النوادر), কিতাবুল ক্বিরাআত (كتاب القراءات), কিতাবু লাহনিল আম্মাহ (كتاب لحن العامة) প্রভৃতি।[৬৮] শেষোক্ত গ্রন্থটি ব্রাসেলস থেকে প্রকাশিত হয়।[৬৯]

আল-ফাররা (মৃত ২০৭ হিঃ)ঃ

আবূ যাকারিইয়া ইয়াহ্ইয়া ইবনু যিয়াদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মানযূর আল-আসলামী ‘আল-ফাররা’ নামেই বেশী পরিচিত।[৭০] বৈয়াকরণ আল-কিসাঈর পরে কূফী নাহবীগণের মধ্যে তিনি নাহু সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন।[৭১] ভাষাতত্ত্ব, নাহু, আরবের যুদ্ধ-বিগ্রহ (أيام العرب), তাদের ইতিহাস ও কবিতা, ফিক্বহ, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্রে (علم الكلام) সমকালীন যুগে তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল।[৭২] তবে ‘নাহবী’ হিসাবেই তিনি সমধিক খ্যাত।[৭৩] তাঁকে ‘নাহু শাস্ত্রের মধ্যমণি’ (أمير المؤمنين فى النحو) অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়।[৭৪]

‘ইলমে নাহু’র বিকাশে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর হাতেই কূফী রীতির ব্যাকরণ পদ্ধতি পরিপূর্ণতা লাভ করে।[৭৫] নাহু শাস্ত্রে তাঁর অন্যতম অবদান হচ্ছে খলীফা মামূনের নির্দেশে প্রণীত ‘কিতাবুল হুদূদ’ (كتاب الحدود) গ্রন্থটি।[৭৬] এটি তাঁর ২ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ফসল।[৭৭] এ গ্রন্থে তিনি ৪৬টি নাহবী পরিভাষার সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন।[৭৮] গবেষকগণ এ গ্রন্থটিকে ‘আরবী ব্যাকরণকে দার্শনিকীকরণের প্রথম প্রয়াস’ (first attempt to philosophize Arabic grammar) বলে অভিহিত করেছেন।[৭৯]

আরবী ব্যাকরণের নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠা এবং সহজীকরণেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৮০] এজন্য বৈয়াকরণ ছা‘লাব বলেছেন,

لَوْلاَ الْفَرَّاءُ لَمَا كَانَتْ عَرَبِيَّةٌ، لِأَنَّهُ خَلَّصَهَا وَضَبَطَهَا-

‘যদি ফাররার আবির্ভাব না হ’ত, তাহ’লে আরবী ব্যাকরণের অস্তিত্ব থাকত না। কেননা তিনি আরবী ব্যাকরণের নিয়ম-নীতি সংরক্ষণ এবং বিন্যস্ত করেছেন।[৮১]

* আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৬৩. ওফায়াতুল আ‘য়ান ৩/২৯৫ পৃঃ; আল-বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ ১০/২০৯ পৃঃ।

৬৪. ডঃ ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, ২/১৩৭ পৃঃ।

৬৫. মিফতাহুস সা‘আদাহ ১/১৪৮ পৃঃ।

৬৬. খাদীজা আহমাদ মুফতী, নাহবুল কুররা আল-কূফিইয়ীন (মক্কা মুকাররমাঃ আল-মাকতাবাতুল ফায়ছালিইয়াহ, ১ম প্রকাশঃ ১৪০৬ হিঃ/১৯৮৫ খৃঃ), পৃঃ ১০৭; ডঃ ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, ২/১৩৭ পৃঃ।

৬৭. শাযারাতুয যাহাব ১/৩২১ পৃঃ।

৬৮. যাইয়াত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৯-২৭০; ডঃ ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, ২/১৩৭ পৃঃ।

৬৯. জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, ২/১৩৪ পৃঃ।

৭০. ওফায়াতুল আ‘য়ান ৬/১৭৬ পৃঃ; আল-মুন্তাযাম ১০/১৭৭ পৃঃ।

৭১. মিফতাহুস সা‘আদাহ ২/১৬৬ পৃঃ; ডঃ ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, ২/১৭৬ পৃঃ।

৭২. ডঃ ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, ২/১৭৬ পৃঃ।

৭৩. শাযারাতুয যাহাব ২/১৯ পৃঃ; ডঃ ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, ২/১৭৬ পৃঃ।

৭৪. নাহবুল কুররা আল-কূফিইয়ীন, পৃঃ ২০১।

৭৫. আল-খেলাফু বায়নান নাহবিইয়ীন, পৃঃ ৬০।

৭৬. শাযারাতুয যাহাব ২/১৯ পৃঃ; যাইয়াত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭০।

৭৭. ঐ; ডঃ ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, ২/১৭৬ পৃঃ।

৭৮. মিফতাহুস সা‘আদাহ ২/১৬৭ পৃঃ।

৭৯. *A History of Muslim Philosophy, Vol. 2, P. 1021.*

৮০. যুহাল ইসলাম ২/৩০৪ পৃঃ।

৮১. ওফায়াতুল আ‘য়ান ৬/১৭৬ পৃঃ।

এছাড়া এ সংক্রান্ত তাঁর অন্য গ্রন্থগুলির মধ্যে কিতাবুল মাকছূর ওয়াল মামদূদ (كتاب المقصور والممدود) ও কিতাবুল মুযাক্কার ওয়াল মুওয়ান্নাছ (كتاب المذكر والمؤنث) উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থটি মোস্তফা আয-যারক্বা বৈরুত থেকে ১৩৪৫ হিজরীতে প্রকাশ করেন।[৮২]

ইবনুস সিক্কীত (মৃত ২৪৪ হিঃ)ঃ

আবূ ইউসুফ ইয়া'কূব ইবনু ইসহাক্ব ইবনিস সিক্কীত ভাষাতত্ত্ব, ইলমে নাহু ও কবিতা বিশেষজ্ঞ ছিলেন।[৮৩] আবূ আমর আশ-শায়বানী, আল-ফাররা, ইবনুল আ'রাবী প্রমুখের কাছ থেকে তিনি নাহুর জ্ঞান অর্জন করেন।[৮৪] নাহু শাস্ত্রে তাঁর অন্যতম কীর্তি হচ্ছে ইছলাহুল মানতিক্ব (إصلاح المنطق) গ্রন্থটি। এটি কায়রো থেকে ১৩২৫হিঃ/১৯০৭খৃঃ, ১৯১৩ ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে এবং হায়দারাবাদের বিখ্যাত প্রকাশনা 'দায়েরাতুল মা'আরেফ আল-ওছমানিইয়া' (دائرة المعارف العثمانية) থেকে ১৩৫৪ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।[৮৫]

ছা'লাব (মৃত ২৯১ হিঃ/৯০৪ খৃঃ)ঃ

আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনে যায়েদ ইবনে সাইয়ার আশ-শায়বানী 'ছা'লাব' রূপেই সমধিক খ্যাত।[৮৬] ভাষাতত্ত্ব ও নাহুতে তিনি কূফী বৈয়াকরণগণের ইমাম বা নেতা রূপে বরিত হন।[৮৭] আরবী ব্যাকরণ রীতিতে কূফী মতবাদ প্রতিষ্ঠায় তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেন। কূফী মতবাদের অধিকাংশ ব্যাকরণগত পরিভাষা তাঁরই আবিষ্কার।[৮৮] নাহু শাস্ত্রে তাঁর অন্যতম কীর্তি কিতাবুল ফাছীহ (كتاب الفصيح)।গ্রন্থটি 'ফাছীহু ছা'লাব' (فصيح ثعلب) নামে পরিচিত। ৭০ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থটি ১৮৭৬ সালে লাইপজিগ থেকে প্রকাশিত হয়।[৮৯]

গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হ'লেও অত্যন্ত উপকারী।[৯০] ব্রকলম্যান এর ৬টি ভাষ্য ও ৩টি কাব্যরূপের উল্লেখ করেছেন।[৯১]

আয-যাজ্জাজ (মৃত ৩১১ হিঃ)ঃ

আবূ ইসহাক্ব ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিস সিররী ইবনে সাহল 'আয-যাজ্জাজ' রূপেই পরিচিত।[৯২] ডঃ ওমর ফররূখ বলেন, كَانَ الزَّجَّاجُ حَسَنَ الْعِلْمِ بِالنَّحْوِ ضَعِيْفَ الْعِلْمِ بِاللُّغَةِ। 'আয-যাজ্জাজ নাহু শাস্ত্রে উত্তম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তবে ভাষাতত্ত্বে দুর্বল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন'।[৯৩] নাহু শাস্ত্রে তাঁর কীর্তি হচ্ছে কিতাবু সির্রিন নাহু (كتاب سر النحو), কিতাবুন মুখতাছারুন ফিন নাহু (كتاب مختصر فى النحو) ও মা ইয়ানছারিফু ওয়া মা লা ইয়ানছারিফু (ما ينصرف وما لاينصرف) গ্রন্থগুলি।[৯৪] প্রথমোক্ত গ্রন্থটির একটি হস্তলিখিত কপি মিসরের খেদীবিয়াহ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।[৯৫] শেষোক্ত গ্রন্থটিতে منصرف ও غير منصرف সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা রয়েছে।[৯৬]

ইবনুল আম্বারী (মৃত ৩২৮ হিঃ/৯৩৯ খৃঃ)ঃ

আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনুল ক্বাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার আল-আম্বারী বৈয়াকরণ ছা'লাবের প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন।[৯৭] ডঃ ওমর ফররূখ বলেন, كَانَ أَبُوْ بَكْرٍ الْأَنْبَارِيُّ أَدِيْبًا عَالِمًا بِاللُّغَةِ وَالنَّحْوِ وَتَفْسِيْرِ الْقُرْآنِ وَبِالْحَدِيْثِ جَامِعًا لِأَخْبَارِ النَّاسِ ثِقَةً فِيْ مَا يَرْوِيْ وَيَقُوْلُ-

অর্থাৎ 'আবূ বকর আল-আম্বারী ছিলেন সাহিত্যিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, নাহবী, মুফাসসির, মুহাদ্দিছ ও ইতিহাস সংকলক। তিনি যা বর্ণনা করতেন ও বলতেন তাতে ছিলেন নির্ভরযোগ্য'।[৯৮] কিতাবুল ওয়াযেহ (كتاب الواضح)

৮২. ব্রকলম্যান, প্রাগুক্ত, ২/২০০।
৮৩. ঐ; আল-ফিহরিস্ত, পৃঃ ৭২; ডঃ ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, ২/২৮১-৮২।
৮৪. জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, ২/১৩৬ পৃঃ; ডঃ ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, ২/২৮১-৮২।
৮৫. ডঃ ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, ২/২৮৩ পৃঃ; ব্রকলম্যান, প্রাগুক্ত, ২/২০৬ পৃঃ।
৮৬. ওফায়াতুল আ'য়ান ১/১০২ পৃঃ।
৮৭. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি), আল-মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ১৮৭, টীকা-১ দ্রঃ; ইমবাহুর রুওয়াত ১/১৩৮ পৃঃ; ওফায়াতুল আ'য়ান ১/১০২ পৃঃ; মিফতাহুস সা'আদাহ ১/১৬৭ পৃঃ।
৮৮. আল-খেলাফু বায়নান নাহবিইয়ীন, পৃঃ ৬৬-৬৭।
৮৯. জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, ২/২০৯ পৃঃ; ডঃ ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, ২/৩৭১ পৃঃ।

৯০. শাযারাতুয যাহাব ২/২০৭ পৃঃ; ওফায়াতুল আ'য়ান ১/১০৩ পৃঃ।
৯১. ব্রকলম্যান, প্রাগুক্ত, ২/২১১-১২।
৯২. ওফায়াতুল আ'য়ান ১/৪৯ পৃঃ; শাযারাতুয যাহাব ২/২৫৯ পৃঃ।
৯৩. ডঃ ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, ২/৩৯২ পৃঃ।
৯৪. মিফতাহুস সা'আদাহ ১/১১৫ পৃঃ; ওফায়াতুল আ'য়ান ১/৪৯ পৃঃ।
৯৫. জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, ২/২১০ পৃঃ।
৯৬. আবূ ইসহাক্ব আয-যাজ্জাজ, মা ইয়ানছারিফু ওয়া মা লা ইয়ানছারিফু, তাহক্বীক্বঃ ডঃ হুদা মাহমূদ কারা'আহ (কায়রোঃ মাকতাবুল খানজী, ৩য় সংস্করণঃ ১৪২০হিঃ/২০০০খৃঃ), পৃঃ ৩৭।
৯৭. জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, ২/২১১পৃঃ; ব্রকলম্যান, প্রাগুক্ত ২/২১৪পৃঃ।
৯৮. ডঃ ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, ২/৪৩২ পৃঃ।

কিতাবুল মুওয়ায্যেহ (كتاب الموضح), শারহুল কাফী (شرح الكافى) প্রভৃতি নাহু শাস্ত্রে তাঁর অনন্য অবদানের জাজ্বল্য প্রমাণ।[৯৯]

আন-নাহ্হাস (মৃঃ ৩৩৮ হিঃ)

পূর্ণনাম আবূ জা'ফর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইউনুস আল-মুরাদী আন-নাহ্হাস।[১০০] আবুল হাসান আলী ইবনু সুলাইমান আল-আখফাশ, আবূ ইসহাক্ব আয-যাজ্জাজ, ইবনুল আম্বারী, নিফতাওয়াইহ্ প্রমুখের কাছ থেকে তিনি নাহু শিক্ষা লাভ করেন।[১০১]

আল-কাফী ফী উছূলিন নাহু (الكافى فى أصول النحو) ও আল-মুকনে ফী ইখতেলাফিল বাছরিইয়ীন ওয়াল কূফিইয়ীন ফিন নাহু (المقنع فى اختلاف البصريين والكوفيين فى النحو) নাহু সংক্রান্ত তাঁর অন্যতম গ্রন্থ।[১০২]

আয-যাজ্জাজী (মৃঃ ৩৪০ হিঃ)

পূর্ণনাম আবুল ক্বাসেম আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব আয-যাজ্জাজী।[১০৩] মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাস আল-ইয়াযীদী, ইবনু দুরাইদ, ইবনুল আম্বারী, আবূ ইসহাক্ব আয-যাজ্জাজ, আল-আখফাশ আল-আছগার প্রমুখের নিকট থেকে তিনি নাহু শিক্ষা লাভ করেন।[১০৪] আল-জুমাল (الجمل) ও আল-ইযাহ ফী ইলালিন নাহু (الايضاح فى علل النحو) গ্রন্থদ্বয় নাহু শাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে।[১০৫] প্রথমটি আলজেরিয়া থেকে ১৩২৬ হিজরীতে এবং দ্বিতীয়টি কায়রো থেকে ১৩৭৮ হিঃ/১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[১০৬]

'আল-জুমাল' গ্রন্থটি অত্যন্ত উপাদেয়। ঐতিহাসিক ইবনু খাল্লিকান বলেন,

كِتَابُهُ الْجُمَلُ مِنْ كُتُبِ الْمُبَارَكَةِ لَمْ يَشْتَغِلْ بِهِ أَحَدٌ إِلاَّ وَانْتَفَعَ بِهِ-

অর্থাৎ 'তাঁর 'আল-জুমাল' বরকতময় গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে এ গ্রন্থ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে, সে এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে'।[১০৭]

ঐতিহাসিক ইবনুল ঈমাদ বলেন, وَقَدِ انْتَفَعَ بِكِتَابِهِ اَلْجُمَلُ خَلْقٌ لاَيُحْصُوْنَ- অর্থাৎ 'তাঁর 'আল-জুমাল' গ্রন্থটি দ্বারা অগণিত ব্যক্তি উপকৃত হয়েছে'।[১০৮] অনেকেই এ গ্রন্থটির ভাষ্য লিখেছেন। ব্রকলম্যান এর ১৭টি ভাষ্যগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[১০৯]

বাগদাদে ইলমে নাহুর বিকাশঃ

হিজরী ৪র্থ শতকে কূফী ও বছরী বৈয়াকরণগণের ব্যাকরণগত বিতর্কের অবসান হয়। এ সময় বাগদাদে কূফী ও বছরী বৈয়াকরণগণের সমন্বয়ে 'মাদরাসাতু বাগদাদ' বা 'বাগদাদ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কেন্দ্রটি কূফা ও বছরা কেন্দ্রের নির্বাচিত মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আব্বাসীয় খলীফাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এ কেন্দ্রটি নাহু শাস্ত্র চর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়।[১১০] এ সময়ে বৈয়াকরণগণ সংখ্যায় বেশী হ'লেও নাহু শাস্ত্রে তাঁরা খুব বেশী উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁদের অধিকাংশই বৈয়াকরণ সীবাওয়াইহ্ প্রণীত 'আল-কিতাব'-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং স্বরচিহ্ন ও অনুরূপ বিষয়ে লেখনী পরিচালনা করেন। তাঁদের অধিকাংশ রচনাই বিনষ্ট হয়ে গেছে কালের গর্ভে।[১১১] তন্মধ্যে যাঁদের নাহু সম্পর্কিত গ্রন্থ আমাদের কাছে পৌঁছেছে তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হ'লঃ

৯৯. ঐ।
১০০. ওফায়াতুল আ'য়ান ১/৯৯ পৃঃ।
১০১. ঐ, ১/১০০ পৃঃ; আল-বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ ১১/২৩৬ পৃঃ।
১০২. ইমবাহুর রুওয়াত ১/১০৩ পৃঃ।
১০৩. ওফায়াতুল আ'য়ান ৩/১৩৬; ব্রকলম্যান, প্রাগুক্ত, ২/১৭৩ পৃঃ।
১০৪. ওফায়াতুল আ'য়ান ৩/১৩৬ পৃঃ; ডঃ ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, ২/৪৪৪ পৃঃ।
১০৫. আল-খেলাফু বায়নান নাহবিইয়ীন, পৃঃ ১৮৯; ব্রকলম্যান, প্রাগুক্ত, ২/১৭১ পৃঃ।
১০৬. ডঃ ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, ২/৪৪৬।
১০৭. ওফায়াতুল আ'য়ান ৩/১৩৬ পৃঃ।
১০৮. শাযারাতুয যাহাব ২/৩৫৭ পৃঃ।
১০৯. ব্রকলম্যান, প্রাগুক্ত, ২/১৭৩-১৭৫ দ্রঃ।
১১০. ডঃ শাওকী যাইয়িফ, আল-আছরুল আব্বাসী আছ-ছানী, পৃঃ ১৪৮; যুহাল ইসলাম ২/২৯৭ পৃঃ; ব্রকলম্যান, প্রাগুক্ত, ২/২২১ পৃঃ।
১১১. জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, ২/৩৪৭ পৃঃ।

ইলেকট্রোনিক্স

* এখানে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এ্যামপ্লিফায়ার সহ মাইক ও বক্স এবং পি.এ.বক্সসহ পি.এ সেট ভাড়া পাওয়া যায়।

* এ্যামপ্লিফায়ার
* মাইক
* রেডিও
* টিভি
* চার্জার ফ্যান
* পাম্প মটর ও টেপ-রেকর্ডার মেরামত করা হয়।

মুহাম্মাদ আসলাম দ্দৌলা খাঁন
পরিচালক
মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোনঃ ৭৭০৪৪৪; মোবাইলঃ ০১৭৯৬২০৯২; ০১৭২-৭৭২৩৫৭; ০১৭৬-৯৬০৮৮৯।

ভারতে শিক্ষা ও চাকরিতে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা

এস.এম. শামসুদ্দীন

ভারতীয় মুসলমানরা সন্ত্রাসবাদের পথে ধাবিত হচ্ছে- এমন প্রচার এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ এবং সংবাদ মাধ্যম খুবই পরিকল্পিতভাবে করে চলেছে। ফলে মুসলমানদের দেশপ্রেমকে খুবই সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে সংবাদ মাধ্যমগুলির লাগাতার একতরফা প্রচারের ফলে জনমনে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুসলমানরা মুক্তি পাচ্ছে না। মুসলমানদের উপর দোষারোপ করা হচ্ছে যে, তারা নাকি মাদরাসাগুলিতে কুরআন-হাদীছ নয়, সন্ত্রাসবাদের শিক্ষাই অর্জন করে। শুধু তাই নয়, মুসলমানরা চার-চারটা বিয়ে করে এবং অসংখ্য বাচ্চার জন্ম দেয়। তারা ভারতীয় আইনকে তোয়াক্কা করে না; বরং তারা মুসলিম পার্সোনাল ল'কে মেনে চলে। এই রকম মনগড়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে একশ্রেণীর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গদি দখল করার অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে বিষিয়ে তুলেছে আমাদের সমাজকে। মুসলমানদের উপর এই রকম ভিত্তিহীন অভিযোগকারীরা বিগত পঞ্চাশ বছরে মুসলমানদের সঙ্গে কি কি ঘটেছে তার খোঁজ রাখেনি অথবা জেনেও না জানার অভিনয় করে চলেছে। মুসলমানদের শিক্ষা, জীবনযাপন পদ্ধতি কিংবা রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার অবস্থা কি? তারা খোঁজ রাখেনি, শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে কেন পিছিয়ে পড়েছে? এর কারণ কি? সম্প্রতি দিল্লী থেকে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী পত্রিকা 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যাতে উঠে এসেছে প্রকৃত সমস্যার স্বরূপ। ভারতের জনসংখ্যা একশ' কোটির অধিক। আর জনসংখ্যানুপাতে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ, যা বাংলাদেশ ও পাকিস্তান অপেক্ষাও বেশী। শতকরা আনুপাতিক হারে মুসলমানরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কি অবস্থায় রয়েছে, সে সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

জীবনযাপনঃ

জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসারে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেটা হ'ল, হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদের বাসস্থল বা গৃহ খুবই সাধারণ এবং নিম্নমানের, অপরিচ্ছন্ন, ঘনবসতিপূর্ণ। মুসলমান মহিলারা ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। খুবই অল্পসংখ্যক মহিলা যারা বর্তমানে অর্থ উপার্জনের জন্য এবং স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বাইরে বের হচ্ছে। অন্যদিকে হিন্দু রমণীদের বাড়ীর বাইরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পেশার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ও স্বাবলম্বী হওয়া অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। সেক্ষেত্রে তাদের সামাজিক কোনও বিধি-নিষেধ তো নেই; বরং উৎসাহ দেয়ার প্রবণতা আছে। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত। যদিও বর্তমানে এ ধারণার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। 'এনসিএআইআর' নামক এক সংস্থা মুসলমানদের অবস্থার উপর সমীক্ষা করেছে। সেই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, গ্রাম্য এলাকায় শতকরা ৩৫ ভাগ মুসলমান এমন আছে যাদের নিজস্ব কোন জমি নেই। অথচ হিন্দু সম্প্রদায়ের শতকরা ২৮ জনের কাছে আছে উদ্বৃত্ত জমি। যাদের জমি আছে তাদের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ এমন আছে যাদের কাছে ১৫ একর অথবা তারও বেশী পরিমাণ জমি আছে। 'এনসিএআইআর' নামক এই সংস্থার সমীক্ষার প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৬৫.৯ ভাগ মুসলমান মাটির তৈরী কাঁচা বাড়ীতে বসবাস করে। অন্যদিকে হিন্দুদের কাঁচা বাড়ীর সংখ্যা শতকরা ৫৫ ভাগ। এই কাঁচা বাড়ীর মধ্যে শতকরা ৪৩.২ ভাগ হিন্দুর বাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে। কিন্তু ৩০ শতাংশ মুসলমানের বাড়ী বৈদ্যুতিক আলো থেকে বঞ্চিত।

কৃষিক্ষেত্রে অবস্থানঃ

গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্রেও মুসলমানরা একই অবস্থার শিকার। ফলে চাষবাস, কৃষিকাজ থেকেও বিমুখ হয়ে পড়েছে তারা। সেজন্য যে কোনও ছোট পেশাকে অবলম্বন করে তারা জীবনধারণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তারা সম্পূর্ণ ভরসা করে এগিয়ে যেতে পারছে না। যার ফলে গ্রামীণ এলাকায় শতকরা ৫৪.৪ ভাগ মুসলমান ছোটখাটো পেশাকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শতকরা ৩৫.৬ ভাগ, যারা নিজ ব্যবসার উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে। গ্রামীণ এলাকাতে মাসকাবারি চাকরি করে জীবিকা নির্বাহে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৪৬.৭ ভাগ। অথচ মুসলমানদের হার শতকরা মাত্র ২৮.৯। কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিকানার ক্ষেত্রে হিন্দুর সংখ্যা অধিক হচ্ছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে 'এনসিএআইআর' পাঁচটি রাজ্য- বিহার, ইউপি, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা আর কর্নাটককে এক সমীক্ষা করে দেখেছে যে, ঐ পাঁচটি রাজ্যে হিন্দু পরিবারের বাৎসরিক আয় ২৫,৭১৩ টাকা। অন্যদিকে মুসলমান পরিবারের বাৎসরিক আয় ২২,৮০৭ টাকা। শুধুমাত্র কেরালার অবস্থা একটু ভাল। সেখানে মুসলমান পরিবারের বাৎসরিক আয় হ'ল ২৯,৯৯১ টাকা আর হিন্দুদের পারিবারিক আয় ২৬,৩৪৪ টাকা।

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

শিক্ষাক্ষেত্রে অবস্থানঃ

১৯৯৯ সালের 'এনসিএআইআর'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী হিন্দু সম্প্রদায় অপেক্ষা মুসলমানদের শিক্ষার হার খুবই নগণ্য। ৫১ শতাংশ মুসলমান লেখাপড়া জানে না। অন্যদিকে হিন্দুর শিক্ষার হার ৫৩.৩ শতাংশ। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের শিক্ষার হার ৮০.৮ শতাংশ। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, অধিকাংশ মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী মাদরাসায় পড়াশোনা করে। উত্তর প্রদেশের এক মাদরাসার ছাত্রের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তার বাবা একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার পুত্রকে পেশাদার বা কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে আগ্রহী ছিলেন; কিন্তু পুত্রটি মাদরাসা শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে আখেরাতকে উজ্জ্বল করতে মাদরাসায় চলে এসেছে। মাওলানা মাযহারুল ক্বাসেমী নামক এক ব্যক্তি হ'লেন এমনই এক মাদরাসার প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক। একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন, আমরা এখানে শিক্ষার্থীদের খাওয়া, থাকা, পড়া সমস্তই বিনামূল্যে করাই। আমরা যদি এই দায়িত্বভার না নেই, তাহ'লে এ সমস্ত দরিদ্র অসহায় ছেলেরা কোনও ফ্যাক্টরী, চায়ের দোকান বা হোটেলে গিয়ে কাজ করে জীবিকা নির্বাহের পথ বেছে নেবে। নিরক্ষর থেকে যাবে সারা জীবন। এই মাদরাসার পাঠ্যক্রম ১ম থেকে শেষ করতে সময় লাগে ষোল বছর; কিন্তু এখানকার পাঠ্য তালিকায় বিজ্ঞান, ইতিহাস, ইংরেজীকে বাদ রাখা হয়। শিক্ষার্থীদের কথা দূরে থাক এখানকার শিক্ষক-আলেমগণ পর্যন্ত নিজের নামটুকু ইংরেজীতে লিখতে জানে না। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার কোনও প্রকার সাজ-সরঞ্জাম নেই। শিক্ষার্থীদের পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ও পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা পড়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে এরা থাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে, পবিত্র মক্কা, মদীনা দেখার স্বপ্ন বুকে নিয়ে বিভোর হয়ে থাকে এরা। অথচ এরা বিশ্ব পরিস্থিতি বা অ্যারিয়াল শ্যারনের বা বুশের নাম পর্যন্ত শোনেনি। পেশাদারী ও কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্রেগুলিতে এই সমস্ত মাদরাসায় পড়া শিক্ষার্থীরা ভর্তি হ'তে পারে মাত্র ১০ শতাংশ, মাস কমিউনিকেশন বিষয়ে ৩৫ জনের মধ্যে ১০ জন যদি মুসলমান হয় ২৫ জন হয় হিন্দু বা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক।

প্রশাসন ও অন্যান্য ক্ষেত্রেঃ

আইএএস অফিসারদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ১.৬ ভাগ। ৪,৮৭২ জন আইএএস অফিসারের মধ্যে মাত্র ৮০ জন হ'ল মুসলমান আইএএস। ডাক্তারী ক্ষেত্রেও মুসলমানদের অবস্থা অনুরূপই। ৪১,৭৩৩ জনের মধ্যে মুসলমান ১,০৬৪ জন। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের ক্ষেত্রে ৫,৪০০-র মধ্যে মুসলমান মাত্র ৫৪৯ জন। ১৯৯৪ সালে [illegible]ার ও ইউপি প্রশাসন মুসলমানদের উপর চরম বঞ্চনার উপায় অ[illegible] করে। রাজনৈতিক প্রভাবে এই দু'টি রাজ্যে প্রশাসন এমনই পদক্ষেপ নেয় যে, যখন রাজ্য পুলিশে ২,৭০০ জন পুলিশ অফিসারকে নিয়োগ করা হয়, তখন তাতে মুসলমান ছিল মাত্র ১২ জন। ১৬,৪০০ সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা হয়, তার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা মাত্র ৩৫ জন। উত্তর প্রদেশে ৩,০০০-এর মধ্যে ১১৬ জন মুসলমানকে নিয়োগ করা হয়। 'টিসকো' যেটা 'টাটা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজে'র সবচেয়ে বড় শাখা সেখানে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা ৪.১ শতাংশ। 'মহেন্দ্র এন্ড মহেন্দ্র কোম্পানী'তে এই অবস্থা আরও করুণ। এখানে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা ১.৪৮ শতাংশ। দিল্লী ক্লথ মিলে ৯৮৭ জন কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ২ জন হ'ল মুসলমান। এই রকম যতবেশী পরিসংখ্যান খোঁজ করা যাবে তত বেশী করুণ প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে।

সেনাবাহিনীতে অবস্থানঃ

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পূর্বে সৈন্যবাহিনীতে মুসলমানদের উপস্থিতি ছিল ৩২ শতাংশ। কিন্তু ভারত ভাগের পর এই সংখ্যা কমতে কমতে ২ শতাংশে পৌঁছেছে। ১৯৮৩ সালে ৩৭৪ জন জওয়ানকে নিয়োগ করা হয়। তার মধ্যে মাত্র ৪ জন ছিল মুসলমান। মোট ১১ লাখ সৈন্যের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা .১ শতাংশ, অসম রাইফেলে ২.৫ শতাংশ, বিএসএফে ৪.৫৪ শতাংশ, সিআইএসএফে ৩.৭৬ শতাংশ, সিআরপিএফে ৫.৫ শতাংশ মুসলমান রয়েছে। যদিও নাকি প্রতি ৮ জন হিন্দুর মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যার হার ২ জন। অথচ প্রশাসনিক স্তরে সে হারকে তোয়াক্কাই করা হয় না। ২৭ জন হিন্দু পুলিশ অফিসারের মধ্যে ১ জন মুসলমান অফিসার। বর্তমানে তো মুসলমানদের নিয়োগই নানা অজুহাতে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

সমস্ত ক্ষেত্রে যখন আমাদের উপস্থিতির হার ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু, বুঝতে পারছি আমাদের চারদিকে একটা অশুভ, সূক্ষ্ম, সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সমস্ত পথ যখন অবরুদ্ধ হচ্ছে, তখন আমরা কি অদ্ভুত নীরবতা পালন করে চলেছি? আমাদের জীবনযাত্রা, গতি-প্রকৃতি, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা সমস্ত বিষয়েই আমরা উদাসীন। নানা মত-পথকে মুক্তির পথ ভেবে বা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধিতে মত্ত হচ্ছি। পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত থেকে সমাজকে তথা জাতিকে ঠেলে দিচ্ছি ধ্বংসের পথে। আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি সে চিন্তার কোনও অবকাশই থাকছে না। সরকার বা অপর সম্প্রদায়ের উপর দোষ চাপিয়ে আমরা নিজেদের দোষ সম্পর্কে থাকছি উদাসীন। উত্তরণের পথ কী? ভাববার সময় এসেছে। এ দায়িত্ব আপনার, আমার, সকলের।

॥ সংকলিত ॥

পাল্টে যাবে কি মধ্যপ্রাচ্য?

ফিরোজ মাহবুব কামাল

আরব বিশ্বের নেতারা যে কতটা বিবেকহীন ও মেরুদণ্ডহীন তা আরাফাত প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন। দীর্ঘ তিন বছর রামাল্লায় তিনি গৃহবন্দী ছিলেন। ইসরাঈলী বুলডোজার তাঁর বাসগৃহের প্রায় সবটুকুই ধ্বংস করেছিল। পিষে মারতে চেয়েছিল তাঁকে প্রাণেও। তবে প্রাণে না মারলেও মেরেছিল অন্য সবদিক দিয়েই। মৃত্যুবরণ করেছিল তাঁর স্বাধীন অস্তিত্ব। দীর্ঘ তিন বছর তিনি কোথাও যেতে পারেননি। আযাদী ছিল না ফিলিস্তীনীদের তাঁর সাথে দেখা করার। এমনকি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বিদেশে নিতেও ইসরাঈলের দয়া ভিক্ষা করতে হয়েছিল। অথচ তিনি ছিলেন একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। কোন দেশের প্রেসিডেন্টের সাথে এমন আচরণ হয়েছে ইতিহাসে তার নযীর নেই। এটি ছিল সমগ্র আরব ও মুসলিম বিশ্বের প্রতি অবমাননা। বুশ যেটি করছে ইরাকে ও আফগানিস্তানে, এরিয়েল শ্যারন সেটিই করছে ফিলিস্তীনে। মুসলিম নারী-শিশুদের হত্যা, নগরগুলিকে ধ্বংস ও তাদের নেতাদের অপমানিত করার মধ্যে আগ্রাসী ইহুদী ও মার্কিনীদের যে কত আত্মপ্রসাদ সেটি আজ আর বুশ, শ্যারন, চেনী বা রামসফেল্ডের গোপন উপলব্ধি নয়; বরং টিভির পর্দায় সেটিই বার বার ঝলসে ওঠে তাদের তৃপ্তিভরা ক্রুর হাসির মধ্য দিয়ে। অথচ মুসলিম বিশ্ব নীরব। এ নিয়ে কোন প্রতিবাদ নেই, প্রতিরোধও নেই।

বিগত তিন বছর যাবৎ কোন আরব বা মুসলিম নেতা গৃহবন্দী আরাফাতকে দেখতে যায়নি। তার বন্দীদশা মুক্তির কোন চেষ্টাও করেনি। অথচ অধিকাংশ আরব নেতারা এ তিন বছর যাবৎ ইসরাঈল এবং ইসরাঈলের প্রভু মার্কিনী কর্তাব্যক্তিদের সাথে বহু দহরম-মহরম করেছে। তাদের এমন দাবীও বিনা শর্তে পূরণ করেছে, যা কোন সার্বভৌম দেশ সহজে মেনে নেয় না। এমনকি ইরাক ও আফগানিস্তান হামলায় নিজেদের ভূমি ব্যবহারের অধিকারও দিয়েছে। কিন্তু কখনই তারা ইয়াসির আরাফাতের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করেনি। এমনকি এ দাবী তোলার সৎসাহসও দেখায়নি। অথচ এরাই কায়রোতে গেছে তাঁর মৃতদেহ দেখতে। তাঁর জীবিত অবস্থায় অনেক কিছুই তারা করতে পারতো, কিন্তু করেনি। এখন মৃত্যুর পর চোখের পানি ফেলার কোন হেতু আছে কি?

অপরদিকে মৃত্যুর কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে, বিষ প্রয়োগ করে ইসরাঈল তাঁকে হত্যা করেছে। কারণ ফরাসী চিকিৎসকগণ তাঁর মৃত্যুর অন্য কোন কারণই খুঁজে বের করতে পারেনি এবং সে সম্ভাবনাও প্রচুর। তাঁর সমুদয় খাদ্য-খাবার যেত ইসরাঈলী প্রহরীদের হাত হয়ে। নব্বইয়ের দশকে হামাস নেতা খালেদ মিশেলকে একইভাবে ইসরাঈল হত্যার চেষ্টা করেছিল। তিনি বেঁচে যান অনতিবিলম্বে বিষের প্রতিষেধক ইনজেকশন দেওয়ার কারণে। লক্ষণীয় হ'ল, এতবড় গুরুতর অভিযোগের পরও আবার নেতাদের পক্ষ থেকে তদন্তের দাবী ওঠেনি। এ ভয়ে না জানি মার্কিন প্রভু নারাজ হয়ে যায়। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুতে তারা খুশি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের সাথে সুর মিলিয়ে তারাও বলছেন, তাঁর মৃত্যুতে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরে আসবে। শান্তির পথে যেন বাধা ছিল আরাফাত, আগ্রাসী ইসরাঈল এবং তার মার্কিনী প্রভুরা নয়। অন্যরা গোপনে বললেও জর্দানের বাদশাহ আব্দুল্লাহ সে মিথ্যা কথাটিও প্রকাশ্যে বলেছেন। তবে এটিও বিস্ময়ের নয়। আত্মসমর্পণের মধ্যে যারা শান্তি খুঁজেছে সেসব খাঁচার পাখিরা এর চেয়ে আর উত্তম কথা কিইবা বলতে পারে?

ইয়াসির আরাফাতের দোষ-ত্রুটি যাই থাক তার বড় সাফল্য হ'ল, ফিলিস্তীনের মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করেছেন। যে ফিলিস্তীনীদের শতকরা ৬০ ভাগই বিশ্বের নানা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তাদের তিনি সংগঠিত করেছেন। কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ যেমন পাকিস্তানকে পেয়েছে তেমন নিরাপদ ভূমি তিনি পাননি; বরং জর্দান, লেবানন, মিসরের ন্যায় প্রতিবেশী যে দেশেই আশ্রয় নিয়েছেন সেখানেই হত্যা বা বহিষ্কারের মুখে পড়েছেন। ইসরাঈলীদের পক্ষ থেকে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছে বার বার। তাঁর বলিষ্ঠতা এখানেই যে, আত্মসমর্পণ করেননি। এ সাহসী ব্যক্তিটি ফিলিস্তীনীদের দিয়েছেন অপরিমেয় সাহস ও আত্মবিশ্বাস। ফলে ফিলিস্তীন আজ স্বাধীন না হ'লেও যে আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলতে পারে তা অন্য কোন আরব দেশের নাগরিকের নেই।

একজন ফিলিস্তীনী শিশু যে সাহস নিয়ে ইসরাঈলের ট্যাংকের সামনে পাথর ছুঁড়ে সে সাহস সঊদী আরব, কুয়েত, মিসর বা অন্যান্য আরব দেশের প্রবীণ আলেম বা জেনারেলদেরও নেই। রাজনৈতিক নেতা বা প্রফেসরদেরও নেই। নেতা সাহসী হ'লে সাহসী হয় অনুসারীরাও। অপরদিকে কাপুরুষ শাসকদের কারণে কাপুরুষতাই সংস্কৃতিতে রূপ নেয়। ইয়াসির আরাফাতের সাহসই তাঁর জন্য শত্রু পয়দা করেছে। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের আমলে দ্বিতীয় ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরে তার উপর প্রচণ্ড চাপ দিয়েছিল মার্কিন কর্তৃপক্ষ। চাপ দিয়েছিল সঊদী আরবের বাদশাহও। কিন্তু সে চাপের মুখে তিনি নতি স্বীকার করেননি। কারণ তা করলে জেরুযালেমের উপর ফিলিস্তীনীদের অধিকার ছাড়তে হ'ত। ত্যাগ করতে হ'ত শতকরা ৬০ ভাগ ফিলিস্তীনীর নিজ মাতৃভূমিতে ফেরার অধিকার। ছাড়তে হ'ত জর্দান নদীর পশ্চিম তীর ও গাযায় স্থাপিত ইহুদী কলোনিগুলির উচ্ছেদের দাবী। অথচ এ তিনটি দাবীই হ'ল ফিলিস্তীনীদের মূল দাবী, যা জাতিসংঘ প্রস্তাবেও ন্যায্যরূপে স্বীকৃত। চাপের মুখে এ দাবীগুলি থেকে সরে আসতে বাধ্য করছিল মার্কিন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সে

Contents

ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়ায় সকল আক্রোশ গিয়ে পড়ে ইয়াসির আরাফাতের উপর। শাস্তিস্বরূপ আজীবন তাঁকে গৃহবন্দী রাখা হয়। ইয়াসির আরাফাতের আরেক সাফল্য হ'ল, ফিলিস্তীনের মুক্তি আন্দোলনকে শেখ মুজিবের মত নিছক নিজ দলীয় ক্যাডারদের দখলে না রেখে নানা মতের নানা মানুষকে নিয়ে একটি গণআন্দোলনে পরিণত করেছিলেন। অন্য নেতাদের ন্যায় তাঁর দলে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেননি। ফলে চরম বামপন্থী বা ইসলামপন্থীগণও তাঁকে শত্রুজ্ঞান করেনি। পরিণত হয়েছিলেন পিতৃতুল্য ব্যক্তিত্বে। সমগ্র আরব ও মুসলিম বিশ্বে যা বিরল। এতে ফিলিস্তীনীদের মাঝে বেড়েছিল প্রচুর সৃজনশীলতা। ফলে কয়েক লাখ ফিলিস্তীনী যে সংখ্যক লেখক, কবি, গবেষক ও বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করেছে তা ২০ কোটি আরব পারেনি। আরব সাহিত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সংযোজন এসেছে ফিলিস্তীনীদের পক্ষ থেকে। এভাবে তারা প্রভাবিত করেছে সমগ্র আরব সাহিত্য, বুদ্ধিবৃত্তি ও রাজনীতিকে। ফলে তাঁর মৃত্যু হ'লেও তিনি অতি বলিষ্ঠভাবে বেঁচে থাকবেন আগামীদিনের ফিলিস্তীনের রাজনীতিতে। দেহ কবরস্থ হ'লেও বেঁচে থাকবে তাঁর আপোষহীনতা। নেতা হিসাবে এটি তাঁর বড় সফলতা। ফিলিস্তীনের মুক্তি আন্দোলনকে তিনি এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, যেখান থেকে পিছু হটা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অসম্ভব করেছেন আত্মসমর্পণকে। ফলে পরবর্তী যিনিই নেতা হন না কেন, মার্কিন ও ইসরাঈল কর্তৃপক্ষ যেটি চায় সেটি মেনে নেয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে।

তবে ইয়াসির আরাফাতের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হ'ল, তিনি ফিলিস্তীনের মুক্তি আন্দোলনকে একটি জিহাদে পরিণত করতে পারেননি। অথচ এটি না হ'লে যুদ্ধ কখনই ইবাদতে পরিণত হয় না এবং সেটি না হ'লে আল্লাহ্‌র সাহায্যও আসে না। মুসলমানদের কাছে তেমন একটি সেকুলার যুদ্ধে প্রাণদান দূরে থাক একটি পয়সা দানও অপচয়। ফলে ধর্মপ্রাণ মুসলমান এমন যুদ্ধে নিজেকে সম্পৃক্ত করে না। প্রকৃত মুসলমান তো প্রতিটি কর্মের মাঝে ইবাদত খুঁজে। কারণ সৃষ্টির মূল লক্ষ্যই তো এটি। ইয়াসির আরাফাত ছিলেন মনে-প্রাণে সেকুলার। ফলে ফিলিস্তীনের মুক্তি আন্দোলনের মূল ধারাকে তিনি খাঁড়া করেছিলেন সেকুলার মূল্যবোধের উপর। ইসলামী চেতনা-সমৃদ্ধ মুসলিম সমাজে তেমন আন্দোলন যে পানি পায় না এবং ব্যর্থ হ'তে বাধ্য সেটির প্রমাণ তিনি নিজেই দেখে গেছেন। ক্ষুদ্র গাযাতে যে আন্দোলন দিন দিন তীব্রতর হচ্ছে, সেটি জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে দিন দিন ঝিমিয়ে পড়েছে। গাযাতে তীব্রতর হওয়ার কারণ, সেখানে সেটি নির্ভেজাল জিহাদে রূপ নিয়েছে।

জিহাদের ভৌগোলিক সীমারেখা থাকে না। অথচ ইয়াসির আরাফাত ফিলিস্তীনের মুক্তিযুদ্ধকে মানচিত্র দিয়ে সীমাবদ্ধ করেছিলেন। এমনকি পতাকার উপর ফিলিস্তীনের মানচিত্রও এঁকে দিয়েছিলেন। এ সংকীর্ণতাটি এতই প্রকট যে, কেউ মরলে ফিলিস্তীনের পতাকা পেঁচিয়ে দাফন করাটি রেওয়াজে পরিণত করেছেন। মুসলমান মাত্রই প্যান-ইসলামিক। এটি ঈমানের প্রধানতম গুণ। অথচ তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ ইহুদীদের ন্যায় কট্টর বর্ণবাদীতে পরিণত হয়েছিলেন। ফলে ইরাক, আফগানিস্তান, চেচনিয়া, কাশ্মীরের মুক্তি আন্দোলনে যেমন নানা দেশের মুসলমানরা অংশ নিতে ছুটে গেছে সেটি ফিলিস্তীনের ক্ষেত্রে ঘটেনি। এমনকি প্রতিবেশী মিসর, জর্দান, লেবানন বা সিরিয়া থেকেও তারা সহযোদ্ধা পায়নি; বরং লেবানন ও জর্দান থেকে 'পিএলও' নেতা ও কর্মীগণ বহিষ্কৃত হয়েছেন। তার কারণ তাদের উগ্র বর্ণবাদী চেতনা। স্থানীয়দের সাথে ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক না গড়ে তাঁর কর্মীরা রক্তাক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। অথচ এরূপ সমস্যা আফগান উদ্বাস্তুদের নিয়ে পাকিস্তানে ও ইরানে দেখা দেয়নি। অভিন্ন ভূগোল দিয়ে যারা ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্কের সীমারেখা এঁকে দেয় এমন সংকীর্ণ মনের মানুষের দ্বারা অন্যদের সাথে ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক সম্ভবই বা কি করে? অথচ ইরাক, আফানিস্তান, কাশ্মীর ও চেচনিয়ার মুক্তিযুদ্ধ অভিন্ন ইসলামী চেতনায় একাকার। জিহাদের বড় নিয়ামত হ'ল, মানুষকে এটি চরিত্রবান ও পবিত্রতর করে। বিদায় নেয় দুর্নীতি। আল্লাহকে খুশি করতে যে ব্যক্তি নিজেকে কোরবানী করতে চায়, সে কি অন্যায় ও অর্থগ্রাসে আগ্রহী হয়? সে পবিত্রতা সেকুলারিজমে গড়ে ওঠে না। শেখ মুজিবের উগ্র বাঙ্গালী বর্ণবাদ যেমন তার অনুগত কর্মীদের দুর্বৃত্তে পরিণত করেছিল, একই কারণে দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ হয়েছে 'পিএলও'। ফলে দান-খয়রাতের অর্থ নিয়ে ইয়াসির আরাফাত ও তাঁর অনুগত নেতারা বহু মিলিয়ন ডলারের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। ইয়াসির আরাফাত তাঁর স্ত্রী সুহাকে প্যারিসের প্রাসাদতুল্য ভবনে রেখে বিশাল অংকের খরচ জোগাতেন।

ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর সাথে সাথে অনিবার্য কারণেই দুর্বল হ'ল ফিলিস্তীনের মুক্তিযুদ্ধের ওপর সেকুলারদের প্রাধান্য। কারণ ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও যে ইমেজ ইয়াসির আরাফাতের ছিল সেটি অন্যদের নেই। অথচ হামাস, জিহাদ, কাতায়েবে কাচ্ছাম, আল-কুদস ব্রিগেট ও অন্যান্য ইসলামী সংগঠনগুলির মোকাবিলায় তিনিও ছিলেন অসহায়। ইসরাঈলী দখলদারীর বিরুদ্ধে তারাই হ'ল সবচেয়ে সক্রিয় ও প্রবলতম পক্ষ। অপরদিকে আরাফাতের মূল সংগঠন 'আল ফাতাহ' তার সংগ্রামী চরিত্র হারিয়েছে বহু আগেই। জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে এ দলটির প্রাধান্য থাকার কারণেই সেখানে মুক্তিযুদ্ধ গাযার ন্যায় তীব্রতর হয়নি। আন্দোলন পরিণত হয়নি নির্ভেজাল জিহাদে। কারণ সে সামর্থ্য সেকুলারদের থাকে না। অথচ জিহাদ শুরু না হ'লে আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্তি ঘটে না এবং সম্পৃক্ত হয় না আম জনতা। এখন সুস্পষ্ট যে, জিহাদ ছাড়া ফিলিস্তীনীদের সামনে বিকল্প রাস্তা নেই। এক সময় ইয়াসির আরাফাতও আপোষের পথে শান্তি খুঁজেছেন। এজন্য মাদ্রিদ চুক্তিও স্বাক্ষর করেছিলেন। সে আন্তরিক চেষ্টার জন্য নবেল

পুরস্কারও পেয়েছেন। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এখন সেকুলারগণও সেটি ভালভাবে বুঝে। ফলে তাদেরও অনেকে এখন আপোষহীন লড়াইয়ের কথা বলছে। অথচ সে কথাটিই বার বার বলে আসছে হামাস ও অন্যান্য ইসলামী সংগঠনের নেতৃবর্গ। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, জিহাদই যে ফিলিস্তীনীদের নিয়তির লিখন তা নিয়ে এখন কোন অস্পষ্টতাই নেই। এর বিপরীত যেটি সেটি মুক্তি নয়, আত্মসমর্পণ। ফিলিস্তীনী স্বাধীনতা আন্দোলনের এটিই হ'ল আজকের সবচেয়ে বড় বাস্তবতা।

ফলে ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর পর ফিলিস্তীনীদের মুক্তি আন্দোলন প্রবেশ করলো এক নতুন অধ্যায়। জিহাদ এখন আর ফিলিস্তীনীদের পসন্দ-অপসন্দের বিষয় নয়, এটিই একমাত্র পথ। যালেমের সাথে আপোষ করে এতদিন যারা শান্তি ও বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছিল সেটি এখন অচিন্তনীয়। বনী ইসরাঈলীদের জন্যও এক সময় জিহাদ ছাড়া সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব করা হয়েছিল। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধ করে কেনানের অধিকৃত ভূমিকে পুনরুদ্ধার করতে। কিন্তু জবাবে বলেছিল, 'হে মূসা (আঃ) তুমি এবং তোমার আল্লাহ গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা অপেক্ষায় থাকলাম'। জিহাদই এ জীবনে সর্বোচ্চ পরীক্ষা। বান্দাহর পক্ষ নিয়ে এ পরীক্ষা ফেরেশতাগণ দেন না, হাযির হ'তে হয় বান্দাহকেই। ইহুদীদের অধিকৃত ভূমি তাই দো'আর বরকতে পুনরুদ্ধার হয়নি। ফেরেশতারা নেমেও স্বাধীন করেনি। জিহাদে না নামার কারণে শাস্তিস্বরূপ শত শত বছর নানা দেশে ভবঘুরের ন্যায় ঘুরতে হয়েছে। একই পরিণতি অপেক্ষা করছে ফিলিস্তীনীদের জন্যও যদি তারা জিহাদের পথকে বর্জন করে। কারণ, ভীরু ও কাপুরুষকে স্বাধীনতা ও সম্মান দেওয়া আল্লাহ্‌র বিধান নয়। তবে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে ইসলামের এ সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতের বিরুদ্ধেও। হামাসের ন্যায় জিহাদী সংগঠনে অর্থদানকে ইতিমধ্যেই বহু দেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জিহাদের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে একপাল দরবারী শেখ। ফিলিস্তীনের নির্ভেজাল জিহাদকে অচিরেই যে এরা হারাম বা নাজায়েয বলবে সে আলামতও প্রচুর। কারণ সঊদী সরকারের প্রধান দরবারী শেখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ ইতিমধ্যেই ইরাকের নির্ভেজাল জিহাদকে শরী'আত বিরোধী বলেছেন। মুসলমানদের নিষেধ করেছেন যেন সেখানকার প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ না নেয়। সঊদী আরবের নাগরিকদের হুঁশিয়ার করছেন সেখানে না যেতে। অথচ ইরাকের উপর মার্কিনী হামলা এবং গণহত্যার নিন্দার জন্য ধর্মীয় বিবেক লাগে না। সেকুলার বিচারেও এটি শুধু বেআইনীই নয়, ভয়ানক যুদ্ধ-অপরাধও। কোটি কোটি মানুষ সে যুদ্ধ অপরাধের বিরুদ্ধে বিশ্বের অসংখ্য শহরে শত শত মিছিল এবং সমাবেশ করেছে। সন্ত্রাসী ইরাকের মুক্তিযোদ্ধারা নয়; বরং বুশ ও ব্লেয়ার সেটিও তারা ঘোষণাও করেছে। অথচ সে বিবেক নেই এসব দরবারী আলেমদের। কিরূপ বিবেকহীন ও মেরুদণ্ডহীন মানুষদের বেছে বেছে যে সঊদী সরকার দরবারী আলেম বানিয়েছে এটি হ'ল তারই প্রমাণ। এরাই ১৯৮৭ সালে মক্কায় ৪শ'র বেশী ইরানী হাজী হত্যাকে জায়েয বলেছিল। এরূপ আলেমদেরই হালাকু-চেঙ্গিস খানের দুর্বৃত্ত বাহিনী শরী'আতের বিচারক বানাতো। এসব কাযীদের কাজ ছিল, শহরের ময়দানে দাঁড়িয়ে নিরপরাধ মানুষ হত্যার পক্ষে হুকুম জারি করা। এভাবে গণহত্যায় হালাকু-চেঙ্গিস খানের জল্লাদ বাহিনীর সাথে তারা একত্রে কাজ করতো। একই ভূমিকায় নেমেছে সঊদী আরবের দরবারী আলেমগণ।

সঊদী পত্রিকা 'অ্যারাব নিউজ' (১০ নভেম্বর ২০০৪) রিপোর্ট দিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সঊদী বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১ হাযার বিলিয়ন ডলার। অথচ বাংলাদেশের বাজেটে উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ আধা বিলিয়ন ডলারও নয়। অর্থাৎ ইরাকে হামলার জন্য মার্কিনীদের যে অর্থনৈতিক সামর্থ্য দরকার তার বিরাট অংশ এসেছে সঊদী রাজকোষ থেকে। এভাবে পবিত্র ভূমির তেলের অর্থ বিনিয়োগ হচ্ছে ইরাক, আফগানিস্তানসহ নানা মুসলিম দেশে গণহত্যার কাজে। পবিত্র কুরআন যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করাকে হারাম ঘোষণা করেছে এরা তাদের সাথে বন্ধুত্বই শুধু করছে না, বিপুল অর্থদানে মুসলিম হত্যার সামর্থ্যও বাড়াচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীরা এভাবেই পাচ্ছে 'কৈয়ের তেলে কৈ ভাজার' সুযোগ। একইরূপ বিবেকহীনতা নিয়ে বহু মুসলিম দেশ সহযোগিতা বাড়াচ্ছে ইসরাঈলের সাথে। তুরস্ক, মিসর, জর্দান, মরক্কো, তিউনিসিয়া, কাতার, মৌরতানিয়া ইতিমধ্যে সে সম্পর্ককে আরো গভীরতর করেছে। মার্কিনীদের ন্যায় এসব মার্কিন তাঁবেদারদের ডিকশনারীতেও জিহাদ বা মুক্তিযুদ্ধ বলে কিছু নেই, আছে সন্ত্রাস। ইরাকের মুক্তিযুদ্ধকে সন্ত্রাস বলে নিজেদের প্রভুভক্তিকেই স্পষ্টতর করেছে। কিন্তু ক্ষমতার সেকুলার সমীকরণে আল্লাহ্‌র অদৃশ্য শক্তি চোখে পড়ে না। অথচ সেটিই চূড়ান্ত শক্তি, যা ফয়ছালা করে জয়-পরাজয়ের। এ বিশ্বাসটুকুই ঈমানের নির্যাস। এ অদৃশ্য শক্তির বলেই পতন ঘটেছিল রোমান ও পারসিক সাম্রাজ্যের। সে পরিবর্তনে নির্ভেজাল জিহাদ আল্লাহ্‌র সাহায্যকে অনিবার্য করে তোলে। তখন সভ্যতার নির্মাণে মানুষের সাথে একত্রে কাজ করে মহান রাব্বুল আলামীনের অপার শক্তি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ প্রক্রিয়াতেই এসেছিল বিজয়। নির্মিত হয়েছিল মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা। ফলে যে মুক্তিযুদ্ধ ফিলিস্তীন, ইরাক, কাশ্মীর, চেচনিয়া ও আফগানিস্তানে শুরু হয়েছে সেগুলি নির্ভেজাল জিহাদরূপে বহাল থাকলে তা গুণগত পরিবর্তন আনবে বিশ্বের মানচিত্রে। আগামীদের ফিলিস্তীন যে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সেটি নিশ্চিত। কারণ এখানেই চলছে ইতিহাসের অতি ন্যায্যতম গণযুদ্ধ যা নির্ভেজাল জিহাদও বটে।

॥সংকলিত॥

মনীষী চরিত

ইমাম তিরমিযী (রহঃ)

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনুসৃত মাযহাবঃ

কোন কোন বিদ্বান মনে করেন ইমাম তিরমিযী শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি হাম্বলী মাযহাব অনুসরণ করতেন। এসব কথা ভিত্তিহীন। প্রকৃত কথা হ'ল তিনি শাফেঈ বা হাম্বলী ছিলেন না, তেমনি তিনি মালেকী ও হানাফী মাযহাবের অনুসারীও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন 'আছহাবুল হাদীছ' বা হাদীছের অনুসারী এবং হাদীছ অনুযায়ী তিনি আমল করতেন। তিনি মুজতাহিদ ছিলেন, কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসারী ছিলেন না।[২৬]

গ্রন্থাবলীঃ

ইমাম তিরমিযী প্রণীত কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলি হচ্ছেঃ

(১) আল-জামিউছ-ছহীহ (তিরমিযী) (২) আশ-শামায়িল
(৩) আল-ইলাল (৪) আত-তারীখ
(৫) আয-যুহ্দ (৬) আল-আসমা ওয়াল কুনা।[২৭]

ইন্তেকালঃ

ইমাম তিরমিযীর মৃত্যুকাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। সাম'আনী বলেন, তিনি ২৭৫ হিজরী সনে 'বুগ' গ্রামে ইন্তেকাল করেন। শায়খ আবিদ আস-সিনদী বলেন, তিনি ২০৯ হিঃ সালে জন্মগ্রহণ করেন, ৬৮ বৎসর জীবনধারণ করেন এবং ২৭৭ হিঃ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[২৮] ইবনু খাল্লিকান সাম'আনী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 'বুগ' গ্রামে ২৭৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[২৯] তবে সঠিক তারিখ হ'ল তিনি ২৭৯ হিজরী সনের ১৩ই রজব[৩০] রবিবার দিবাগত রাতে[৩১] ৭০ বৎসর বয়সে তিরমিয শহরে ইন্তেকাল করেন।[৩২]

২৬. *মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৭৭।*
২৭. *ইবনু নাদীম, আল-ফিহরিস্ত (বৈরুতঃ মাকতাবাতুল খাইয়্যাত, ১৯৭২ খৃঃ), পৃঃ ২৩৩; আল-জামিউছ ছহীহ, ১/৯০ পৃঃ; অফায়াতুল আ'ইয়ান, ৪/৬১৩ পৃঃ।*
২৮. *আল-জামিউছ ছহীহ, ১/৯০পৃঃ; মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-আমীর আল-ইয়ামানী, সুবুলুস সালাম, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল আরাবী ১৪১০হিঃ) ১/২৯ পৃঃ।*
২৯. *মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৭০; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/২৭৫ পৃঃ।*
৩০. *আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আয-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফা, তা.বি.), ৩/৬৭৮ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৩৩৫ পৃঃ।*
৩১. *অফায়াতুল আ'ইয়ান, ৪/৬১৩ পৃঃ; কেউ কেউ বলেন, তিনি ২৯৫ হিঃ সালের ১১ই মুহাররম ইন্তিকাল করেন। দ্রঃ ঐ, ৪/৬১৩ পৃঃ।*
৩২. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৪৫৩।*

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সম্পর্কে মনীষীদের মতামতঃ

১. আবু হাতিম ইবন হিব্বান স্বীয় الثقات। গ্রন্থে বলেন,

كَانَ أَبُوْ عِيْسَى مِمَّنْ جَمَعَ وَصَنَّفَ وَحَفِظَ وَذَاكَرَ

'আবু ঈসা (রহঃ) ছিলেন ঐ সকল বিদ্বানগণের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা হাদীছ জমা করেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং হাদীছ সংরক্ষণ ও মুখস্থ করেছেন'।[৩৩]

২. আবু সাঈদ আল-ইদরীসী বলেন, كَانَ أَبُوْ عِيْسَى يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِى الْحِفْظ 'আবু ঈসা তিরমিযী (রহঃ) ছিলেন এমন ব্যক্তি, স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে যাকে দিয়ে উদাহরণ দেওয়া হ'ত'।[৩৪]

৩. আবু ইয়ালা আল-খলীলী স্বীয় علوم الحديث গ্রন্থে বলেন, مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ سَوْرَةَ بْنِ شَدَّاد الْحَافِظُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، 'মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা ইবনে সাওরাহ ইবনে শাদ্দাদ যে হাদীছের একজন হাফেয ছিলেন, এ ব্যাপারে সকলে একমত'।[৩৫] অন্যত্র তিনি বলেন, ثِقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 'তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য, এ ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছে'।[৩৬]

৪. আবু মাহবুব ও আল-আজলা বর্ণনা করেন, هُوَ مَشْهُوْرٌ بِالْأَمَانَةِ وَالْإِمَامَةِ وَالْعِلْمِ 'তিনি আমানতদারী (বিশ্বস্ততা), ইমামত ও জ্ঞান-গরিমায় প্রসিদ্ধ ছিলেন'।[৩৭]

৫. ইবনু খাল্লিকান বলেন,

أَبُوْ عِيْسَى بْنُ الضَّحَّاك السُّلَمِىْ الضَّرِيْرُ الْبُوْغِى التِّرْمِذِىْ الْحَافِظُ الْمَشْهُوْرُ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الَّذِيْنَ يُقْتَدَى بِهِمْ فِىْ عِلْمِ الْحَدِيْثِ-

'আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা ইবনে সাওরাহ ইবনে মূসা ইবনে যহহাক আস সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী ছিলেন প্রসিদ্ধ হাফিয এবং তিনি ঐ সকল ইমামগণের অন্যতম, ইলমে হাদীছে যাদের অনুসরণ করা হয়'।[৩৮]

৩৩. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (কায়রোঃ দারুর রাইয়্যান লিতত্তুরাছ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮/১৪০৮হিঃ) ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১শ জুয, পৃঃ ৭১; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/ ২৭৩ পৃঃ।*
৩৪. *ঐ।*
৩৫. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১শ জুয, পৃঃ ৭১।*
৩৬. *তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৩৩৫পৃঃ।*
৩৭. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১শ জুয, পৃঃ ৭১।*
৩৮. *শাযারাতুয যাহাব, ২/১৭৫পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৩৩৫পৃঃ।*

হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-এর অবদানঃ

হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম তিরমিযীর অবদান অপরিসীম। ইলমে হাদীছে তাঁর অনবদ্য অবদানের জন্য তিনি ইসলামী বিশ্বে স্মরণীয় হয়ে আছেন। 'আল-জামিউছ ছহীহ' তাঁর অবদানের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি ও প্রমাণ। জামে' তিরমিযীর বৈশিষ্ট্যাবলী ও হাদীছ গ্রহণে তাঁর শর্তাবলী আলোচনা করলেই ইলমে হাদীছে ইমাম তিরমিযীর অবদান সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

আল-জামিউছ ছহীহ সংকলনঃ

'জামে' তিরমিযী' তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ। ইমাম তিরমিযী তাঁর এ গ্রন্থ খানা ইমাম আবুদাঊদ ও ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অনুসৃত গ্রন্থ প্রণয়নরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথমত এতে ফিক্বহের অনুরূপ অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। এতে ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় হাদীছ সমূহ সন্নিবেশিত করেছেন। সে সঙ্গে বুখারীর ন্যায় জীবন চরিত, শিষ্টাচার, তাফসীর, আক্বীদা-বিশ্বাস, বিশৃংখলা, বিপর্যয়, আহকাম, যুদ্ধ-সন্ধি, প্রশংসা ও মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ের হাদীছও সংযোজিত করেছেন।[৩৯] ফলে গ্রন্থখানি এক অপূর্ব সমন্বয়, এক ব্যাপক গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। এ কারণে এ গ্রন্থের 'জামি' নাম সার্থক হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এতে বিভিন্ন বিষয়ের অতি প্রয়োজনীয় হাদীছ সমূহ সুন্দরভাবে সজ্জিত করেছেন। এজন্য হাফিয আবু জা'ফর ইবনু যুবাই 'কুতুবুস সিত্তাহ' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

وَلِلتِّرْمِذِيِّ فِيْ فُنُوْنِ الصِّنَاعَةِ الْحَدِيْثِيَّةِ مَالَمْ يُشَارِكْهُ غَيْرُهُ

'ইমাম তিরমিযী ইলমে হাদীছে গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবিসংবাদিত'।[৪০]

ইমাম তিরমিযী তাঁর এ গ্রন্থ প্রণয়ন সমাপ্ত করে তদানীন্তন মুসলিম জাহানের হাদীছবেত্তাগণের নিকট এটা যাচাই করার জন্য পেশ করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন,

صَنَّفْتُ هَذَا الْمُسْنَدَ الصَّحِيْحَ وَعَرَضْتُهُ عَلَى عُلَمَاءِ الْحِجَازِ فَرَضُوْا بِهِ وَعَرَضْتُهُ عَلَى عُلَمَاءِ خُرَاسَانَ فَرَضُوْا بِهِ-

'আমি এ সনদযুক্ত হাদীছ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করে একে হিজাযের হাদীছবিদদের সমীপে পেশ করলাম। তাঁরা এটা দেখে খুবই পসন্দ করলেন ও সন্তোষ প্রকাশ করলেন। এরপর আমি এ গ্রন্থকে খুরাসানের মুহাদ্দিছগণের খেদমতে পেশ করলাম। তাঁরাও একে অত্যন্ত পসন্দ করেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন'।[৪১]

জামে' তিরমিযী সংকলনের উদ্দেশ্যেঃ

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভী স্বীয় হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থে বলেন, বুখারী ও মুসলিম (রহঃ)-এর গ্রন্থ প্রণয়ন পদ্ধতি ছিল সন্দেহ দূরীকরণ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা শরী'আতের আহকাম সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা। আর ইমাম আবু দাউদের পদ্ধতি ছিল ফক্বীহগণ যে সমস্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন সে সকল হাদীছ বর্ণনা। ইমাম তিরমিযী এই উভয় পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধান করে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অবলম্বন করে 'জামে' তিরমিযী' প্রণয়ন করেছেন। এছাড়া তিনি ছাহাবী, তাবেঈ ও ফক্বীহগণের মাযহাব (মতামত)-এর প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। তিনি পরিত্যাজ্য মাযহাব সমূহও বর্ণনা করেছেন। যেমন- ইমাম আওযাঈ, সুফিয়ান ছাওরী, ইসহাক ইবনু ইবরাহীম প্রমুখের মাযহাব। এ গ্রন্থ ছাড়া এসব মাযহাব সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান লাভ অত্যন্ত দুষ্করও বটে। তেমনি এই গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমে তিনি আহকাম-এর ক্ষেত্রে মাযহাবী ধারাবাহিকতার অসংখ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করা থেকে মানুষকে অমুখাপেক্ষী করেছেন। এ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, তাঁর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল ঐ সমস্ত হাদীছ একত্রিত করা, যার দ্বারা কোন মুজতাহিদ দলীল গ্রহণ করেন। এমনকি ইমামগণের অভিমত বর্ণনা ও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।[৪২]

হাদীছ গ্রহণে ইমাম তিরমিযীর শর্তাবলীঃ

হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী কতিপয় শর্তাবলীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। শর্তগুলি নিম্নরূপঃ

(১) ছহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত সমস্ত হাদীছই গ্রহণযোগ্য।

(২) প্রধানত ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের আরোপিত শর্তে যেসব হাদীছই উত্তীর্ণ ও ছহীহ প্রমাণিত হবে তা গ্রহণীয়।

(৩) ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ যেসব হাদীছ গ্রহণ করেছেন এবং তাদের দোষ-ত্রুটি দূর করে দিয়েছেন তাও গ্রহণীয়।

(৪) ফিক্বহবিদগণ যেসব হাদীছ অনুযায়ী আমল করেছেন তাও গ্রহণীয়।

(৫) যেসব হাদীছের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হবে এমন এক নির্দেশ যা সব সময়ই কার্যকর হয়েছে, তাও গ্রহণীয়।

---

৩৯. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯২/১৪১২হিঃ), পৃঃ ৫২৪; ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃঃ ৯০; যাফরুল মুহাচ্ছিলীন, পৃঃ ১৭২।

৪০. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৫২৪-২৫; ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃঃ ৯০।

৪১. তাযকিরাতুল হুফফায, ২/১২২-২৩ পৃঃ; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/২৭৪ পৃঃ; মকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৮১।

৪২. যাফরুল মুহাচ্ছিলীন, পৃঃ ১৭২।

(৬) যেসব ছিক্বাহ বর্ণনাকারীর সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে সবকিছু সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের হাদীছ সমূহও গ্রহণীয়।

(৭) যেসব বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীছ সমূহের সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাঁদের বিশ্বস্ততাও প্রমাণিত হয়েছে তাঁদের বর্ণিত হাদীছও গ্রহণযোগ্য।[৪৩]

জামে' তিরমিযীর বৈশিষ্ট্যঃ

ইমাম তিরমিযী প্রণীত 'আল-জামে' কতিপয় অনন্য বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত যা তাঁকে হাদীছ শাস্ত্রে এক সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে এবং তাঁকে এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

' জামে' তিরমিযীর মধ্যে কোন মাওযূ (জাল) হাদীছ নেই।

২. এ গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশিত সমস্ত হাদীছের মধ্যে মাত্র দু'টি হাদীছ ব্যতীত অন্য হাদীছের উপর উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার কেউ না কেউ আমল করে।

৩. জামে' তিরমিযীতে একটি ছুলাছী হাদীছ আছে।

৪. এ গ্রন্থে ছাহাবী, তাবেঈ এবং বিভিন্ন ফক্বীহগণের মাযহাব বা মতামত উল্লেখিত হয়েছে।

৫. এতে প্রত্যেক হাদীছ সম্পর্কে সমালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে যে, হাদীছটি ছহীহ, হাসান, যঈফ বা মুনকার। সাথে সাথে যঈফ হওয়ার কারণও বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ছাত্ররা এর প্রতি দৃষ্টি দেয় এবং এর উপর ভিত্তি করে অন্যগুলি সঠিক কি-না তা জানতে পারে।

আল্লামা শাহ্ আবদুল আযীয বুস্তানুল মুহাদ্দেছীন গ্রন্থে বলেন, ইলমে হাদীছ সম্পর্কে তিরমিযীর অনেক গ্রন্থ আছে। সেগুলির মধ্যে 'আল-জামে' সবচেয়ে সুন্দর বরং সেটা সমস্ত হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট নিম্নোক্ত দিক থেকেঃ

* এটা সুন্দরভাবে সুবিন্যাস্ত এবং সুসজ্জিত ও পুনরুল্লেখ মুক্ত।

* এতে ফক্বীহগণের মাযহাব প্রত্যেকের স্ব স্ব দলীলসহ উল্লেখিত হয়েছে।

* এতে হাদীছের প্রকার যেমন ছহীহ, হাসান, যঈফ, গরীব, মু'আল্লাল ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

* এতে বর্ণনাকারীদের নাম, উপাধি, উপনাম বর্ণনা করা হয়েছে।

৬. তিরমিযীতে জামে' ৮ বিষয় তথা জীবন চরিত, শিষ্টাচার, তাফসীর, আক্বীদা-বিশ্বাস, বিশৃংখলা, আহকাম, সন্ধি, মর্যাদা ইত্যাদি সম্পর্কিত হাদীছ থাকায় তাকে জামে' বলা হয়। আর ফিক্বহের মত আহকাম সম্পর্কিত হাদীছ বিভিন্ন অধ্যায়ে সজ্জিত বিধায় তাকে সুনানও বলা হয়।[৪৪]

জামে' তিরমিযীর স্থানঃ

কাশফুয যুনূন গ্রন্থে বলা হয়েছে ছয়টি হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে জামে' তিরমিযী তৃতীয়। অর্থাৎ এর স্থান ছহীহাইন-এর পরে। যাহাবী বলেন, তিরমিযীর স্থান সুনানে আবুদাউদ ও নাসাঈর পরে। তাযকিরাতুল হুফ্ফায গ্রন্থে বলা হয়েছে, তিরমিযীর স্থান আবুদাউদের পরে এবং নাসাঈর আগে। আল্লামা সয়ূতীও এরূপ বলেছেন। মুনাবী 'ফায়যুল ক্বাদীর' গ্রন্থে বলেন, মর্যাদার দিক থেকে জামে' তিরমিযীর স্থান 'কুতুবুস সিত্তাহ'র মধ্যে তৃতীয়।[৪৫]

জামে তিরমিযী সম্পর্কে বিদ্বানগণের অভিমতঃ

ইমাম তিরমিযী স্বয়ং তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, عَرَضْتُ كِتَابِىْ هَذَا أَىْ كِتَابَ السُّنَنِ الْمُسَمَّى بِالْجَامِعِ عَلَي عُلَمَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالْخُرَاسَانِ فَرَضَوْا بِهِ.

'আমি জামি' নামক এই কিতাব হেজায, ইরাক ও খোরাসানের বিদ্বানগণের নিকট পেশ করলে তাঁরা এর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন'।[৪৬] তিনি আরো বলেন,

وَمَنْ كَانَ فِىْ بَيْتِهِ هَذَا الْكِتَابُ فَكَأَنَّمَا فِىْ بَيْتِهِ نَبِىٌّ يَنْطِقُ 'যার ঘরে এ গ্রন্থখানা থাকবে মনে করা হবে যে, তাঁর ঘরে স্বয়ং নবী (ছাঃ) অবস্থান করছেন ও কথা বলছেন'।[৪৭]

বস্তুতঃ প্রত্যেক হাদীছগ্রন্থ বিশেষতঃ ছহীহ হাদীছের গ্রন্থ সমূহের এটাই সঠিক মর্যাদা এবং এটা কেবল তিরমিযীর ক্ষেত্রে নয় বরং সকল ছহীহ হাদীছগ্রন্থ সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য ও অকাট্য সত্য।

তিরমিযী সাধারণ পাঠকদের জন্য একখানা সুখপাঠ্যও সহজবোধ্য হাদীছ গ্রন্থ। শায়খুল ইসলাম হাফিয ইমাম আবু ইসমাঈল আবদুল্লাহ আনছারী তিরমিযী সম্পর্কে বলেন,

كِتَابُهُ عِنْدِىْ أَنْفَعُ مِنْ كِتَابِ الْبُخَارِى وَمُسْلِمٍ لِأَنَّ كِتَابَى الْبُخَارِى وَمُسْلِمٍ لاَيَقِفُ عَلَى الْفَائِدَةِ مِنْهُمَا اِلاَّ الْمُتَبَحِّرُ الْعَالِمُ وَكِتَابُ أَبِى عِيْسَى يَصِلُ إِلَي فَائِدَتِهِ كُلُّ أَحْدٍ مِّنَ النَّاسِ-

'আমার দৃষ্টিতে জামে' তিরমিযী বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয় অপেক্ষা অধিক ব্যবহার উপযোগী। কেননা বুখারী ও

৪৩. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৬০৪।
৪৪. মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৭৬-২৯০; বুস্তানুল মুহাদ্দেছীন, পৃঃ ১৮৫; যাফরুল মুহাছ্ছিলীন, পৃঃ ১৭৩-৭৬।
৪৫. মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৮৮।
৪৬. বুস্তানুল মুহাদ্দেছীন, পৃঃ ১৮৬।
৪৭. আল-জামিউছ ছহীহ, ১/৮৮ পৃঃ; মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৮৬।

মুসলিম এমন হাদীছগ্রন্থ যা হ'তে কেবল বিশেষ পারদর্শী আলেম ব্যতীত অপর কেউ ফায়দা লাভ করতে সমর্থ হয় না। কিন্তু ইমাম আবু ঈসার গ্রন্থ হ'তে যেকোন লোক উপকারিতা হাছিল করতে পারে'।[৪৮]

হাফিয ইবনুল আছীর জামেউল উছূল গ্রন্থে বলেন, 'তিরমিযীর কেতাব 'জামেউছ ছহীহ' সর্বোৎকৃষ্ট, অধিক ফায়দা দানকারী, অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত এবং সর্বনিম্ন পুনরুল্লেখিত গ্রন্থ। এতে যা আছে, অন্যান্য গ্রন্থে তা নেই। এতে প্রমাণ সহ বিভিন্ন মাযহাব উল্লেখ করা হয়েছে এবং ছহীহ, যঈফ, গরীব প্রভৃতি হাদীছের অবস্থার সুস্পষ্ট বর্ণনাও এতে স্থান পেয়েছে'।[৪৯]

জামে' তিরমিযীর হাদীছ সংখ্যাঃ

ইমাম তিরমিযী তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লক্ষ হাদীছের মধ্য হ'তে মাত্র ১৬০০ হাদীছ নির্বাচন করে 'জামে' তিরমিযী' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।[৫০] এতে ৪৬টি পর্ব এবং ২১১৪টি অধ্যায় আছে।

উপসংহারঃ

পরিশেষে আমরা বলতে পারি হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম তিরমিযী ছিলেন এক জ্যোতির্ময় উজ্জ্বল নক্ষত্র। জামে' তিরমিযী সংকলন করে তিনি যে জ্যোতি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন তার আলোকচ্ছটায় সারা বিশ্ব আলোকোদ্ভাসিত। তাঁর এ অনবদ্য অবদানের কারণে ইলমে হাদীছে এক অপরিসীম পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই তাঁর এ অবদানের কথা বিশ্ববাসী আজীবন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

[সমাপ্ত]

---

৪৮. *ঐ; হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৫২৬; আল-জামিউছ ছহীহ, ১/৮৭-৮৮ পৃঃ।*
৪৯. *মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃঃ ২৮১।*
৫০. *ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃঃ ৯১।*

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ আল্লামা নাছীরুদ্দীন আলবানী প্রণীত
[illegible] মুহাম্মাদ আকমল হুসাইন অনূদিত

য [illegible] জাল হাদীছ সিরিজ

এবং উম্মতের মাঝে তার কুপ্রভাব ২য় খণ্ড বের হয়েছে। আপনার কপির জন্য আজই যোগাযোগ করুনঃ

প্রাপ্তিস্থানঃ

১। মাওলানা বদীউযযামান
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন- (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।
২। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট কাযীবাড়ী, উত্তর খান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। ফোন- ০১৭২৮৫৫১২৪, ০১৯৩২১৭২৬
৩। তাওহীদ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
৯০ হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা- ১১০০, ফোন- ৭১১২৭৬২, ০১৭১৬৪৬৩৯৬।
৪। প্রিন্স মেডিকেল ষ্টোর, চাড়ার গোপ, কালির বাজার, নারায়ণগঞ্জ। ফোনঃ ৭৬১৩৩৮৩।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

গুণবতী পুত্রবধূ

একজন সচ্চরিত্রবান ও উচ্চ শিক্ষিত সরকারী কর্মচারীর একমাত্র পুত্র সন্তান। স্বামী-স্ত্রীর একান্ত আশা একটি কন্যা সন্তান তাদের ঘরে আসুক। তাদের সে আশা যখন পূরণ হ'ল না, তখন তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, পুত্রটি বিয়ের উপযুক্ত হ'লে তাকে দেখেশুনে এমন একটি মেয়ের সাথে বিয়ে দিবেন, যে কন্যার অভাব পূরণ করতে পারবে। ছেলেকে তারা লেখাপড়া শিখিয়ে ইঞ্জিনিয়ার করেছেন। ছেলে সরকারী চাকরীতেও নিয়োজিত। এখন তাকে বিয়ে দিতে হয়। তারা যেমনটি চেয়েছিলেন, তাদের ভাগ্যে তেমনই মিলে গেল। মেয়েটি খুব সুন্দরী এবং একজন ডাক্তার। ব্যবহারও উত্তম। শ্বশুর-শাশুড়ী বৌমাকে কন্যার আদরে ডাকেন। তাঁরা কখনও তাকে বৌমা বলে ডাকেন না। মনোয়ারার ডাক নাম মিনু বলেই তারা ডাকেন এবং তুমি না বলে তুই বলে সম্বোধন করেন। মিনু সচ্চরিত্রা মেয়ে তাই সে শ্বশুর-শাশুড়ীর আদরের ডাকে সাগ্রহে সাড়া দেয়। সে যেন আপন পিতা-মাতার পরিবর্তে আরেক আপন পিতা-মাতা পেয়েছে। কাজেই পরিবারে কোনরূপ অশান্তি নেই।

পিতা চাকরী হ'তে অবসর নিয়েছেন। তিনি এখন নিশ্চিন্তে অবসর জীবন যাপন করছেন। ছেলে চাকরী করে মোটা টাকা উপার্জন করে। বৌমাও চাকরী করে। তাই সংসারে কোন অভাব নেই। একদিন ছেলে তার স্ত্রীর হাতে মোটা অংকের কিছু টাকা তুলে দিয়ে যত্নসহকারে রাখতে বলে। কিন্তু স্ত্রীর মনে সন্দেহ দেখা দেয়। নিশ্চয়ই এত টাকা বেতনের নয়। তাই স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, এত টাকা কিসের? ছেলে বলল, জিজ্ঞেস করার দরকার কি, টাকা তুলে রাখতে দিয়েছি, তুলে রাখ। স্ত্রীর একই কথা, আগে বল এত টাকা তুমি কিভাবে পেয়েছ? নিশ্চয়ই এ টাকা ঘুষের। স্বামী বলল, তুমি না রাখলে দাও আমি তুলে রাখছি। সেদিন থেকে স্বামী-স্ত্রীতে একটুখানি অমিল দেখা দিল। স্ত্রী চায় না স্বামী ঘুষ গ্রহণ করুক। কিন্তু ছেলের বুঝ টাকাটাই সব। টাকা থাকলে সব কিছু সম্ভব।

পিতাও ছেলের উপার্জনের বেশ আগ্রহ দেখে বুঝেছিলেন, সে অসৎ উপায়ে টাকা উপার্জন করছে। তাই তিনি একদিন ছেলেকে অসৎভাবে টাকা উপার্জন করতে নিষেধ করে সতর্ক করে দিলেন। ছেলে পিতা ও স্ত্রীর উপদেশে কান না দিয়ে নির্বিচারে টাকা আয় করতে থাকে। ঐ অবৈধ উপার্জন দ্বারা সে অভিজাত এলাকায় একটি ফ্ল্যাট বাড়ী ক্রয় করে। একদিন সে স্ত্রীকে বলছে, আমরা নতুন বাড়ীতে উঠে যাব। বাবা-মা এ বাড়ীতে থাকবেন। স্ত্রী সাথে সাথে প্রতিবাদ করে বলল, কেন? আমরা সবাই নতুন বাড়ীতে উঠব। এ বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। ছেলে বলল, আত্মীয়-স্বজন থেকে একটু দূরে থাকা ভাল। স্ত্রী তখন স্বামীকে ভর্ৎসনার সুরে বলল, তুমি এ কি বলছ, বাবা-মাকে আত্মীয় বানিয়ে ফেললে! আমি বাবা-মাকে ছেড়ে কিছুতেই এ বাড়ী হ'তে কোথাও যাব না। ছেলে-বৌয়ের কথা কাটাকাটির বিষয় পিতামাতা জানলেন। তারা বৌয়ের ব্যবহারে আগে থেকেই খুব প্রীত ছিলেন। এ ঘটনায় আরো প্রীত হ'লেন।

একদিন ছেলে অফিস থেকে অসময়ে বাসায় ফিরে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে রইল। বৌমাও নীরব। সে স্বামীকে কোন কথা জিজ্ঞেস করছে না। তাতে মনে হয়, সে বিষয়টা জানে। পিতা অনুমান করলেন, নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটেছে। নইলে এভাবে অসময়ে বাসায় ফিরে একেবারে নীরব কেন? এমন সময় ছেলের মামা এসে ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন যে, ঘুষ গ্রহণের অপরাধে তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বিষয়টা সবার জানাজানি হয়ে গেলে ছেলে বাব-মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে, 'তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। আমি চাকরী হারিয়ে তোমাদের পেয়েছি। আমি কোনদিন তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাব না'।

* *মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, পোঃ বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

কবিতা

আল্লাহ

-নাঈমা খাতুন
উয়ারিয়া, ঝাউডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

আল্লাহ আমার প্রতিপালক
আল্লাহ আমার রব,
আল্লাহ আমার রিযিকদাতা
আল্লাহ আমার সব।
আমার জীবন আমার মরণ
সব যে তাঁরই হাতে,
তিনি আমায় রক্ষা করেন
বিপদ-আপদ হ'তে।
তাঁর করুণায় জীবন কাটে
দুঃখ-সুখে ভেসে,
তিনি আমায় লালন করেন
অনেক ভালবেসে।
***

নরপশু

-মুহাম্মাদ খোরশেদ আলম কায়েস
চাঁদপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

ভাল মানুষ নাই কি দেশে
কোথায় করো বাস?
দিনে দিনে এ দেশের যে
হ'ল সর্বনাশ॥
সন্ত্রাসী আর চাঁদাবাজে
ভরে গেছে দেশ,
দিনে দিনে নষ্ট হচ্ছে
দেশের পরিবেশ॥
কিছু মানুষ নামের নরপশু
খায় না করে কাম,
চায় না দেশের ভাল কিছু
চায় শুধু বদনাম॥
***

মধু নাম

-তারিক
ঈদগাহ বাজার, মেহেন্দিগঞ্জ
বরিশাল।

পাখির ডাকে
লুকিয়ে থাকে
একটি মধু নাম।
বাঁধনহারা
ঝর্ণাধারা
গাইছে অবিরাম।
পত্র কুটে
উঠছে ফুটে
কার সে কালাম!
সে যে আমার সৃষ্টিকর্তা
আল্লাহ মহান।
***

সোনালী যুগের একজন

-রফীক
বিনাই, ক্ষেতলাল,
জয়পুরহাট।

সমুদ্র বক্ষের উত্তাল তরঙ্গে
জেগেছে আজি রাক্ষুসী হাঙ্গর
দিশেহারা নাবিকেরা, জাহাজ পাটাতনে,
কম্পিত জাহায ভয়ংকর গর্জনে,
তেমনি আজ
নেমেছে নিনাদ,
পৃথিবীর মাস্তুলে
শত জাহাজ তাই কাঁপছে টলমলে,
এখনই তো প্রয়োজন
খালিদের মত একজন।
টলমলে চোখে, তাকিয়ে চৌদিকে
ভীত মাঝি মাল্লা
এ বিপদে তবু নেই মুখে
লা-শারীক আল্লাহ।
পথে পথে লাঞ্ছিত, আড়ালে ধর্ষিত
আজ কত জনা,
বৃদ্ধ কত জনে, একান্ত গোপনে
অশ্লীল সাম্পানের মাস্তুল থেকে
বাঁচতে আজ করছে প্রার্থনা।
এখনই তো প্রয়োজন, উমরের (রাঃ) মত একজন।
নাঙ্গা তরবারীর ঝনঝন শব্দে
ভীত কম্পিত আবু জাহল,
আবু লাহাবের দল, দাঁড়াবে থমকে।
কত ভয়ংকর আজি
এ আব্দুল্লাহ বিন উবাই,
কত নিষ্ঠুর এ সীমার
মানুষ কাটা কসাই।
আজি তো প্রয়োজন
সেই সোনালী যুগের একজন।
***

সোনামণি পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১। কেওক্রাডাং (উচ্চতা ৩,১৭২ ফুট)।
২। সাইকোৎপাড়া।
৩। দার্জিলিংপাড়া।
৪। বগা লেক।
৫। সীমান্ত যেলা ৩১টি, ছিটমহল ১১১টি।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (শহর পরিচিতি)-এর সঠিক উত্তর

১। লাসা। ২। মেক্সিকো ৩। জোহান্সবার্গ।
৪। কিটো (দঃ আমেরিকা)। ৫। ভেনিস।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (শহর পরিচিতি)

১। কোন্ শহরকে 'বাজারের শহর' বলা হয়?
২। কোন্ নগরীকে 'চিরশান্তির নগরী' বলা হয়?
৩। কোন্ শহরকে 'নিশ্চুপ শহর' বলা হয়?
৪। কোন্ শহরকে 'মন্দিরের শহর' বলা হয়?
৫। কোন্ নগরীকে 'পৃথিবীর কসাইখানা' বলা হয়?

❒ *ইমামুদ্দীন*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)

১। কোন সংখ্যাকে ৪ দ্বারা গুণ করে গুণফলকে ৫ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল ১২ হবে। সংখ্যাটি কত?

২। ১ গজ, ১ ফুট, ৩ ইঞ্চি লম্বা একটি ফিতা একজন সোনামণিকে দেওয়া হ'ল এবং তাকে বলা হ'ল ১ ইঞ্চি দীর্ঘ করে কাটবে। কতবার কাটতে হবে?

৩। বাংলাদেশ সময় যখন অপরাহ্ন ৭.৪৫ মিঃ লণ্ডনে তখন পূর্বাহ্ন ১.৪৫ মিঃ। বলতে পার কি সোনামণি লণ্ডন ও বাংলাদেশের সময়ের পার্থক্য কত?

৪। একটি বড় প্যাকেটের মধ্যে ৩টি প্যাকেট আছে। আবার প্রত্যেকটির মধ্যে ৩টি করে প্যাকেট আছে। সর্বমোট কয়টি প্যাকেট আছে?

৫। সুন্দরবনে এক ঝাঁক বন্য পাখি উড়ছে। অন্য একটি পাখি জিজ্ঞেস করল তোমাদের ঝাঁকে কতগুলি পাখি আছে? তাদের মধ্য হ'তে একটি পাখি উত্তর দিল আমরা যত, আমাদের পিছনে তত, তারপর হাফ (অর্ধেক) শেষে পোয়া। তাহ'লে ঐ ঝাঁকে কয়টি পাখি আছে?

❒ *মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান*
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ৭ ডিসেম্বর রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর উত্তর নওদাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি হাশমত আলীর কুরআন তেলাওয়াত ও মামূনুর রশীদের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সোহেল বিন আকবর ও রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সিটিটিউট-এর ছাত্র এবং অত্র মসজিদ শাখার সোনামণি পরিচালক মনোয়ার হোসায়ন। বৈঠক পরিচালনা ও সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন অত্র মসজিদের ইমাম আবু নো'মান।

মেহেরপুর, ১৬ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য যেলার গাংনী থানাধীন সাহারবাটী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী দাখিল মাদরাসা প্রাঙ্গণে সোনামণি সমাবেশ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অত্র মাদরাসার সুপার মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন।

উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও 'সোনামণি' মেহেরপুর যেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। তিনি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'০৪-এর বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। কুরআন তেলাওয়াত, জগরণী ও সাধারণ জ্ঞান এই তিনটি বিষয়ে 'ক' ও 'খ' গ্রুপে মোট ২৫ জন প্রতিযোগি বিজয়ী হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ ইলিয়াস হোসায়ন। জাগরণী পেশ করে মামুনূর রশীদ। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন মেহেরপুর যেলা 'সোনামণি' সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুনীরুযযামান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক মাহবূবুর রহমান।

নওগাঁ, ১৭ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার পত্নীতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার মুহাদ্দিছ ও দারুল ইফতাহ্‌র সদস্য মাওলানা বদীউয্যামান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ হাবীবুর রহমান। প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। প্রশিক্ষণে কুরআন তিলাওয়াত করে মেহেদী হাসান এবং জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি আফরোজা খাতুন। প্রশিক্ষণ শেষে অত্র মসজিদে সোনামণি বালক ও বালিকা শাখা গঠন করা হয়।

❒ পত্নীতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, নওগাঁঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ ডাঃ সাঈদুর রহমান চৌধুরী
উপদেষ্টা ঃ জনাব মুতীউর রহমান
পরিচালকঃ ডাঃ হাবীবুর রহমান

সহ-পরিচালক ঃ আব্দুর রাক্বীব (শিক্ষক)
সহ-পরিচালক ঃ মাহদী হাসান।

কর্মপরিষদঃ

১. **সাধারণ সম্পাদক** ঃ তরীকুল ইসলাম (৫ম শ্রেণী)
২. **সাংগঠনিক সম্পাদক** ঃ আইনুল ইসলাম (২য় শ্রেণী)
৩. **প্রচার সম্পাদক** ঃ আল-ইমরান (৮ম শ্রেণী)
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক** ঃ নাহিদ হাসান (৭ম শ্রেণী)
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ** আব্দুল কাদের (৫ম শ্রেণী)।

❑ **পত্নীতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা নওগাঁঃ**

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ ডাঃ সাঈদুর রহমান চৌধুরী
উপদেষ্টা ঃ জনাব মুতীউর রহমান
পরিচালকঃ ডাঃ হাবীবুর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ আব্দুর রাক্বীব (শিক্ষক)
সহ-পরিচালক ঃ মাহদী হাসান।

কর্মপরিষদঃ

১. **সাধারণ সম্পাদিকা** ঃ আফরোযা খাতুন (৪র্থ শ্রেণী)
২. **সাংগঠনিক সম্পাদিকা** ঃ তাপসী রাবেয়া (৫ম শ্রেণী)
৩. **প্রচার সম্পাদিকা** ঃ সুলতানা (৪র্থ শ্রেণী)
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকাঃ** মাসরুফা খাতুন (৪র্থ শ্রেণী)
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ** খাদীজা খাতুন (৩য় শ্রেণী)।

কবিতা

কার ইশারায়

-এফ,এম, লিটন বিন হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আকাশ মাঝে তারার মেলা
করল কেবা দান,
কার ইশারায় উঠল হেসে
ঐ রূপালী চান।
পূব আকাশে প্রভাত বেলায়
উঠল সোনার রবি,
কে আঁকিল গগণ মাঝে
ভাসমান মেঘের ছবি।
নীল আকাশের ঐ নীলিমায়
নীল সবুজের খেলা,
দেখছি সদা নয়ন ভরে
সকাল, সন্ধ্যা বেলা।
কার ইশারায় ফুল কাননে
ফুটল রঙ্গীন ফুল,
সকল সৃষ্টির স্রষ্টা তিনি
আমরা তাঁরই বুলবুল।
তাঁর ইশারায় আসমান যমীন
হ'ল দুনিয়াদারী,
পরপারে তাঁরই কাছে
সবাই দিবে পাড়ি।

***

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল সূদকে করেছেন হারাম"

শিকদার এন্টারপ্রাইজ

● ত্রিপল ● তাঁবু ● ক্যানভাস ● পলিফেব্রিক্স
● রেইন কোর্ট ● গামবুট ● লাইফজ্যাকেট
ইত্যাদি প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

ফোনঃ ৭১১৯০০৭,৭১১১২৯৯, ফ্যাক্সঃ ৯৫৫৯৩৬২, মোবাইলঃ ০১১৮৩৬২৪১

১ নং চন্ডিচরণ বোস ষ্ট্রীট
(মাওয়া বাস ষ্ট্যান্ডের পার্শ্বে)
ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩।

বি আর টি সি মার্কেট
দোকান নং- ২
ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা- ১০০০।

ডেন্টাল ক্লিনিক (ঝড় কোম্পানী)

সর্বাধুনিক বিদেশী যন্ত্রপাতি সুসজ্জিত মুখ ও দন্ত রোগ চিকিৎসা কেন্দ্র

ডাঃ মোঃ আবুবকর ছিদ্দিক
বি.এম এণ্ড ডি.সি, আর.ডি.এস (ঢাকা)

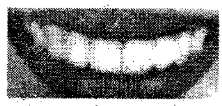

চেম্বারঃ
২১, বনানী মার্কেট, সাতক্ষীরা।
(রক্সী সিনেমা হলের নীচে)
মোবাইল ঃ ০১৭১৯৬০৮৮১
ফোন ঃ (০৪৭১) ৬৩৭১৭।

এখানে অত্যাধুনিক বিদেশী যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্যথাযুক্ত দাঁত মর্জা পরিবর্তন করে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা, আঁকা-বাঁকা ও উঁচু-নিচু দাঁত সোজা করা, দাঁত ফিলিং, R.C.T. W/Cap, মাড়ি থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্য আল্ট্রাসোনিক স্কেলিং করা, বিনা যন্ত্রণায় দাঁত তোলা, পোকা খাওয়া দাঁত, সামনে বা মাড়ির দাঁত কালার ম্যাচিং ফিলিং করা, কালার ম্যাচ করে সুন্দর রূপে কৃত্রিম দাঁত বাঁধানোসহ সর্বপ্রকার দন্তরোগের সাধারণ চিকিৎসা করা হয়।

রোগী দেখার সময়ঃ সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা এবং বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা।

বিঃ দ্রঃ দাঁত তোলার জন্য ওয়ান টাইম ডিসপোজেবল নিডিল ব্যবহার করা হয়।

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ছয়টি বন্ধ কারখানা আবার চালু হচ্ছে

কাঁচা মাল সংকট ও অব্যাহত লোকসানের মুখে দীর্ঘদিন যাবৎ লে-অফ ঘোষিত রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ৬টি শিল্প-কারখানা পুনরায় চালু হচ্ছে। এর মধ্যে চট্টগ্রামে অবস্থিত 'কর্ণফুলী রেয়ন এণ্ড কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ' ইতিমধ্যেই চালুর জন্য বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশনকে (বিসিআইসি) নির্দেশ দিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়। এছাড়া 'নর্থ বেঙ্গল পেপার ইন্ডাষ্ট্রি' ও 'ঢাকা লেদার কমপ্লেক্স' চালুর উদ্যোগের অংশ হিসাবে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হবে শিগগিরই। সরকার বেসরকারী খাতের সাথে যৌথভাবে এ দু'টি প্রতিষ্ঠান চালুর জন্য নতুন গাইড লাইন প্রণয়ন করছে। অপরদিকে লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও কাঁচা মালের অপ্রতুলতার অজুহাতে লে-অফ করে রাখা 'বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন দেশের একমাত্র হার্ডবোর্ড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 'খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লিমিটেড' এবং 'চিটাগাং কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ' পুনরায় চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

[বন্ধ কারখানা চালু হওয়া শিল্পনীতি সচল হওয়ার বাস্তব লক্ষণ। আমরা সরকারের এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানাচ্ছি (স.স)]

কোদলা নদী দখলমুক্ত হ'লে বছরে ২০ হাযার একর জমির ফসল রক্ষা পাবে

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপযেলার কোদলা নদী দখলমুক্ত করে খননের দাবী উঠেছে। এলাকার হাযার হাযার জনতা স্থানীয় সংসদ সদস্যের কাছে এক সভায় এ দাবী নিয়ে হাযির হন। এলাকাবাসীর এ দাবী পূরণ করা হ'লে প্রতিবছর ২০ হাযার একর জমির ফসল পানিতে তলিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে। ভারতের বাগদা থেকে বয়ে আসা কোদলা নদী মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ১৯৬২ সালে ভূমি প্রশাসনের কিছু অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে কোদলার বেশ কিছু জমি ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড হয়। তারই ধারাবাহিকতায় কোদলা নদী বেচাকেনা শুরু হয়। এলাকার প্রভাবশালী নেতারা সেখানে বড় বড় পুকুর তৈরী করে। আস্তে আস্তে ভোলাডাঙ্গা ব্রিজের পশ্চিম থেকে কোলাগ্রাম পর্যন্ত কোদলা নদী তার অস্তিত্ব হারিয়ে বড় বড় পুকুরে পরিণত হয়েছে।

এরূপভাবে নদীটি দখল হয়ে যাওয়ায় যাদবপুর, বাঁশবাড়িয়া, কাজীরবেড়, নেপা, শ্যামকুড়, স্বরূপপুর এবং পান্তাপাড়া ইউনিয়নের বিল বাঁওড় ও নিচু জমির পানি বের হ'তে পারে না। অল্প বৃষ্টিতেই উল্লিখিত ইউনিয়ন সমূহের প্রায় ২০ হাযার একর জমির ফসল ডুবে যায়। ২০০০ সালের ভয়াবহ বন্যায় মহেশপুরের ১০টি ইউনিয়ন পানির নিচে তলিয়ে যায়।

চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে অতি বর্ষণে মহেশপুর উপযেলার ২১ হাযার হেক্টর জমির ধান পানির নিচে তলিয়ে যায়। ইছামতি নদীতে কয়েকটি এলাকার পানি নেমে গেলেও কোদলা নদী দিয়ে পানি বের হ'তে না পারায় উল্লিখিত এলাকায় ২০ হাযার একর জমির ধান পানিতে তলিয়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। এতে কৃষকরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। প্রভাবশালীদের ভয়ে এ নদীটি দখলমুক্ত করার সাহস কেউ দেখায়নি।

[প্রভাবশালী অসৎ লোকেরাই দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের অন্যতম প্রধান হোতা। এদেরকে দমন করে জনস্বার্থ উদ্ধার করাই সত্যিকারের কল্যাণমুখী প্রশাসনের কর্তব্য। আমরা জোট সরকারকে সৎ সাহস নিয়ে এই অশুভ চক্রকে নির্মূল করে কোদলা নদীকে দখলমুক্ত করার আহ্বান জানাই (স.স)]

ন্যায়বিচারের শাসন বেশী প্রয়োজন

-ডঃ মাহাথির

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২ তম সমাবর্তনে গত ১৮ ডিসেম্বর'০৪ 'সমাবর্তন বক্তা' হিসাবে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির মুহাম্মাদ বলেন, আইনের শাসনের চেয়ে আমাদের বেশী প্রয়োজন ন্যায়বিচারের শাসন। আর আল-কুরআনের অনুসরণই এই ন্যায়বিচারকে নিশ্চিত করে। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে বর্তমানে 'আইনের শাসন' একটি রাজনৈতিক শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আইনের শাসন সবসময় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে না। কারণ আইন প্রণয়নে অনেক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সংশ্লিষ্টতা থাকে। থাকে অনেক গোষ্ঠীস্বার্থ বা কোটারি স্বার্থ। তাই এই শাসন অনেক সময়ই হয়ে ওঠে পক্ষপাতদুষ্ট কিংবা বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ। কিন্তু ন্যায় বিচার ভিত্তিক শাসনই নিরপেক্ষভাবে সমাজের সকল মানুষের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করে থাকে। তাছাড়া মানবসৃষ্ট আইন কখনোই পুরোপুরি নির্ভুল বা যথার্থ হয় না। একমাত্র আল্লাহ্‌র আইনই সঠিক এবং যথার্থ। এই আইনের কোন পরিবর্তন হয় না। অথচ মানবসৃষ্ট আইন পরিপূর্ণ নয় বলে বারবার এর সংশোধন প্রয়োজন হয়। তাই শুধু আইনের শাসনই যথেষ্ট নয়; বরং সমাজে ন্যায়বিচারের আইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির মুহাম্মাদ বলেছেন, আল্লাহ আমাদের তেলসম্পদ দিয়েছেন। আরব বিশ্বকে প্রতারণা করে আমেরিকা মুসলিম বিশ্বকে অবদমিত করে রাখার কাজে এ সম্পদ ব্যবহার করছে। ইচ্ছামত তেল শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে আমেরিকা অর্থ উপার্জন করছে। মুসলমানদের হত্যার জন্য সেই অর্থে ইসরাঈলকে অস্ত্র সরবরাহ করছে। আমাদের সম্পদ দিয়েই আমেরিকা আমাদের দমন করছে। গত ১৮ ডিসেম্বর ইসলাম ও পাশ্চাত্য বিষয়ক এক বক্তৃতায় ডঃ মাহাথির একথা বলেন। 'বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইন্সটিটিউট' নামক একটি প্রতিষ্ঠান এ বৈঠকের আয়োজন করে।

ডঃ মাহাথির বলেন, তেলসম্পদকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। ডলারে তেল বিক্রি বন্ধ করে আমাদের অন্য মুদ্রায় তা করতে হবে। এতে করে তেলের উপর আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পাবে। তিনি বলেন, ওআইসিতে কিছু দেশ আছে, যারা মুসলিম বিশ্বের ঐক্যে বাধা হিসাবে কাজ করছে। এসব দেশ আমেরিকা ও ইউরোপের সুবিধাভোগী এবং এ সুবিধা হ'তে তারা বঞ্চিত হ'তে চায় না। তিনি বলেন, মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। ঐক্যবদ্ধ হ'লে আমরা বহুদূর যেতে পারব। আমাদের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার আমরা করতে পারছি না।

ডঃ মাহাথির বলেন, শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। মুসলিম বিশ্বকে আধুনিক শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত নিজেদের শিক্ষিত করতে হবে। তিনি বলেন, বেশ কিছু ধনী মুসলিম দেশ রয়েছে কিন্তু তারা তাদের সম্পদকে কাজে লাগাচ্ছে না। তিনি বলেন,

Contents

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

নিজেদের সঠিকভাবে তৈরী না করে, জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষায় নিজেদের উন্নত না করে শুধু আমেরিকা ও ইসরাঈলকে দোষ দিলে কোন কাজ হবে না। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে যাদের শক্তিশালী দেশ বলা হয়, তার মধ্যে কোন মুসলিম দেশ নেই। আমাদের যে কোন উপায়ে মুসলিম উম্মাহকে শক্তিশালী করতে হবে। তিনি আরো বলেন, ভবিষ্যতে চীন, ভারত, জাপান, কোরিয়া আরো এগিয়ে যাবে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর তেমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ডঃ মাহাথির মুসলিম শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিয়ে মেধা পাচার রোধসহ শিক্ষা ও জ্ঞানে নিজেদের শানিত করার উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের নির্যাতিত হবার অন্যতম কারণ তাদের জ্ঞানবিমুখ হওয়া। মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় মুসলমানরা যতদিন অগ্রগামী ছিল ততদিন তারা ছিল সারাবিশ্বে নেতৃত্বের আসনে।

তিনি বলেন, আধুনিক বিশ্বে বর্তমানে মন্দ আইনবিদরাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিচারপতি হয়ে যাচ্ছেন। কারণ তাদের সাথে রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ থাকে এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব খাটিয়ে তারা সহজেই এই নিয়োগ পেয়ে যান। তবে এ ধরনের বিচারপতিদের থেকে কখনোই নিরপেক্ষ ও সঠিক বিচার আশা করা যায় না। তিনি বর্তমান বিচার ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন, যখন খারাপ আইন দ্বারা বিচার হয়, তখন তা রাজার শাসনের চেয়ে ভাল হয় না। অনেকে মনে করেন, শাস্তি দিয়ে সমাজ থেকে অপরাধ ও দুর্নীতি দূর করা যায় না। কারণ আইনের উদ্দেশ্য হ'ল সমাজকে অপরাধমুক্ত করা। কিন্তু আসল কথা হ'ল মৃত্যুদণ্ডের বিধান না থাকলে মানুষ খুন করতে ভয় পাবে না।

উল্লেখ্য, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিস্ময়কর নেতৃত্ব এবং মুসলিম উম্মাহর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মাহাথির মুহাম্মাদকে গত ১৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টর অব ল' ডিগ্রী দেয়া হয়। তিনি মূলতঃ একজন ডাক্তার ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রীপ্রাপ্তদের মধ্যে ডঃ মাহাথির হচ্ছেন ৩৭ তম ব্যক্তিত্ব।

বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার দানই শিল্পোন্নত মালয়েশিয়ার ভিত্তি

আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি ডঃ মাহাথির মুহাম্মাদ বলেছেন, কর ছাড়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করে মালয়েশিয়া তার কর্মহীন বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করেছে- যা আজকের শিল্পোন্নত মালয়েশিয়ার ভিত্তি। তিনি বলেন, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি হ'তে শিল্পায়নের পথে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি কর্মসংস্থানকে। তিনি বলেন, বিনিয়োগকারীদের তাদের বিনিয়োগ সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। বিনিয়োগকারীরা যেন যে কোন সময়, যে কোন সমস্যায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে যেতে পারে, তাদের চিন্তা-ভাবনা যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়- সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য ছিল কর্মসংস্থান, কর্মী ছাঁটাই নয়। এর সাফল্যে বেকার জনগোষ্ঠীর দেশ মালয়েশিয়া এখন কর্মী সংকটে। বিপুলসংখ্যক বিদেশী কর্মী এখন মালয়েশিয়ায় কাজ করছে।

'বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া বিজনেস ফোরাম ২০০৪'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'মালয়েশিয়া ২০২০ বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক মূল প্রবন্ধে ডঃ মাহাথির একথা বলেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা উন্নয়নের মূল বাধা উল্লেখ করে ডঃ মাহাথির বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অত্যাবশ্যক। তিনি বলেন, মালয়েশিয়া রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল ছিল বলেই অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে পুরো নযর দিতে পেরেছে। বাংলাদেশ মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে উপকৃত হ'তে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

[শেষের কথাটিই মূল কথা। দলাদলি ও পারস্পরিক হিংসা হানাহানি কখনো অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে না। আধুনিক গণতন্ত্র কি সেটা দিতে পেরেছে? (স.স)]

বাংলাদেশে কোন সন্ত্রাসী সংগঠন নেই

-যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশে কোন সন্ত্রাসী সংগঠন নেই। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর একথা জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী সংগঠন সমূহের যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে সে তালিকায় বাংলাদেশের কোন সন্ত্রাসী সংগঠনের নাম নেই। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে কোন সন্ত্রাসী সংগঠন না থাকায় মার্কিন তালিকাতেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। এর আগে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের সন্ত্রাসবিরোধী শাখা একটি খসড়া তালিকা প্রণয়ন করে। পররাষ্ট্র দফতর সেটি অনুমোদন করে এবং তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী সংগঠনসমূহের নাম প্রকাশ করে। এসব সন্ত্রাসী সংগঠনসমূহ বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তৎপরতা চালাচ্ছে। তালিকায় ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের নাম রয়েছে।

[আমরা এজন্য খুশী। তবুও ভয় হয়, তাদের এই ভাল রিপোর্টের পিছনে কোন মন্দ উদ্দেশ্য নেই তো? কেননা আমেরিকা যাদের বন্ধু হয়, তাদের অন্যকোন শত্রুর প্রয়োজন হয় না (স.স)]

হবিগঞ্জ আগর চাষ প্রকল্পঃ সম্ভাবনাময় নতুন খাত

হবিগঞ্জের সংরক্ষিত রেমা বন বিটে সাফল্যজনকভাবে সরকারী উদ্যোগে আগর চাষ করা হয়েছে। চাষ করা আগর গাছ থেকে উৎপাদন করা হয় উন্নত জাতের সুগন্ধি (পারফিউম, বডি-স্প্রে, এয়ার ফ্রেশনার ইত্যাদি)। উন্নত আগর ও এর ছাল দিয়ে তৈরী হয় আগর বাতি। ২০ বছর পর অর্থাৎ ২০২০ সালে যখন গাছগুলি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে তখন এ গাছ বিক্রি করে সরকার প্রায় ১শ' ৬৬ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করতে সক্ষম হবে। অত্যন্ত সহজ উপায়ে বীজ থেকে উৎপাদিত চারা লাগিয়ে আগর চাষ করা সম্ভব। গাছ লাগানোর পর শুধুমাত্র পরিচর্যা ও আগাছা পরিষ্কার ছাড়া আর কোন ব্যয় নেই। সমতল ভূমিতেও আগর চাষ সম্ভব। একটি পূর্ণাঙ্গ আগর গাছ পরিণত বয়স হ'তে সময় লাগে সর্বোচ্চ ২০ বছর। পূর্ণাঙ্গ আগর গাছের সর্বনিম্ন মূল্য দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা।

উল্লেখ্য, উক্ত প্রকল্পে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে দেড় লাখ টাকা। উৎপাদন পর্যন্ত যেতে পরিচর্যা ও আনুষঙ্গিক ব্যয় হবে আরো সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা।

[বন ও পাহাড়িয়া এলাকায় এগুলো করুন। বিভিন্ন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে যুগ যুগ ধরে অব্যবহৃত বনভূমি ও জঙ্গল এলাকাগুলিতেও আগর চাষ করা যেতে পারে। কিন্তু অতি লোভে যেন ফসলী জমিগুলিতে আগর চাষ শুরু না করা হয়, সেদিকে সরকারকে দৃষ্টি রাখার আবেদন জানাই (স.স)]

মোবাইল ফোন কোম্পানীগুলি রক্ত চুষে খাচ্ছে

-অর্থমন্ত্রী

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম, সাইফুর রহমান বলেছেন, 'মোবাইল ফোন কোম্পানীগুলি আমাদের রক্ত চুষে খাচ্ছে। এসব কোম্পানীর সেবাও ভাল নয়। গ্রাহকরা মোবাইল কোম্পানীগুলির সেবায় সন্তুষ্ট নয়। মোবাইলের কলচার্জ কমানোর জন্য যাতে ব্যবস্থা নেয়া হয় সেজন্য বিটিআরসি'র চেয়ারম্যানকে বলেছি। এরপরও যদি কলচার্জ না কমায় তাহ'লে আমি নিজেই বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলব'।

গত ১৪ ডিসেম্বর রাজধানীর একটি হোটেলে 'ডিএলএস সাটকম স্যাটেলাইট আর্থ স্টেশন' কোম্পানী আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

[অর্থমন্ত্রীর এই আস্ফালন শূন্যে গদা ঘুরানোর শামিল। তাঁর নিজের ঘনিষ্ট আত্মীয় জনৈক প্রভাবশালী মন্ত্রী ও তার সাথী মন্ত্রী ও নেতারাই তো এগুলো করছেন। গত আট বছরে কোটি কোটি টাকা তারা মন্ত্রীর চোখের সামনে দিয়ে লুটপাট করেছে। নামধারী জনগণের সরকার জনগণের স্বার্থে কিছু করেছেন কি? এগুলি যে স্রেফ বাগাড়ম্বর, তার প্রমাণ মিলেছে গত ২৮ ডিসেম্বর'০৪ টিএণ্ডটি মোবাইলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিনে। যা অশ্বডিম্ব বৈ কিছুই ছিল না। অতএব হে মন্ত্রী! প্রবীণ বয়সে অন্ততঃ সত্যব্রতী হৌন (স.স)]

কুতুবদিয়া সমুদ্র বন্দর চালু হ'লে আমদানী-রফতানীর সহায়ক হবে

কক্সবাজারের 'এলিফ্যান্ট পয়েন্ট' থেকে শুরু করে খুলনার 'হিরণ পয়েন্ট' পর্যন্ত কুতুবদিয়া চ্যানেল ছাড়া বিস্তীর্ণ বঙ্গোপসাগর উপকূলে কোথাও গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের উপযোগিতা নেই। সরকার এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে ইতিমধ্যেই কুতুবদিয়ায় গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একটি যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা এবং দেশবাসী মনে করেন। এতে আমদানী-রফতানী ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এবং মাত্র এক ঘন্টার ব্যবধানে মালামাল চট্টগ্রামে পৌছানো সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য যে, কুতুবদিয়া চ্যানেলের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২২,৮৬৩ মিটার এবং প্রস্থ ৩,৮১১ মিটার। কুতুবদিয়া চ্যানেল ও তার মোহনা প্রায় ২০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এ চ্যানেলের বর্তমান গড় গভীরতা প্রায় ৭ মিটার। একে ১০ মিটার হ'তে ১৫ মিটার পর্যন্ত গভীর করা হ'লে মহেশখালী হ'তে কুতুবদিয়া পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন করা যায় এবং কুতুবদিয়া চ্যানেলকে বন্দর ও পোতাশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব।

[চট্টগ্রাম ও মংলাকে সচল রেখে অন্যত্র নতুন সমুদ্র বন্দর চালু করুন। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদী ও শোষক রাষ্ট্রগুলির হিংস্র থাবা থেকে মুক্ত রাখার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে (স.স)]

ভারত ব্রহ্মপুত্রের পানি বিহারে নিতে চায়

বাংলাদেশকে চাপের মধ্যে রাখতে ভারত বাতিল হয়ে যাওয়া পরিকল্পনাগুলি নতুন করে সামনে আনছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাংলাদেশ যাতে ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ মহাপরিকল্পনা এবং ফারাক্কার ভয়াবহতা নিয়ে কোন কথা বলতে না পারে। তবে ভারতের এহেন পানি কূটনীতির বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পশ্চিমবঙ্গ, আসাম সহ অনেক অঞ্চলের অধিবাসীরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে। প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছেন নেপাল ও ভুটানের পানি বিশেষজ্ঞগণ।

ঢাকায় আন্তর্জাতিক পানি সম্মেলনে যোগ দিতে এসে নেপালের শান্তা বাহাদুর পং বলেন, নদী শাসনের নামে ভাটির দেশের অধিকার খর্ব করার অধিকার আন্তর্জাতিক রীতিনীতির পরিপন্থী। তিনি বলেন, নদী শাসনের নামে উজানের দেশগুলি শুধু ভাটির দেশগুলিকেই অর্থনৈতিক ও পরিবেশগতভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে না, নিজেদের সর্বনাশও ডেকে আনছে।

ভারতের জয়েতু বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, নদী শাসনের নামে ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে এখন নিজেরাও এর অশুভ প্রভাবের শিকার। কলকাতার হলুদিয়া বন্দরকে রক্ষা করতে ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এই বাঁধ কলকাতা বন্দরকে রক্ষা করতে পারেনি। এখন ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বন্দরের নাব্যতা ধরে রাখা হচ্ছে। আর বাঁধের কারণে গঙ্গা নদীতে এমনভাবে ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে- ভাঙ্গন এলাকা বাঁধের ৪ থেকে ৯ কিলোমিটারের মধ্যে চলে এসেছে। বাঁধের কাছেই দু'ধারে ফাটল দেখা দিয়েছে। আর ভাঙ্গনের কবলে পড়ে এ পর্যন্ত লক্ষাধিক মানুষ জমি-জমা ও বসতবাড়ী হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে। কার্যত ফারাক্কা বাঁধ কেন্দ্রীয় সরকারের পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি অপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত ছিল। এটি আজ প্রমাণিত হচ্ছে।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মহলকে প্রভাবিত করে ভারত ব্রহ্মপুত্র থেকে ৬০ হাযার কিউসেক পানি সরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব নতুন করে উত্থাপন করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, '৮০-এর দশকে একই ধরনের প্রস্তাব নিয়ে ভারতের সাথে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। বাংলাদেশের তীব্র আপত্তির মুখে ভারত এই প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেছিল। কানাডার পানি বিশেষজ্ঞ স্টিভ কালম্বির মাধ্যমে নতুন করে দেয়া এই প্রস্তাবনায় গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা বেসিনকে একত্রিত করে দেখানো হয়। প্রস্তাবনায় বলা হয়, ফারাক্কা, পাকশী, মাওয়া ব্যারেজ নির্মাণ করে মাওয়ার পানি পাকশীতে নিয়ে এবং পাকশীর পানি ফারাক্কায় ফেলে সেখান থেকে এই পানি বিহারে নেয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ বরাবরই ভারতকে জানিয়ে আসছে যে, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা বেসিনকে একত্রিত করে দেখানো যাবে না, মূলতঃ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা পৃথক তিনটি বেসিন। কারণ গঙ্গা হিমালয় থেকে উৎপত্তি হয়ে ১৫শ' কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। আর হিমালয়ের উত্তর ঢাল-মানস সরোবর থেকে উৎপত্তি হয়ে ব্রহ্মপুত্র অরুণাচল ও আসামের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। কাজেই এই তিনটি বেসিনকে ভারত কোনভাবেই একত্রিত করতে পারে না।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময়েও ভারত এরকম একটি অবাস্তব প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। ঐ প্রস্তাবনায় ভারত ব্রহ্মপুত্রের উজানে যোগিগোপা ব্যারেজ করতে চেয়েছিল। এই ব্যারেজ থেকে ২০০ মাইল লম্বা খালের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র থেকে ১ লাখ কিউসেক পানি নিয়ে ফারাক্কার উজানে গঙ্গায় ফেলার কথা বলা হয়েছিল। আধা মাইল চওড়া এই সংযোগ খালটির গভীরতা ধরা হয়েছিল ৩০ ফুট। ভারতের এহেন প্রস্তাবে তৎকালীন পানি বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, শুকনা মৌসুমে যেখানে ব্রহ্মপুত্রে ১ লাখ ৩০ হাযার কিউসেক পানি প্রবাহ থাকার কথা সেখান থেকে ১ লাখ কিউসেক পানি সরিয়ে নেওয়া হ'লে এই নদীর অবস্থা গঙ্গার চেয়েও ভয়াবহ হবে। এজন্যই জিয়াউর রহমান প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

[ভারত চিরদিনই শোষক চরিত্রের লোকদের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। অন্যের মঙ্গল চিন্তা ওদের মাথায় ঢোকে না। তাই শক্তভাবে ঐ শকুনগুলির মোকাবিলা করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই (স.স)]

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে অমীমাংসিত ও অব্যবহৃত জমি হাযার হাযার বিঘাঃ বিগত ৩৩ বছরেও চাষাবাদ হয়নি

বছরের পর বছর ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে হাযার হাযার বিঘার বিশাল ভূ-সম্পত্তি অব্যবহৃত ও অসীমাংসিত অবস্থায় পড়ে আছে। এই জমির ফায়ছালা করার কোন উদ্যোগ নেই। অব্যবহৃত জমি কেন ব্যবহার হচ্ছে না তাও খতিয়ে দেখার কেউ নেই। রাজস্ব অফিস ও সেটেলমেন্ট অফিস সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের সাতক্ষীরা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মেহেরপুর যেলা সীমান্তে অমীমাংসিত জমির সংখ্যা প্রায় আড়াই হাযার বিঘা। অব্যবহৃত জমির পরিমাণ আরো দেড় হাযার। মোট প্রায় ৪ হাযার বিঘা জমির আবাদ ও উৎপাদন থেকে সংশ্লিষ্টরা বঞ্চিত হচ্ছেন। বিপুল পরিমাণ ঐ ভূ-সম্পত্তিতে স্বাধীনতার পর থেকে গত ৩৩ বছর ধরে কোন চাষাবাদ হয়নি। কোথাও কোথাও সীমান্তের জমি ভারতীয়দের জবর দখলে রয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে বৈঠক হ'লেই অমীমাংসিত সীমানা চূড়ান্ত করার ব্যাপারে দু'দেশের ঐক্যমত হয়। গৎবাঁধা প্রচার চলে যে, অচিরেই সীমান্ত জরিপ চালিয়ে সীমান্ত নির্ধারণ করা হবে। কিন্তু বাস্তবে কখনোই বিষয়টি ফায়ছালা হয়নি। তাছাড়া যখন-তখন ভারতীয় বিএসএফ বন্দুকের নল উঁচিয়ে সীমান্তের নোম্যান্স ল্যাণ্ডের গা ঘেঁষা জমিতে, অভিন্ন নদ-নদীতে মাছ ধরা কিংবা গোসল করা সীমান্তবাসীদের লক্ষ্য করে তেড়ে আসা ও সীমান্তে ভারতীয় অপরাধীদের দাপাদাপিসহ নানা কারণে সীমান্তের বহু জমিতে চাষাবাদ হচ্ছে না। অথচ ওপার সীমান্তের এক ইঞ্চি জমিও ভারতীয়রা ফেলে রাখছে না। সেখানে পুরোদমে চাষাবাদ হচ্ছে।

[ভীরু সরকারের কাপুরুষতাই বাংলাদেশকে ভারতের করুণাভিখারী বানিয়েছে। অতএব হে সরকার! একটু সাহস দেখাও (স.স)]

ঠাকুরগাঁওয়ের পেঁয়াজ চাষে দেশের চাহিদা মেটানো সম্ভব

বাংলাদেশের বার্ষিক পেঁয়াজের চাহিদা মোট ৫ লাখ মেঃ টন। এই পরিমাণ পেঁয়াজ ঠাকুরগাঁও-এর ২০ হাযার হেক্টর জমিতে খরিপ ও রবি মওসুমে উৎপাদন করা সম্ভব বলে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে। ঠাকুরগাঁও সদর উপযেলার ১১নং মুহাম্মাদপুর ইউপির হরিনারায়ণপুর গ্রামের আদর্শ কৃষক যাকির হোসেন আরাজি পস্তুমপুর মৌজায় ১৫ শতক জমিতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ করে এর নযীর স্থাপন করেছেন। উপযেলা কৃষি কর্মকর্তা বেলায়েত হুসাইন ও ব্লক সুপারভাইজার বেলাল হুসাইনের অনুপ্রেরণায় এ সময় পেঁয়াজ চাষে তিনি উদ্বুদ্ধ হন। প্রতি শতাংশ জমিতে পেঁয়াজ উৎপাদিত হয় ৮০ কেজি। সে হিসাবে ২.৪৭ শতাংশ জমির হেক্টরপ্রতি উৎপাদন দাঁড়ায় ১৫ মেঃ টন ৭৬০ কেজি।

উল্লেখ্য, ঠাকুরগাঁও যেলার মাঝারি ধরনের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৬২ হাযার ৫শ' ৯৩ হেক্টর। তার মধ্যে শাকসবজি ও অন্যান্য ফসল করার জন্য ৪২ হাযার ৫শ' ৯৩ হেক্টর বাদ দিয়ে শুধু ২০ হাযার হেক্টর জমিতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ করা সম্ভব। এই বিভাগের হিসাব মতে সারা বছর খরিদ গ্রীষ্মকালীন মওসুমে ৩ লাখ ৮০ হাযার মেঃ টন ও স্বাভাবিক শীতকালীন রবি মওসুমে ২ লাখ ২০ হাযার মেঃ টন পেঁয়াজ উৎপাদন করা সম্ভব।

সূত্র মতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষের পর একই জমিতে উফশী জাতের ধান চাষ করা যাবে এবং শীতকালীন সময়ে বারি ২/৩ জাতের পেঁয়াজ চাষ করা সম্ভব। পেঁয়াজ চাষী জাকির হুসাইন জানান, পেঁয়াজ চাষ না করে উফশী জাতের ধান একই সময় এ এলাকায় প্রতি একরে ৪৫ মণ উৎপাদিত হয়। তার দাম ৩৫০ টাকা মণ হিসাবে ১৫ হাযার ৭ শ' ৫০ টাকা। খরচ হবে প্রায় ৫ হাযার টাকা। বাজারজাতসহ যাবতীয় খরচ বাদে ধান চাষ করে ১০ হাযার টাকা আয় করা সম্ভব। কিন্তু গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ১৫ শতাংশ জমিতে উৎপাদন করে প্রতি শতকে ৮০ কেজিরও বেশী পেঁয়াজ উৎপাদিত হয়েছে। প্রতি শতকের পেঁয়াজ স্থানীয় হিসাব মতে ২ মণ ধরে প্রতি একরে উৎপাদিত হবে প্রায় ২শ' মণ পেঁয়াজ। সেই সময় দুর্মূল্যের বাজারে পেঁয়াজ ২৫ ও ডাটা ৫ টাকা মোট ৩০ টাকা দর হিসাবে বিক্রি হয়ে থাকে, যার দাম হবে একরে প্রায় ২ লাখ ৪০ হাযার টাকা। অথচ প্রতি শতকে খরচ হয়েছে মাত্র ২৫০ টাকা। এক একর জমিতে খরচ হয়েছে প্রায় ২৫ হাযার টাকা।

[আল্লাহ রব্বীর মালিক, এ দৃঢ় বিশ্বাস বজায় রেখে তাঁর দেওয়া যমীনকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারলে ও দুর্নীতি দমন করতে পারলে এদেশে কোন অভাব দেখা দিতে পারে না। অথচ প্রতিবছর শতশত টন পেঁয়াজ সরকারীভাবে ও চোরাচালানের মাধ্যমে ভারত থেকে আমদানী করতে হচ্ছে। অতএব চাই দরদী ও কল্যাণমুখী প্রশাসন (স.স)]

স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত

গত ২১ নভেম্বর'০৪ বিচারপতি সুলতান হোসেন খানকে চেয়ারম্যান এবং প্রফেসর মনীরুযযামান মিঞা ও মনোয়ারুদ্দীন আহমাদকে সদস্য করে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই কমিশন গঠিত হওয়ার পর ব্যুরো বিলুপ্ত হয়ে যায়। দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রশাসনিক পদে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে, গত ৪৭ বছর ধরে একই প্রশাসন হিসাবে কাজ করে যাওয়া দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের বিভক্তি। বিভাগ দু'টি হচ্ছে প্রশাসন ও সংস্থাপন। কমিশনের কাজে গতিশীলতা আনতে এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ দু'টি পৃথক করা হয়েছে।

১৯৫৭ সালে দুর্নীতি দমন ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এর গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিভাগ প্রশাসন ও সংস্থাপন একই প্রশাসনিক অঙ্গ হিসাবে কাজ করে যাচ্ছিল। গত ১৪ ডিসেম্বর ব্যুরোর প্রশাসন ও সংস্থাপন বিভাগকে আলাদা করা হয়।

[আমরা সরকারের এই পদক্ষেপকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। আমরা চাই দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন। যাদের প্রধান কাজ হবে দুর্নীতি দমন ও সুনীতির লালন। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন! (স.স)]

দেশের ৫০ ভাগ মানুষ ভূমিহীন, অথচ ৯০ ভাগ খাস জমি দুর্বৃত্তদের দখলে

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এক সেমিনারে বলা হয়েছে, বর্তমানে দেশের প্রায় এক কোটি বিঘা খাস জমি ও জলাশয়ের ৯০ ভাগ দুর্বৃত্তদের দখলে। এরা রাষ্ট্র ও সরকারের ঘনিষ্ঠ সহচর। অথচ দেশের ৫০ ভাগ মানুষ ভূমিহীন। অপরদিকে মাত্র ৬.২ ভাগ পরিবার ৪০ ভাগ জমির মালিক। আর এ জমি নিয়ে দেশের ১২ কোটি মানুষ মামলার সাথে জড়িত। দেশের মোট মামলার ৭৫ ভাগই ভূমি সংক্রান্ত। যার সংখ্যা ২৫ লাখ। দ্বিতীয় একটি সেমিনারে বলা হয়েছে, জ্ঞানার্জনের নামে শিক্ষিত শ্রেণী বিপুল পরিমাণ সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। যা সামাজিক বৈষম্য বাড়িয়েছে, সাধারণ জনগণের উপর শিক্ষিত শ্রেণীর প্রভুত্ব বাড়িয়েছে। অপর এক সেমিনারে বলা হয়েছে যে, স্বাধীনতার ৩ দশক পরও আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিওদের প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে। এতে করে একদিকে যেমন অতিধনী লোকের সংখ্যা বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে ছিন্নমূল গরীব মানুষের সংখ্যা। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পঞ্চদশ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের তিনটি প্রবন্ধে এ সব কথা বলা হয়েছে।

রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে তিন দিনব্যাপী

সম্মেলনের শেষ দিনে গত ১০ ডিসেম্বর সকালে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অধ্যাপক আবুল বারাকাত বলেন, ভূমি মামলায় জড়িতরা বছরে ১২ হাযার ৫২০ কোটি টাকার সম্পদ হারান। ভূমি সংক্রান্ত মামলায় আর্থিক ব্যয় হয় ২৪ হাযার ৮৬০ কোটি টাকা। এর মাত্র এক শতাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়। তিনি বলেন, ভূমি মামলায় জাতীয় অপচয় এত বিশাল আকার ধারণ করেছে যে, এটি দেশের আর্থ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের প্রবণতাকেই তুলে ধরছে। ভূমি মামলায় পারিবারিক ও জাতীয় অপচয় রোধে তিনি ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার আদিম পদ্ধতি বাতিল করে ভূমি মালিকানার একক পদ্ধতির আওতায় সার্টিফিকেট প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা চালু করার সুফারিশ করেন।

[এ হিসাব অতীব ভয়ংকর। দলীয় গণতন্ত্রের এ দুর্ভাগা দেশে দলীয় সরকার কিভাবে তার দলীয় ক্যাডারদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করবে? মুখোশধারী এইসব ভদ্র ক্যাডারদের বিরুদ্ধে তো আর 'ক্রস-ফায়ার' পলিসি প্রয়োগ করা যাবে না। দলীয় রাজনীতি ও দলপোষণ নীতি পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত এসবের কোন প্রতিকার আছে বলে মনে হয় না। তাই দলের শাসন নয়, আল্লাহ্‌র শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্‌র বান্দাদের বুক বেঁধে দাঁড়াতে হবে (স.স)]

টিএণ্ডটির মোবাইল ফোন উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত ২৮ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দীন আহমাদের সঙ্গে কথা বলে বহু প্রতীক্ষিত টিএণ্ডটি মোবাইল ফোন সার্ভিস উদ্বোধন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এ উপলক্ষ্যে বিটিটিবি কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান এবং উপস্থিত কর্মকর্তাদের সেল ফোন গ্রাহকদের জন্য মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিত ও মুক্তবাজার প্রতিযোগিতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কম দামে সীম ও কম কলচার্জে এই ফোন দ্রুততার সাথে সরবরাহের নির্দেশ দেন।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় খাতে প্রথমবারের মতো দেয়া সেল ফোন সার্ভিস হিসাবে নতুন এই সেল ফোনগুলিতে বেসরকারী কোম্পানীগুলির দেয়া বিদ্যমান সকল সুযোগ-সুবিধাসহ অন্য সকল মোবাইল ফোন, ফিক্সড ফোন, এনডব্লিউডি এবং আইএসডি আউট গোয়িং সুবিধা থাকবে। বাড়তি সুবিধা হিসাবে এই সেল ফোনে কোন ইনকামিং চার্জ থাকবে না।

বাংলাদেশ টেলিফোন এণ্ড টেলিগ্রাফ বোর্ড (বিটিটিবি) প্রাথমিকভাবে জিএসএম প্রযুক্তির আড়াই লাখ সেল ফোনসহ সর্বমোট ১০ লাখ সেল ফোনের সংযোগ দেবে। আগামী মার্চ মাস থেকে এই সেল ফোন বাজারে আসবে।

কুরবানী সামনে রেখে বিষাক্ত ভারতীয় গরু আসছেঃ ৬০ দিনের মধ্যে মারা যাবে

মোটা তাজাকরণের নামে বিষাক্ত ওষুধ সেবনকৃত ভারতীয় গরু সারা দেশ সয়লাব হয়ে গেছে। গত ১ মাস থেকে স্থলপথে গরু ট্রাক, নদীপথ গরুর ট্রলার ও নৌকায় বোঝাই করে আনা হচ্ছে। নদীপথে আসা গরু সরকারী শুল্ক ফাঁকি দিয়েও স্ব-স্ব যেলা সীমানায় পুলিশ, রাজনৈতিক নেতারাই বখরা নিয়ে ছাড়ছে। আর সরকার বঞ্চিত হচ্ছে প্রচুর রাজস্ব থেকে। অন্যদিকে মোটাতাজাকরণের নামে বিষাক্ত ওষুধ ও সার, মদ, সেবনকৃত ভারতীয় গরুর গোশত খেলে ক্যান্সার, গ্যাস্টিক আলসার, পেটে, গলায় ও মুখে ঘা হৃদরোগ, খাদ্যনালী শুকানো ও মানুষের শরীরে চর্বি জমানো রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশংকা প্রকাশ করেন ক'জন পশু চিকিৎসক। ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দাম কম ও মোটাতাজা করার জন্য এ ওষুধ, সার, মদ সেবন করানো হচ্ছে বলে গরু ব্যবসায়ীরা জানান। তবে মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হবে এটা তারা জানে না বলে জানান। তারা বলেন, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এটা বলেছে, ৬০ দিনের মধ্যে বিক্রি বা যবাই না হ'লে গরু মারা যাবে। তাদের এ কথায় বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরা সন্দেহ করলেও দেশী গরুর চেয়েও লাভ ভাল হচ্ছে এটাই তাদের মুখ্য বিষয়।

বিদেশ

তদন্ত কমিশন রিপোর্ট

থাই মুসলমানদের হত্যার জন্য সরকারী কর্মকর্তারা দায়ী

থাইল্যাণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে মুসলিম গণহত্যার জন্য সে দেশের সরকারী কর্মকর্তারাই দায়ী। থাইল্যাণ্ডের মুসলিম প্রধান একটি এলাকায় বিক্ষোভরত ৮০ জনেরও বেশী মুসলমান হত্যার জন্য তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে থাই কর্মকর্তাদের দায়ী করা হয়েছে। তবে রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে কাউকে চিহ্নিত করা হয়নি এবং কারো নাম ও পদবী প্রকাশ করা হয়নি। গত ২৫ অক্টোবরের এই মর্মান্তিক ঘটনার পর দেশ-বিদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং প্রতিবাদ বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। এরপর সরকার একটি তদন্ত কমিশন করে ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দেয়। উক্ত তদন্ত কমিশনের প্রধান পিচেত সুলতর্নপিপিত গত ১৭ ডিসেম্বর থাই প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রার কাছে তার রিপোর্ট পেশ করেন।

উল্লেখ্য, গত ২৫ অক্টোবর নারাথিওয়াত প্রদেশে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে থাই পুলিশের গুলিতে ৬ জন এবং পরে আটক অবস্থায় পুলিশী নির্যাতনে আরো ৮১ জন মুসলমান মারা যায়। পুলিশের গাড়ীতে গাদাগাদি করে নেয়ার দরুণ তারা শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায়।

[বৌদ্ধ রাষ্ট্র থাইল্যাণ্ডের অহিংস নীতির অনুসারী সরকারের মর্মান্তিক হিংসার শিকার ৮১ জন মুসলিম যুবককে ট্রাকে তুলে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হ'ল। একথা সর্বত্র প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও এ যাবত অপরাধী পুলিশদের কোন বিচার হয়নি। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কোন এজেন্টরাও থাই সরকারের উপরে কোনপ্রকার চাপ সৃষ্টি করেনি। যে রিপোর্ট এলো তাও অপরাধীদের বাঁচিয়ে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের করণীয় মুসলমানদেরই নির্ধারণ করা ছাড়া উপায় কি? (স.স)]

ব্রিটেনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্য বাড়ছে

ব্রিটিশ মুসলমানরা ব্যাপকহারে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলা হবার পর থেকেই এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। একটি ইসলামী গ্রুপ পরিচালিত পর্যালোচনায় এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। 'ইসলামী মানবাধিকার কমিশন' (আইএইচআরসি) নামের উক্ত সংগঠন গত ১৬ ডিসেম্বর জানায়, পর্যালোচনায় অংশগ্রহণকারী প্রতি ৫জন মুসলমানের মধ্যে ৪জনই বৈষম্যের শিকার। ২০০০ সালে এ জাতীয় অপর এক জরিপে অংশগ্রহণকারী ৪৫ শতাংশ লোক বলেছিলেন যে, তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

'মুসলমানদের বিভাজনকারী সামাজিক বৈষম্য' শীর্ষক এই পর্যালোচনায় ১২শ' মুসলমান ব্রিটিশ নাগরিক অংশগ্রহণ করেন। পৃথকভাবে তাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে বিভিন্ন ঘটনা পর্যালোচনা করা হয়। 'আইএইচআরসি'র এক মুখপাত্র আরজু মেরালি জানান, এটি সরকারের জন্য একটি সতর্কতা। সরকারের উচিত এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তিনি বলেন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্য সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বর্তমানে এই বিষয়টিকে স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই গ্রহণ করা হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এটি সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

[স্রেফ দুনিয়া কামাইয়ের জন্য সেদেশের যুগ যুগ ধরে যেসব মুসলমান

বসবাস করছেন, তারা বৃটিশ আইন মেনে চলা সত্ত্বেও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। ইহুদী-নাছারা কখনো মুসলানকে আপন ভাবে না। তবুও অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য শক্ত ভূমিকা গ্রহণের প্রতি মুসলিম কম্যুনিটির প্রতি আহ্বান জানাই (স.স)]

ফ্রান্সে বিশ্বের উচ্চতম সেতুর উদ্বোধন

ফরাসী প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক গত ১৪ ডিসেম্বর সেদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মিলাওয়ে বিশ্বের উচ্চতম সেতু উদ্বোধন করেন। মোটর চালকরা টার্ন নদীর উপত্যকার ২৭০ মিটার উপর দিয়ে এই সেতু দিয়ে চলাচল করতে পারবে। বৃটিশ স্থাপত্যবিদ নরম্যান ফষ্টারসহ ১ হাযার আমন্ত্রিত অতিথির উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট শিরাক একটি ফলক উন্মোচন করেন। সেতুটির ৭টি পিলারের প্রত্যেকটি ভূমিস্তর থেকে ৩৪৩ মিটার উঁচু হবে।

ভারত, ইকুয়েডর, আর্জেন্টিনা ও পেরু শীর্ষ রাজনৈতিক দুর্নীতির দেশ

ভারত, ইকুয়েডর, আর্জেন্টিনা ও পেরু বিশ্বের শীর্ষ রাজনৈতিক দুর্নীতির দেশ। আর্জেন্টিনা, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও ইউক্রেনের জনগণের মতে সংসদই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সংস্থা। তবে জনগণ সবচেয়ে বেশী দুর্নীতির শিকার রাজনৈতিক দলের দ্বারা। পুলিশ ও বিচার বিভাগের স্থান হচ্ছে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ। অন্যান্য দুর্নীতিগ্রস্ত খাতগুলি হচ্ছে কর ও রাজস্ব, বেসরকারী খাত অর্থাৎ ব্যবসা, কাষ্টমস, গণমাধ্যম, মেডিকেল সার্ভিস, শিক্ষা, রেজিষ্ট্রি ও পারমিট সার্ভিসেস, ইউটিলিটিস, মিলিটারী, এনজিও এবং ধর্মীয় সংস্থা।

'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' (Ti) পরিচালিত দ্বিতীয়বারের মত বিশ্ব দুর্নীতির ব্যারোমিটার জরিপে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বের ৬২টি দেশের উপর এই জনমত জরিপ পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ এই জরিপে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। গত ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবসে প্যারিস এবং বার্লিন থেকে এই জরিপ প্রকাশ করা হয়।

[বাংলাদেশ এই জরিপে স্থান পেলে হয়ত শীর্ষ স্থান অধিকার করত (স.স)]

বিশ্বে ১৪০ কোটি লোকের আয় দৈনিক ২ ডলারের কম

বিশ্বে কর্মজীবী মানুষের প্রায় অর্ধেক দৈনিক ২ ডলারের কম ও অপর ৫০ কোটি লোক এক ডলারের কম আয় করে। জাতিসংঘের অধীনে 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা' (আইএলও)-এর পক্ষ থেকে একথা জানানো হয়।

'আইএলও' প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্বে মোট ২শ' ৮০ কোটি মানুষ কর্মজীবী। এর ১শ' ৪০ কোটি লোক প্রতিদিন ২ ডলারের কম উপার্জন করে। রিপোর্টে বলা হয়, জাতিসংঘের ২০১৫ সাল নাগাদ বিশ্বে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জনে পরিচ্ছন্ন বিশ্ব ও উন্নত কর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিদিন ২ ডলারের কম আয় করে এ সংখ্যা ২০০৩ সালে ছিল ৪৯ দশমিক ৭ শতাংশ ও ১৯৯০ সালে ছিল ৫৭ দশমিক ২ শতাংশ এবং ২০১৫ সালে তা প্রায় ৪০ শতাংশে দাঁড়াতে পারে।

[বিশ্বমানবতাকে বাঁচাতে হ'লে অনতিবিলম্বে ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়ন করুন। পুঁজিবাদী নীতি অনুসরণ করে কখনোই দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব নয়। মুসলিম দেশগুলির নেতাদের কি হুঁশ ফিরবে না? (স.স)]

ইউশেঙ্কো ইউক্রেনের নয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

ইউক্রেনের তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিরোধী নেতা ভিকতর ইউশেঙ্কো বিজয়ী হয়েছেন। ৫৩ দশমিক ৫৩ শতাংশ ভোট পেয়ে তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভিকতর ইয়ানুকোভিচকে পরাজিত করেন। ইয়ানুকোভিচ ৪২ দশমিক ৬৯ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। গত ২৭ ডিসেম্বর ইউশেঙ্কোকে বিজয়ী ঘোষণার পর তার হাযার হাযার সমর্থক বলেন, তারা দেশে নতুন এক রাজনৈতিক যুগের সূচনা করেছেন।

ইয়ানুকোভিচ এই নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, নির্বাচনের এই ফলাফল আমি কখনো মেনে নিতে পারি না। কারণ আমাদের দেশে সংবিধান ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাচনে পরিকল্পিতভাবে ব্যাপক কারচুপি করা হয়েছে। তিনি নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করবেন। তিনি বলেন, তার সমর্থকরা প্রায় ৫ হাযার অনিয়মের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে। তবে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে মত দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ২১ নভেম্বরে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইয়ানুকোভিচ বিজয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু ইউশেঙ্কো ঐ নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ আনেন। পরবর্তীতে সুপ্রীম কোর্ট উক্ত ফলাফল বাতিল ঘোষণা করে নতুন করে নির্বাচন আয়োজনের রায় দেয়।

[ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ ইউক্রেনকে কার্যতঃ দখলে রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থিত বিরোধী নেতা নির্বাচনে জিতেছেন এবং রাশিয়া সমর্থিত প্রার্থী হেরেছেন। সমাজতন্ত্রের কঠোর শাসন যদিও কাম্য নয়, তথাপি তখন রাশিয়া বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু আজ পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের বোঝা বৃহৎ এই দেশটিকে ১৬ টুকরায় ভেঙ্গে দিয়েছে। অতঃপর এখন মার্কিনীরা একে একে ঘাড় মটকাচ্ছে ও রক্ত শোষণ করছে। অতএব অতি গণতন্ত্রীরা হুঁশিয়ার হও (স.স)]

সুনামিঃ শতাব্দীর ক্বিয়ামত

আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ভারত মহাসাগর থেকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সমুদ্র তলে গত ২৬ ডিসেম্বর ভোরে বাংলাদেশ সময় সকাল ৭-১০ মিনিটে মাত্র চার সেকেণ্ড স্থায়ী 'সুনামি' নামী এক ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানায় এবং ২০ থেকে ৩৩ ফুট উঁচু ঘন্টায় ৮শ' কিঃমিঃ গতিবেগ সম্পন্ন সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বয়ে যাওয়ায় সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী প্রায় ২ লক্ষাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অগণিত। গৃহহীন হয়ে পড়েছে কত মানুষ তার ইয়ত্তা নেই। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ধ্বংস হয়ে গেছে মানুষের সাজানো ঘরবাড়ী, শহর। ভেসে গেছে গাছপালা, মাছ, বন্যপশু আরো কত কি! লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে শহর-বন্দর সবকিছু।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের পশ্চিমে ভারত মহাসাগরের ৪০ কিলোমিটার গভীর তলদেশ। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৮ দশমিক ৯। বিশেষজ্ঞদের মতে, গত ৪০ বছরে এমন প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প হয়নি এবং ১৯০০ সালের পর এটা পঞ্চম বৃহত্তম ভূমিকম্প, যা এশিয়ার দেশগুলির পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বকেও আন্দোলিত করেছে। এ ভূমিকম্পের তীব্রতা এতই বেশী ছিল যে, ভূমিকম্প কেন্দ্রের ৪ হাযার ৮শ' কিলোমিটার দূরের আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার উপকূলে আঘাত হানে। সমুদ্রের তলদেশ থেকে হাযার কিলোমিটার পর্যন্ত ব্যাপ্তি ছিল এই

ভূমিকম্পের। কোনো কোনো দেশের উপকূলে ভূমিকম্পের প্রভাবে সৃষ্ট ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল ২০ থেকে ৩৩ ফুট পর্যন্ত।

এ প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, মালদ্বীপ, ভারত, থাইল্যাণ্ড, সোমালিয়া, মিয়ানমার, তাঞ্জানিয়া, কেনিয়া প্রভৃতি দেশে আঘাত হানে। তবে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়ার প্রাদেশিক রাজধানী বান্দা আচেহ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

সুনামি কি?

এ ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাসের নাম 'সুনামী' (Tsunami)। এটি জাপানী শব্দ। সাগরের তলদেশে ভয়ংকর ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট সামুদ্রিক পানির অতি উচ্চ স্ফীতি ও বিধ্বংসী জলোচ্ছ্বাস বুঝাতে 'সুনামী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

ইন্দোনেশিয়া সরকার বলেছে, সে দেশে সুনামীতে মৃতের সংখ্যা ১ লাখ ছাড়িয়ে যাবে। এতে অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লাখ কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাঃ

বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবী বেশ কয়েকটি টেকটনিক প্লেট-এ বিভক্ত। এই প্লেটগুলি সবসময় নড়াচড়া করছে। ভারত-বার্মা প্লেট-এর যে নড়াচড়া হয়েছে তাতে এই ভূমিকম্প হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আরো বলছেন, যেসব প্লেট নিয়ে পৃথিবী গঠিত, সেগুলি একের পর এক সংঘর্ষ বাধিয়ে যাচ্ছে অহরহ। এই সংঘর্ষের ফলে শক্তি সঞ্চয় হয় ভূ-অভ্যন্তরে। সেই শক্তি সঞ্চিত হ'তে হ'তে এমন পর্যায়ে চলে যায়, যখন এটা আর পৃথিবীর অভ্যন্তরে ধরে রাখা যায় না। তখন পৃথিবীর যে অংশে ফাটল পাওয়া যায়, সেখান দিয়ে এই শক্তির উদগীরণ হয়। এটা ভূমির উপরেও হ'তে পারে, সমুদ্রের তলদেশেও হ'তে পারে। সমুদ্রের তলদেশে এই উদগীরণ ঘটলে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদরা বলেন, ধরুন, একটি গামলায় পানি রেখে গামলাটির মাঝখানটা দুমড়ে দিন, তাতে করে একটা কম্পন সৃষ্টি হবে। এর ফলে পানি ঢেউ সৃষ্টি হবে এবং এই ঢেউ প্রবলতর হয়ে গামলার কিনারা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

পৃথিবী ১ ইঞ্চি কাত হয়ে গেছেঃ

বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভারত মহাসাগরের তলদেশে ৯ মাত্রার প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন ভূমিকম্পের ফলে পৃথিবী ১ ইঞ্চি কাত হয়ে গেছে এবং সাগরের তলদেশে বিশাল এলাকা জুড়ে ভূপৃষ্ঠে ফাটল দেখা দিয়েছে। ফাটল দেখার কারণে ভবিষ্যতে ছোটখাট ভূমিকম্প ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে বড় ধরনের ক্ষতি হ'তে পারে বলে অনেকে আশংকা প্রকাশ করছেন।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা বলেন, এই ভূমিকম্পের ফলে পৃথিবীর আবর্তন স্থায়ীভাবেই ত্বরান্বিত হয়েছে। দিনগুলি ১ সেকেণ্ডের কিছু কম ছোট হয়ে গেছে। পৃথিবী তার অক্ষপথে নড়েচড়ে বা স্খলিত হয়ে গেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার নাসার জেট প্রেপোলশন গবেষণাগারের ভূতত্ত্ববিদ রিচার্ড গ্রস বলেন, ভূকম্পনকালে পৃথিবীর ভূ-স্তর কেন্দ্রের দিকে সরে গেছে। ফলে পৃথিবী ৩ মাইক্রো সেকেণ্ড বা এক সেকেণ্ডের এক লক্ষ ভাগ এগিয়ে গেছে। অক্ষপথে প্রায় এক ইঞ্চি (আড়াই সেন্টিমিটার) কাত হয়ে গেছে।

রাখে আল্লাহ মারে কে!

(১) দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিধ্বংসী ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে অগণিত মানুষের মৃত্যু হ'লেও অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে মালয়েশিয়ার একটি শিশু। উত্তরাঞ্চলীয় পেনাং-এর একজন হোটেল মালিকের মাত্র ২০ দিনের শিশু কন্যাটিকে একটি রুমের ভিতর শুইয়ে রেখে ২৬ ডিসেম্বর ভোরে তার বাবা ও মা পাশের ঘরে প্রাত্যহিক কাজকর্ম সম্পন্ন করছিল। ঠিক এমন সময় ভূমিকম্পের প্রভাবে সৃষ্ট সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এসে উপকূলীয় এই পর্যটন কেন্দ্রটিতে আঘাত হানলে ঐ হোটেলটিসহ সব ঘরবাড়ী পানির তোড়ে ভেসে যায়।

শিশুটি তখন রুমের ভিতর জাজিম বিছানো একটি খাটের উপর অঘোর ঘুমাচ্ছিল। পানির প্রবল স্রোত ঘুমন্ত শিশুটিকে জাজিমসহ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তার মা-বাবা এর আগেই পানিতে হাবু-ডুবু খাচ্ছিল। তারা দু'জনেই সাঁতরে আসতে থাকেন তাদের বিধ্বস্ত হোটেলটির কাছে। ভবনটির কাছে এসেই প্রায় ৬ ফুট পানিতে ভাসমান জাজিমের উপর শায়িত অবস্থায় শিশুটিকে দেখে তারা কাছে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বিধ্বস্ত হোটেলের ছাদে আশ্রয় নেন। শিশুটি ঐ সময় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদছিল। শিশুটিকে জীবিত অবস্থায় পেয়ে তার মা-বাবা আনন্দে বলে উঠল, 'আল্লাহ বাঁচিয়েছেন, তাই ও জীবিত'।

(২) **আট দিন পর সাগর বক্ষ থেকে জীবিত উদ্ধারঃ** প্রলয়ঙ্করী এই সুনামি আঘাত হানার পর এক ইন্দোনেশীয় ভারত মহাসাগরের বুকে একটা গাছের উপর ৮দিন ভাসমান অবস্থায় বেঁচে ছিলেন। ভাসমান এই গাছের পাশ দিয়ে একটি জাহায যাওয়ার সময় লোকটি তাদের নযরে আসে এবং তাকে উদ্ধার করে। ২৩ বছর বয়স্ক এই লোকটির নাম রিজাল শাহপুত্রা। তিনি ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশের একটি মসজিদের খাদেম। তিনি জানান, ঘটনার সময় তিনি মসজিদ পরিষ্কারের কাজ করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ সর্বনাশা সুনামি এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তার গ্রামের সবকিছুই ভেসে গেছে। তার পরিবারেরও সকলে ভেসে গেছে।

(৩) এর আগে গত ৩১ ডিসেম্বর শুক্রবার আরেকটি মাছ ধরা বোট ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশের ২৩ বছরের এক ভাসমান মহিলাকে উদ্ধার করে। তিনি একটি পাম গাছের উপর ভর করে ভাসমান অবস্থায় ৫ দিন বেঁচে ছিলেন।

(৪) অনুরূপভাবে ১৩ দিন পরে আরেকটি তরুণকে সাগরে বুকে ভেলার উপরে ভাসমান অবস্থায় একটি মালবাহী জাহায উদ্ধার করে।

[হে মানুষ! তোমার শক্তির দম্ভ কতটুকু? আল্লাহ্‌র হুকুম 'কুন' 'হও' ব্যস হয়ে যায়। সৃষ্টি ও লয় সবই তাঁর এখতিয়ারে। অতএব, অন্যায়-অপকর্ম থেকে তওবা কর। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র অনুগত হও (স.স)]

মুসলিম জাহান

দ্রুত বর্ধিষ্ণু ইসলামী ব্যাংক দিক-নির্দেশনা পাচ্ছে না

বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং শিল্প দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও গুটিকয়েক নিয়ন্ত্রক সংস্থা ছাড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে এই ব্যাংকিং কার্যক্রম আশানুরূপ সহায়তা পাচ্ছে না। এই অভিযোগ উত্থাপন করে গত ১৬ ডিসেম্বর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকারগণ মানামায় বলেছেন, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, সূদান ও ইরান ছাড়া অন্য ইসলামী দেশগুলির কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের দেশে পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকগুলির সমস্যা মোকাবেলায় যথেষ্ট সহায়তা দিচ্ছে না। শামিল ব্যাংকের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা আল-মরতান বলেছেন, ইসলামী দেশগুলির কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে ইসলামী ব্যাংকের সমস্যাগুলি অনুধাবন করতে হবে এবং সমস্যা চিহ্নিত করার পর তা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থাও নিতে হবে। ইসলামী ব্যাংকগুলির তহবিলে অন্তত ৩০ হাযার কোটি ডলার মূলধন রয়েছে। বিপুল পরিমাণের এই অর্থ বিনিয়োগের উপায় নির্ধারণেও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলি সহায়তার হাত বাড়াতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম বছরে অন্তত ১৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিপুল সম্ভাবনাময় ব্যাংকিং খাত ১৯৭৫ সালে প্রথম চালু করা হয় দুবাইতে। এরপর থেকে তা দুনিয়া জুড়ে সম্প্রসারিত হ'তে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংকগুলির নিজস্ব বাজারের সীমাবদ্ধতার কারণে এই ব্যাংকগুলির ব্যাপক পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের বাইরে অলস অর্থ হিসাবে থেকে যাচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলি কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারে। বাহরাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্ণর শেখ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খালীফা বলেছেন, পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ জনশক্তির অভাবই হচ্ছে ক্রমবর্ধমান ইসলামী ব্যাংক শিল্পের প্রধান সমস্যা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি তাদের এই সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা নিতে পারে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে বিশ্বে দুই শতাধিক ইসলামী ব্যাংক এবং অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী অর্থ-বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সূদান ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে বাহরাইন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

[ইসলামী ব্যাংক ও সূদী ব্যাংকের মধ্যকার বাস্তব পার্থক্য আজও ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত জনগণের নিকটে পরিষ্কার নয়। একটি ধর্মীয় আবেগ এখানে প্রধানতঃ কাজ করছে বলা চলে। ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক বৃন্দকে তাই বাস্তবমুখী নির্দেশনা জনগণের সামনে পেশ করার আহ্বান জানাই। সাথে সাথে পুরা ব্যাংকব্যবস্থাকে সূদমুক্ত করার আহ্বান জানাই (স.স)]

সাদ্দাম সরকারের সদস্যদের গোপন বিচার প্রক্রিয়া শুরু

ইরাকী নেতা সাদ্দাম হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে তাঁবেদার সরকার গোপন বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। মানবাধিকার গোষ্ঠীসমূহ ও আইনজীবীগণ এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন, গোপন বিচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ফলে ন্যায়বিচার প্রাপ্তি সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আইনজীবীগণ বলছেন, তাঁবেদার প্রধানমন্ত্রী আইয়াদ আলাবি হঠাৎ করে সাদ্দাম সরকারের অনেক সদস্যের বিচারের প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা দিয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। গত ১৮ ডিসেম্বর বিনা নোটিশে ঘোষণা করা হয়, দু'জন শীর্ষ নেতার জেরা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এদের একজন হ'লেন আলী হাসান আল-মজীদ ওরফে 'কেমিকেল আলী' ও অপরজন হচ্ছেন সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল সুলতান হাশিম আহমাদ। তদন্তকারী জজ রা'দ আল-জুহি তাদের মামলার প্রাথমিক শুনানি শুরু করেছেন।

৩০ জানুয়ারী ২০০৫-এর নির্বাচনের আগে বিচার করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে পর্যবেক্ষকগণ নানা অভিযোগ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী আলাবি শী'আদের মধ্যে তার অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য এ কাজ করছেন, এরকম অভিযোগ অনেকেই করছেন। সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী তারেক আযীযের আইনজীবী বাদি ইযযত আরেফ বলেন, বিচার প্রক্রিয়ায় কোন স্বচ্ছতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাদের প্রত্যেকটি কার্যক্রমই রহস্যজনক। নির্বাচনের কারণে বিচারকগণ নির্বাহী কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে চাপের সম্মুখীন হচ্ছেন।

[বিচারের নামে এসব প্রহসন বন্ধ করুন! গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবীদারগণ সাদ্দাম ও তার সাথীদের ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষা করুন, কয়জন ইরাকী দখলদার মার্কিনী ও তাদের দালালদের সমর্থন করে (স.স)]

পাকিস্তান ইসলামী বণ্ড চালু করছে

পাকিস্তান আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ)-এর ছত্রছায়া থেকে বের হয়ে আসার লক্ষ্যে নিজেদের একটি ইসলামী বণ্ড চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ বছরের শুরুর দিকে এই বন্ডটি বাজারে ছাড়া হবে। এই বণ্ড ইসলামী বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে বলে তারা মনে করছেন। এক দশক ধরে চলমান অর্থনৈতিক সংকটের পর পাকিস্তানের অর্থনীতি বর্তমানে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শওকত আযীযের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সালমান শাহ্ জানান, আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য নিরসন। উল্লেখ্য, 'আইএমএফ' তহবিল থেকে পাকিস্তানের ১৩শ' কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পাকিস্তান ২০০১ সালে 'আইএমএফ'-এ যোগ দেয়। তবে ২৬ কোটি ডলারের শেষ কিস্তির ঋণ তারা গ্রহণ করেনি। তারা জানিয়েছে, বর্তমান প্রকল্পের আওতায় তারা অগ্রসর হ'তে আগ্রহী নয়। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে বৈপ্লবিক পরিবর্তনই পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। ৩ বছর আগে তাদের রিজার্ভ ছিল মাত্র ৩শ' ২০ কোটি ডলার। যেখানে বর্তমানে রিজার্ভের পরিমাণ ১ হাযার ২শ' ৩০ কোটি ডলার। যদিও দেশটির অর্থনীতি এখনো শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে পারেনি। গত ১৫ বছরে দেশটিতে দারিদ্র্যের হার বেড়েছে ২০ শতাংশ থেকে ৩৩ শতাংশ। বেকারত্বের হারও বেড়েছে প্রায় একই গতিতে। তবে নতুন বণ্ডটি ছাড়া হ'লে তা দেশটির সংকট নিরসনে সহায়ক হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

[বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির চেয়ে দেশের বেকারত্ব দূর করা অধিক যরূরী। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ। পাকিস্তানীরা তাঁর কাছ থেকে অবশ্যই বড় কিছু আশা করে। আমরা আশা করি তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তান ইসলামী অর্থনীতির মডেল রাষ্ট্রে পরিণত হৌক (স.স)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

আকাশ নীল দেখায় কেন

সূর্যের সাদা আলো বিচ্ছুরিত হ'লে সাতটি বর্ণে বিশ্লিষ্ট হয়। এ বর্ণগুলি হ'ল বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। বর্ণালী হ'তে দেখা যায় যে, লাল আলোর বিক্ষেপণ সবচেয়ে কম এবং বেগুনী আলোর বিক্ষেপণ সবচেয়ে বেশী। প্রকৃত অর্থে যে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম সে আলোর বিক্ষেপণ সবচেয়ে বেশী। সূর্যরশ্মি বায়ুমণ্ডলে সূক্ষ্ম ধূলিকণা এবং বিভিন্ন গ্যাস অণুতে বিশ্লিষ্ট হয়। এক্ষেত্রে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বেগুনী, নীল ও আসমানী আলোর বিক্ষেপণ অধিক হয়। নীল আলোর বিচ্যুতি লাল এবং বেগুনী আলোর বিচ্যুতির মাঝামাঝি বলে নীল আলো মধ্যরশ্মি হিসাবে আপতিত হয় এবং আকাশে নীল আলোর প্রাচুর্য ঘটে। এসব কারণে আকাশ নীল রংয়ের দেখা যায়।

শনির আলো পৃথিবীর চেয়ে ১০ লাখ গুণ বেশী শক্তিশালী

'নাসা'র মহাকাশ যান ক্যাসিনি থেকে পাওয়া নতুন উপাত্ত থেকে জানা গেছে, শনি গ্রহের আলো পৃথিবীর আলোর চেয়ে ১০ লাখ গুণ বেশী শক্তিশালী। পৃথিবীর আলো সাধারণত ১০০ মিলিয়ন থেকে ১ বিলিয়ন ভোল্টের হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, বৃত্তাকার শনি গ্রহের আলো এর (পৃথিবীর) চেয়েও বেশী শক্তিশালী। রেডিও সিগন্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীর আলোর সঙ্গে শনির আলোর পার্থক্য নির্ণয় করে বিজ্ঞানীরা বলেন, শনিতে যদি কোন বজ্রপাত হয়, তাহ'লে যে ব্যক্তির ওপর এটি পড়বে তাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে।

মোবাইল ফোনের বিচ্ছুরিত বেতার তরঙ্গ ক্ষতিকর

ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারকালে মোবাইল থেকে যে বেতার তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়, তা মানব শরীরের কোষ এবং ডিএনএ-কে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে সম্প্রতি পরিচালিত এক গবেষণায় এ ফলাফল পাওয়া গেছে। গবেষকরা গত ২০ ডিসেম্বর একথা জানান।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাতটি দেশের ১২টি গবেষক দল 'রিফলেক্স' নামের এ সমীক্ষাটি পরিচালনা করে। এ সমীক্ষাটি প্রমাণ করতে পারেনি যে, মোবাইল ফোন স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এর উপসংহারে বলা হয়, ল্যাবরেটরির বাইরে মোবাইল ফোনের বেতার তরঙ্গ ক্ষতিকর কি-না তা জানার জন্য আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বাৎসরিক ১০০ বিলিয়ন ডলারের মোবাইল ফোন শিল্প জোর গলায় বলেছে, এমন কোন তথ্য প্রমাণ নেই যে, মোবাইল ফোনের তড়িৎচুম্বকীয় বিচ্ছুরণ ক্ষতিকর।

[আগেই যাচাই-বাছাই না করে এইসব ফোন যেসব সরকার বাজারে ছাড়ার অনুমতি দিয়েছে, তারা ঘুষখোর ও জনগণের শত্রু। অনতিবিলম্বে এ বিষয়ে সঠিক তথ্য জনগণের জানানো আবশ্যক। কেননা মোবাইল ফোন বর্তমান পৃথিবীর সর্বাধিক ব্যবহৃত বস্তু। আমাদের সরকারের মন্ত্রীগণ কি বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাবেন? নাকি নগদ চাকতির বিচ্ছুরণ তাদের সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছে? (স.স)]

চলার পথে সুগন্ধী ও সাইনপোষ্ট ব্যবহার করে পিঁপড়া

পিঁপড়ারা তাদের নিজস্ব বাসস্থানে ফেরা আর অজানা গন্তব্যের পথ খুঁজতে ক্ষুদ্র সুগন্ধী নির্দেশক চিহ্ন এবং কৌনিক সাইনপোষ্ট ব্যবহার করে। গত ১৬ ডিসেম্বর ব্রিটিশ বিজ্ঞান সাপ্তাহিক 'ন্যাচার' পত্রিকায় প্রকাশিত পর্যালোচনায় একথা বলা হয়। শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ফেরাউনের পিঁপড়ারাশির (মনোমরিয়াম ফারাউনিস) রেখে যাওয়া অনুসন্ধানী পথচিহ্নের প্রতি লক্ষ্য করেছেন। কর্মী পিঁপড়ারা তাদের চলার পথে পথচিহ্ন হিসাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুগন্ধী ব্যবহার করে। এই গন্ধ অনুসরণ করেই তাদের পরবর্তী দল অগ্রসর হয়। এভাবেই তারা খাদ্যের নতুন নতুন উৎসের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

সুগন্ধী ছাড়াও তারা ৬০ ডিগ্রী কোণ করে সাইনপোষ্ট স্থাপন করে। গবেষকরা দেখেছেন, কর্মী পিঁপড়ারা যেদিকেই থাক না কেন এসব সাইনপোষ্ট দেখে তাদের অনুসারীরা খুব সহজেই তাদের অবস্থান নির্ণয় করে নিতে পারে। আবার একইভাবে এগুলি দেখেই পিঁপড়ারা ফেরে তাদের বাসস্থানে। বিশ্ববিদ্যালয়টির কম্পিউটার সাইন্স বিভাগের ডানকান জ্যাকসনের নেতৃত্বে এই গবেষণা কাজটি পরিচালনা করা হয়। 'হারিয়ে যাওয়া পিঁপড়ারা কি করে একই পথে বাড়ী ফেরে' এই প্রশ্নটির সমাধান খুঁজতে গিয়েই সুগন্ধী ও সাইনপোষ্টের বিষয়টি উদঘাটিত হয়।

[পিঁপড়া নামে পবিত্র কুরআনে একটি পৃথক সূরা নাযিল হয়েছে। কিন্তু মুসলমানেরা সেসবের গবেষণায় কখনো সময় ব্যয় করল না। হে গবেষক দল! তোমরা কেবল পিঁপড়াদের যাত্রাপথ গবেষণা নিয়ে গবেষণা করেছ? কোত্থেকে তুমি কিভাবে দুনিয়ায় এলে। কোথায় তুমি যাবে? কুরআন পড়; জবাব পাবে। গবেষণা কর। বিশ্বাস দৃঢ় হবে (স.স)]

'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ' কর্তৃক ইসলামী অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক একমাত্র বাংলাদেশী প্রকাশনা–

"ইসলামিক ফাইন্যান্স"

এবং

"সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল"

পড়ুন, লিখুন ও পরামর্শ দিয়ে একে সমৃদ্ধ করুন।

যোগাযোগ

সম্পাদক

'ইসলামিক ফাইন্যান্স'

'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল'

৮/সি, আজাদ সেন্টার, ৫৫ পুরানা পল্টন, জিপিও বক্স ৯৪০, ঢাকা-১০০০

ফোন # ৮৮০-২-৭১৬১৬৯৩, ফ্যাক্স # ৮৮০-২-৭১৬১৭৬১

ই-মেইল ঃ mrahman_sb@yahoo.com

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী দাওয়াতী সপ্তাহ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

(৩য় কিস্তি)

সেনগ্রাম, সিলেট ২০ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে সেনগ্রাম দাখিল মাদরাসায় এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' কর্মপরিষদ সদস্য এবং উক্ত মাদরাসার সুপার মাওলানা ফায়যুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ, দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরী।

কুষ্টিয়া-পশ্চিম, ২০ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে দৌলতখালী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম।

কুষ্টিয়া-পূর্ব, ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে কুষ্টিয়া শহরের 'রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার' মিলনায়তনে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম।

কাফাউড়া, সিলেট ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে কাফাউড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার সাবেক মেম্বর জনাব আব্দুল করীম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরী।

একই দিনে পার্শ্ববর্তী বেনীখেল এলাকার উদ্যোগে বেনীখেল জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আফাযুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ।

বাঁশবাড়ী, সিলেট ২২ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে বাঁশবাড়ী তাহেরিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসায় এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ।

একই দিনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে পার্শ্ববর্তী গাছবাড়ী এলাকার নয়াগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ জুম'আ এক কর্মী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব ডাঃ আব্দুল জব্বার। উল্লেখ্য, উক্ত মসজিদে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

ঝিনাইদহ ২২ অক্টোবর, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে ডাকবাংলা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাষ্টার মুহাম্মাদ ইয়াকুব হোসায়েন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম ও দফতর সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম।

বিরামপুর, দিনাজপুর-পূর্ব, ২৩ অক্টোবর শনিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় বিরামপুর চাঁদপুর মাদরাসা মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ গোলাম আযম।

সিলেট শহর, ২৩ অক্টোবর শনিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিলেট সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে শহরের প্রাণকেন্দ্র হাজী কুদরতুল্লাহ মার্কেটে 'আন্দোলন'-এর যেলা অফিসে মাহে রামাযান উপলক্ষ্যে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক

সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ ও দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন।

ঘণ্টাঘর, দিনাজপুর-পশ্চিম, ২৫ অক্টোবর সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে ঘণ্টাঘর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুর রাযযাক-এর সভাপতিত্বে ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আইয়ূব আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ গোলাম আযম।

উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ২৫ অক্টোবর সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ছদরুল আনাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ ও দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন।

বকচর, যশোর ২৯ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে শহরস্থ বকচর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য জনাব ইসরাফীল হোসাইন ও সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

ইসলামী সম্মেলন

অপবাদ ও হিংসাত্মক আচরণ দিয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে না

-আমীরে জামা'আত

নশীপুর, বগুড়া ২৪ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর বগুড়া যেলার নশীপুর নিমগাছী এলাকার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী নশীপুর মাদরাসা ময়দানে আয়োজিত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ-এর নাম ভাঙিয়ে বিদ'আতীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রশাসনকে যারা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছেন, তারা আর যাই হৌন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের বন্ধু নন। তিনি ইসলামপন্থী দলগুলিকে তাদের আচার-আচরণে প্রকৃত অর্থে ইসলামপন্থী হওয়ার এবং প্রশাসনকে সর্বদা নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানান।

নিমগাছী রহমানিয়া মাদরাসার প্রবীণ মুদাররিস জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী সম্মেলনে বিশেষ অতিথির ভাষণ প্রদান করেন নায়েবে আমীর সউদী মাবউছ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক ও 'দারুল ইফতা'র সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, নশীপুর মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ আখতার, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাষ্টার মুহাম্মাদ আনছার আলী, সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুর রহীম, মাওলানা আব্দুল হাদী, বগুড়া যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা নূরুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলনে জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। উল্লেখ্য যে, বিরোধী পক্ষের মিথ্যা অপবাদ, অপপ্রচার ও সম্মেলনের বিরোধিতা করায় এবং প্রশাসন কর্তৃক মাত্র আগের দিন সন্ধ্যায় ১৪৪ ধারা জারি হওয়ায় নিমগাছীর পরিবর্তে পার্শ্ববর্তী আল-মারকাযুল ইসলামী নশীপুরে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা প্রশাসনের হঠাৎ একচোখা সিদ্ধান্তে এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে সম্মেলনে আশাতিরিক্ত লোক সমাগম হয় ও রাত্রি আড়াইটায় সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের জিহাদী ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনুন

-আমীরে জামা'আত

আন্ধারিয়া পাড়া, ফুলবাড়ী, ময়মনসিংহ ৩০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ময়মনসিংহ সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে ফুলবাড়িয়া উপযেলাধীন আন্ধারিয়া পাড়া বাজার মারকায মসজিদ ময়দানে অনুষ্ঠিত ময়মনসিংহ যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি ধানীখোলার এককালের জিহাদী মারকাযের পরিচালক গাযী আশেকুল্লাহর স্মৃতিচারণ করে বলেন, এই সকল জিহাদী মনীষীর দিন-রাতের পরিশ্রমের ফলেই ময়মনসিংহ অঞ্চলে এক সময় আহলেহাদীছ আন্দোলনের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। যার স্রোতে এতদঞ্চলের শিরক ও বিদ'আত বিদূরিত হয়েছিল। সেই সাথে দেশ মুক্ত হয়েছিল

বৃটিশের গোলামীর শৃংখল হ'তে। তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ে তোলার জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টায় শরীক হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ওমর ফারূক-এর সভাপতিত্বে ও আন্ধারিয়া পাড়া বাজার মারকায মসজিদ-এর সভাপতি জনাব খন্দকার শামছুদ্দীন আহমাদের সার্বিক সহযোগিতায় এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাযযাক-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর সঊদী মাব'উছ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শূরা সদস্য ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ আখতার, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, অত্র মসজিদের খত্বীব মাওলানা তালেব উদ্দীন, ক্বারী আব্দুল্লাহ ও স্থানীয় চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল মালেক প্রমুখ। সম্মেলনে জাগরণী পরিবেশন করেন জনাব শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

তাবলীগী সভা

রংপুর, ১০ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর সাংগঠনিক যেলার দায়িত্বশীলদের নিয়ে যেলা 'আন্দোলনে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব আব্দুস সাত্তার-এর বাসভবনে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত দায়িত্বশীল বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। তিনি যেলায় সাংগঠনিক অগ্রগতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'দারুল ইমারত' কর্তৃক প্রেরিত সেশন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রতি মাসে দায়িত্বশীল বৈঠকে কর্মবন্টন ও সফর তালিকা তৈরী করে তা বাস্তবায়নের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

দিকটারী, গাইবান্ধা, ১০ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর সাংগঠনিক যেলার অন্তর্গত গাইবান্ধা যেলার সুন্দরগঞ্জ থানার দিকটারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ সেকান্দার আলী ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার।

সাঘাটা, গাইবান্ধা-পূর্ব ১১ ডিসেম্বর শনিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে সাঘাটা ডিগ্রী কলেজ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ঈসা হক্কানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ।

কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ যেলা দায়িত্বশীলদের বিগত দিনের কার্যক্রম পর্যালোচনান্তে প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন এবং তা পালনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি পরিকল্পনা তৈরী করে তা বাস্তবায়নের জন্য কর্মবন্টন করে দেন এবং তা আগামী এক মাসের মধ্যে শেষ করার আহ্বান জানান। এভাবে প্রতিমাসে পরিকল্পনা গ্রহণ ও সফরসূচী তৈরী করে কাজ করার পরামর্শ দেন।

পরিশেষে তিনি সবাইকে নিয়মিত যেলা দায়িত্বশীল বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার, মাসিক এয়ানত প্রদান, তাবলীগী ও সাংগঠনিক সফরে অংশগ্রহণ ও ব্যক্তিগত রির্পোটে সংরক্ষণের আহ্বান জানান।

গাবুরা, কুড়িগ্রাম ১৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম যেলার গাবুরা এলাকা কর্তৃক আয়োজিত গাবুরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কুড়িগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মফীযুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান, পাওটানাহাট এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ রেযাউল করীম, মাওলানা আব্দুল কুদ্দূস খান সালাফী প্রমুখ।

চাওড়া, রংপুর, ১৭ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাওড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। তিনি শাখা দায়িত্বশীলদেরকে দৈনিক নিয়মিত হাদীছ পাঠ, সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক ও মাসিক তাবলীগী ইজতেমা করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং দায়িত্বশীলদের নিয়মিত 'আন্দোলন' সিলেবাসের বইগুলি অধ্যয়ন করতঃ নিজেদের মানোন্নয়নে তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান।

বেটুবাড়ী, রংপুর, ১৮ ডিসেম্বর শনিবারঃ অদ্য সকাল ৮ ঘটিকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর যেলার কাউনিয়া এলাকার অন্তর্গত বেটুবাড়ী বায়তুল মা'মূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শাখা সভাপতি জনাব ওমর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত

তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ।

অনুষ্ঠান শেষে তিনি জনাব ওমর আলীকে সভাপতি ও মাওলানা ইবরাহীম খলীলকে সাধারণ সম্পাদক করে (৯ সদস্য বিশিষ্ট) বেটুবাড়ী বায়তুল মা'মূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখা পুনর্গঠন করেন।

কালাই, জয়পুরহাট ১৮ ডিসেম্বর শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কার্যালয় কালাই মসজিদ কমপ্লেক্স-এ এক যেলা দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ।

তিনি যেলার কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন এবং যেলায় সাংগঠনিক অগ্রগতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে যেলা দায়িত্বশীলদের প্রত্যেককে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি যেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের প্রত্যেককে নিয়মিত যেলা কর্মপরিষদ বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার, ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ, যেলার মাসিক তাবলীগী ইজতেমায় অংশগ্রহণ, তাবলীগী সফর ও সাংগঠনিক সফরে অংশগ্রহণ এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক করার পরামর্শ দেন। এছাড়া শাখা সমূহ পুনর্গঠন, শাখা এয়ানত আদায়, সময়মত যাকাত, ফিতরা, ওশর ও কুরবানীর অংশ আদায়ের মাধ্যমে যেলায় অর্থনৈতিক অগ্রগতি বৃদ্ধির পরামর্শ দেন।

মুকুন্দপুর, দিনাজপুর-পূর্ব, ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার মুকুন্দপুর এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ২ দিনব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা সভাপতি মুহাম্মাদ কিতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ গোলাম আযম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছ এবং কাটলা মাদরাসাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম হাফেয মুহাম্মাদ সোলায়মান আলী প্রমুখ। উক্ত প্রশিক্ষণে বিপুল সংখ্যক কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সাতক্ষীরা বাঁকাল মাদরাসার কৃতিত্ব

বিগত ২০ ডিসেম্বর'০৪ তারিখ হ'তে ২৩ ডিসেম্বর'০৪ তারিখ পর্যন্ত 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতা ২০০৩ ও ২০০৪ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় সাতক্ষীরা যেলা মোট ৪টি পুরস্কার লাভ করে। এর মধ্যে তিনটিই পায় দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসা। পুরস্কার প্রাপ্তরা হ'লঃ আবু রায়হান (৫ম শ্রেণী) ক্বিরাআতে ৩য় ও আযানে ১ম স্থান এবং রজব আলী (দাখিল পরীক্ষার্থী) ইসলামী সাধারণ জ্ঞানে ২য় স্থান।

মহিলা সমাবেশ

রাণীপুরা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ঢাকা সাংগঠনিক যেলার অন্তর্গত রাণীপুরা হাজী আবু তাহের ভূঁইয়া সিনিয়র মহিলা মাদরাসা প্রাঙ্গনে এক বিরাট মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জনাবা নার্গিস আক্তার সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সমাবেশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। মহিলা সমাবেশে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ঢাকা যেলার সভানেত্রী নাজনীন আইয়ূব প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ সম্পাদিকা জেবা রহমান। অন্যান্যের মধ্যে খুলনা মহানগরী 'আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা'-র সাবেক সভানেত্রী জনাবা সালমা রফীক, মুসলিমা ওয়ালীউল্লাহ, মিসেস মা'ছূম, মিসেস আবদুল হামীদ ও ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদ-এর বৃদ্ধা মাতা সহ ঢাকা যেলা 'মহিলা সংস্থা'র বিভিন্ন স্তরের ১২ জন মহিলা কর্মী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ মাছূম, মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ খান ও কাঞ্চন বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মুহাম্মাদ সহীফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

মহিলা সমাবেশের শেষ পর্যায়ে রাণীপুরা এলাকার (রাণীপুরা, বেরাব, চৌধুরীপাড়া, আঙ্গারজোড়া, পূবের গাঁও, কাঞ্চন ও কেন্দুয়া এবং এর নিকট পার্শবর্তী গ্রাম সমূহ) জন্য জনাবা নার্গিস আখতারকে আহ্বায়িকা ও সুরাইয়া আখতারকে যুগ্ম আহবায়িকা করে ৯ সদস্যা বিশিষ্ট একটি এলাকা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৫ সফল হৌক
খান হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেন্ট
ইসরাত আযম খাঁন
[স্বত্বাধিকারী]
নিজস্ব তৈরী দৈ-মিষ্টি, বিরিয়ানী, তেহারী, পোলাও-মা ... ও যাবতীয় তেলে ভাজা খাবা ... অর্ডার অনুযায়ী যেকোন ... খাবার সরবরাহ ক...
আমা ... ২
বিমা...
ফোনঃ ৭...

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১৬১)ঃ আমাদের এলাকায় এক্বামতের শেষে আল্লাহ আকবর, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলা হয় এবং বছরে একবার তাবলীগী জালসা করে সেখানে 'আখেরী মোনাজাত' করা হয়, যেখানে আশপাশের হাযার হাযার লোক জমা হয়, এ বিষয়ে শারঈ বিধান কি?

-মাওলানা আব্দুর রায্যাক
সহকারী শিক্ষক, মনাকশা দাখিল মাদরাসা
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ এক্বামতের কলেমা মোট ১১টি এবং শেষে 'আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর' একটি জোড় হিসাবে একবার বলতে হবে। ইমাম নববী বলেন, হাদীছে দু'বার আল্লাহু আকবর -কে একটি জোড় হিসাবে 'মার্রাতান' বা 'একবার' গণ্য করা হয়েছে *(মুসলিম, শরহ নববী হা/৮৩৬ -এর ব্যাখ্যা; ফাৎহুল বারী ২/৯৯ পৃঃ)*।

আব্দুল আযীয বিন আব্দুল মালিক বিন আবু মাহযূরাহ বলেন,

أدركت جدى و أبى و أهلى يقيمون فيقولون: اللّه أكبر اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن محمدا رسول اللّه، حىّ على الصلاة، حىّ على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه-

'আমি আমার দাদা, আব্বা ও পরিবারকে পেয়েছি, তাঁরা এক্বামত দেওয়ার সময় বলতেন, 'আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর (২), আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (১), আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (১), হাইয়া 'আলাছ ছালাহ (১), হাইয়া 'আলাল ফালাহ (১), ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ, ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ (২), আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর (২), লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (১)' =মোট ১১টি কলেমা *(দারাকুৎনী হা/৮৯৬ সনদ হাসান 'এক্বামতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

(২) আযানের প্রথম স্বপ্ন বর্ণনাকারী খ্যাতনামা ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ)-এর যে হাদীছ বিস্তারিতভাবে ছহীহ ইবনু খুযায়মাতে এসেছে, সেখানে আযানের কলেমাসমূহ বর্ণনার পরে এক্বামতের কলেমা একবার করে বলার ব্যাখ্যা এসেছে এভাবে যে, এক্বামতের শেষে বলতে হবে 'আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৩৭০-৩৭২)*। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া বলেন, আযানের ঘটনা বর্ণনায় এর চাইতে বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা আর নেই *(ঐ, হা/৩৭২)*।

অতঃপর আযানের ন্যায় দু'বার করে এক্বামত দেওয়ার যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সে বিষয়ে ইমাম ইবনু খুযায়মাহ বলেন, خلطوا فى أسانيدهم التى رووها عن عبد اللّه بن زيد فى تثنية الأذان والإقامة جميعًا

'বর্ণনাকারীগণ আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ হ'তে উক্ত বর্ণনার মধ্যে আযান ও এক্বামত উভয়টির কলেমা একটি অপরটির সাথে মিশিয়ে ফেলেছেন' *(দ্রঃ ঐ, হা/৩৭৯ -এর ব্যাখ্যা)*। দু'বার এক্বামতের রাবী আবু মাহযূরাহ (রাঃ) নিজে ও তাঁর পুত্র একবার করে বেলালী এক্বামত দিতেন *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৪০-৪১; গৃহীতঃ আওনুল মা'বূদ শরহ আবুদাউদ হা/৪৯৫ -এর ব্যাখ্যা)*। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, 'আযান হ'ল অনুপস্থিত লোকদের আহ্বানের জন্য। সেকারণ তা দু'বার করে এবং ধীরে ধীরে বলতে হয়। পক্ষান্তরে এক্বামত হ'ল উপস্থিত মুছল্লীদের আহ্বানের জন্য। সেকারণ তা একবার করে এবং দ্রুত বলতে হয় *(ফাৎহুল বারী হা/৬০৭ -এর ব্যাখ্যা ২/১০১ পৃঃ)*।

অতএব এক্বামতের কলেমা মোট ১১টি এবং শেষে 'আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর' একটি জোড় হিসাবে একবার বলতে হবে, শুধুমাত্র 'আল্লাহু আকবর' নয় *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ছহীহ মুসলিম শরহ নববী, 'ছালাত' অধ্যায় 'আযান' অনুচ্ছেদ হা/৮৩৬ -এর ব্যাখ্যা)*।

'আখেরী মুনাজাত' বলে যে প্রথা আজকাল টঙ্গী সহ তাবলীগ জামাতের ইজতেমা ও বিভিন্ন ধর্মীয় মাহফিল শেষে দলবদ্ধভাবে করতে দেখা যায়, এটি সুন্নাত বিরোধী আমল। মানুষ যেভাবে এদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে তাতে অনতিবিলম্বে ধর্মের নামে সৃষ্ট এসব বিদ'আতী আমল বন্ধ করার জন্য সচেতন জনগণের এগিয়ে আসা উচিত। এবিষয়ে মজলিস ভঙ্গের যে দো'আ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে পড়ার জন্য শিখিয়েছেন, সেটি হ'লঃ 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা'। এই দো'আ পাঠ করলে মজলিস চলাকালীন অনর্থক কথা সমূহের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয় *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৩৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১৪৪; আরবী ক্বায়েদা পৃঃ ২)*।

প্রশ্নঃ (২/১৬২)ঃ 'বেহেস্তী জেওর' বইয়ের ৪র্থ খণ্ডের ১৭ নং মাসআলায় উল্লেখ আছে, রাতের অন্ধকারে স্ত্রী মনে করে কন্যা বা শ্বাশুড়ীর শরীর স্পর্শ করলে অথবা কোন ছেলে স্বীয় বিমাতার শরীর স্পর্শ করলে, সে পুরুষ তার স্ত্রীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। আলোচ্য ফৎওয়াটি সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
নিউ ড্রাগ হাউজ

উলনিয়া, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।

উত্তরঃ বেহেস্তী জেওরে বর্ণিত মাসাআলাটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। সঠিক কথা এই যে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এধরনের জঘন্য আচরণ হয়ে গেলে স্ত্রী তার উপর হারাম হবে না। কেননা একটি হারাম কাজ অপর একটি হালালকে হারাম করতে পারে না। এরূপ কাজ হয়ে গেলে তাকে খালেছ অন্তরে তওবা করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তার শ্বাশুড়ী ও শ্যালিকার সাথে যেনা করে ফেললে তিনি বলেন যে, এ কাজের জন্য তার স্ত্রী তার উপর হারাম হবে না' *(মুহাম্মাদ ইবনু আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৮১, ৬/২৮৮; দ্রঃ আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর ২৭/৬২)।*

প্রশ্নঃ (৩/১৬৩)ঃ আমরা জানি সমাজে প্রচলিত মৃত ব্যক্তির নামে কুলখানি, চল্লিশা, কুরআন খতম কিংবা মৃত্যু বার্ষিকীসহ নানাবিধ অনুষ্ঠান করা বিদ'আত। কিন্তু এসব অনুষ্ঠানের বিপরীতে মৃতব্যক্তির আখেরাতের কল্যাণের জন্য আমরা ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী কি কি করতে পারি?

-মাহবূবুল হক
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ৩য় বর্ষ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তি আখেরাতে উপকৃত হবে তার রেখে যাওয়া মুমিন সন্তানের দো'আ ও ছাদাক্বাহ দ্বারা। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তিনি যদি কথা বলতে পারতেন, তাহ'লে ছাদাক্বাহ করতে বলতেন। এখন যদি তাঁর জন্য ছাদাক্বা করি, তাহ'লে তিনি কি তার নেকী পাবেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫০ 'যাকাত' অধ্যায়, ৮ অনুচ্ছেদ)।* আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কেবল ৩টি আমল ব্যতীত। (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ (২) এমন ইল্ম, যার দ্বারা জনগণের কল্যাণ সাধিত হয় এবং (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩ 'ইল্ম' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (৪/১৬৪)ঃ তিনটি ক্ষেত্রে নাকি চুল-দাড়ি কলপ করা জায়েয। (১) যুদ্ধ ক্ষেত্রে বার্ধক্য লুকানোর জন্য (২) স্ত্রী যদি যুবতী হয় এবং স্বামীর পাকা চুল-দাড়ি দেখে যদি নাখোশ হয়, সে ক্ষেত্রে (৩) অকাল পক্বতা দেখা দিলে। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কয়েকটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন ক্ষেত্রেই কাল খেযাব (কলপ) ব্যবহার করা বৈধ নয়। যেমন মুসলিম শরীফে জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর পিতা আবু কুহাফাহর চুল ও দাড়ি সম্পূর্ণ সাদা দেখে বললেন, 'তোমরা এই সাদা দাড়ি ও চুলগুলিকে কিছু দিয়ে পরিবর্তন কর। তবে কাল খেযাব থেকে দূরে থাক' *(মুসলিম ২/১৯৯ পৃঃ 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায়, মিশকাত হা/৪৪২৪ 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)।*

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'শেষ যামানায় একদল লোকের আবির্ভাব হবে যারা কবুতরের বক্ষের ন্যায় কালো খেযাব ব্যবহার করবে। তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৫২, 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)।* ইবনু মাজাহতে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা এবং শত্রুর হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করার জন্য কালো খেযাব ব্যবহার করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছটি 'মুনকার' ও 'যঈফ' *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৭২৯; সিলসিলা যঈফা হা/২৯৭২)।*

আর অকালপক্কতা ও বার্ধক্য লুকানোর জন্য কালো খেযাব ব্যবহার করা মর্মে যে আছারগুলি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত কালো খেযাব নিষেধ মর্মের ছহীহ মারফূ হাদীছের বিরোধী হওয়ার কারণে মুনকার বা 'অগ্রহণযোগ্য'। উল্লেখ্য যে, প্রথম কালো খেযাব ব্যবহার করেন মিসরের রাজা ফেরাঊন এবং আরবদের মধ্যে প্রথম ব্যবহার করেন রাসূলের দাদা আব্দুল মুত্তালিব *(ফাৎহুল বারী ১০/৩৬৭ 'খেযাব লাগানো' অনুচ্ছেদ নং ৬৭)।*

প্রশ্নঃ (৫/১৬৫)ঃ মাযারভিত্তিক গড়ে উঠা মাদরাসা ও মসজিদগুলিতে শিক্ষা গ্রহণ কিংবা ছালাত আদায় এবং সেখানে আর্থিক সহায়তা করা শরী'আত সম্মত কি?

-মুহাম্মাদ সায়েদুল ইসলাম
সিপাইপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রচলিত অর্থে 'মাযার' হ'ল শিরকের কেন্দ্র। অতএব ঐ শিরকের কেন্দ্রকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মসজিদ-মাদরাসা সবই শিরকের সহযোগী বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তির কবর বা মাযারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা এবং তার উপার্জিত অর্থ দ্বারা পরিচালিত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে না। এ ধরনের মাদরাসায় শিক্ষা গ্রহণ করা ও সেখানে কোনরূপ সহযোগিতা করাও যাবে না। কেননা তাতে শিরকী কাজে সহায়তা করা হয়। অথচ এগুলি থেকে আল্লাহ নিষেধ করে বলেছেন 'তোমরা পরস্পরকে পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহায়তা করো না' *(মায়েদাহ ২)।* রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ইহুদী ও নাছারাদের লা'নত করেছেন। কেননা তারা তাদের নবীদের এবং সৎ লোকদের কবরকে মসজিদ তথা ইবাদত গৃহে পরিণত করেছিল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭১২ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ অনুচ্ছেদ)।* রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

Contents

আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'হে আলী! তুমি কোন উঁচু কবর পেলে তা ভেঙ্গে সমান করে দিবে' *(মুসলিম, মিশকাত 'জানাযা অধ্যায়' 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ হা/১৬৯৬)*। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উঁচু কবর ভেঙ্গে সমান করে দিতে বলেছেন, সেকারণ প্রচলিত মাযারকে কেন্দ্র করে এবং মাযারের অর্থ দ্বারা মসজিদ মাদরাসা গড়ার প্রশ্নই উঠে না। বরং সেগুলি ভেঙ্গে দিয়ে অন্যত্র হালাল অর্থে পুনর্নির্মাণ করাই শরী'আত সম্মত।

প্রশ্নঃ (৬/১৬৬)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফর অবস্থায় কোন কোন সুন্নাত পড়েছেন ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শরীফুল ইসলাম
চরমোহনপুর, টিকরামপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফর অবস্থায় ফজরের সুন্নাত, বিতর, চাশতের ছালাত, তাহাজ্জুদ, চন্দ্রগ্রহণ, তাহিইয়াতুল মসজিদ এবং ত্বাওয়াফের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন সুন্নাত আদায় করতেন না।

তাবেঈ বিদ্বান হাফছ ইবনু আছেম বলেন, 'আমি মক্কার পথে (আমার চাচা) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের সাথী ছিলাম। পথে তিনি আমাদেরকে নিয়ে যোহরের ছালাত দু'রাক'আত আদায় করলেন। অতঃপর নিজের আবাসে ফিরে এসে দেখলেন কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কি করছে? আমি বললাম, ওরা নফল ছালাত আদায় করছে। তিনি বললেন, যদি (সফরে) নফল পড়তেই পারতাম, তাহ'লে ফরযকেই পূর্ণ করতাম। একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথী ছিলাম, দেখেছি সফরে তিনি দু'রাক'আতের অধিক কোন ছালাত আদায় করেননি। আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর সাথেও ছিলাম, তাঁরাও সফরে দুই রাক'আতের অধিক কোন ছালাত আদায় করতেননা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৩৮) 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। আয়েশা (রাঃ) ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত সম্পর্কে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ দু'রাক'আত সুন্নাত কখনোই ছাড়তেন না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/১১৫৯, মুসলিম হা/৭২৪; মিশকাত হা/...)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ফজরের ছালাত ক্বাযা হয়ে গেলে সূর্য উদয়ের পর আযান দিয়ে সুন্নাত সহ ফজরের ছালাত আদায় করেন *(মুসলিম 'ক্বাযা ছালাত' অধ্যায় পৃঃ ২৩৮)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফরে সওয়ারী অবস্থায় বিতর ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'সফরে ছালাত' অনুচ্ছেদ হা/১৩৪০)*।

উম্মে হানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের সময় গোসল শেষে চাশতের আট রাক'আত ছালাত আদায় করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩০৯ 'চাশতের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

সাধারণ নফল ছালাত যেমন তাহাজ্জুদ, চাশতের ছালাত ও কারণবিশিষ্ট ছালাত যেমন ত্বাওয়াফের ছালাত, চন্দ্রগ্রহণের ছালাত, তাহিইয়াতুল মাসজিদ ইত্যাদি মুক্বীম ও মুসাফির উভয় অবস্থায় পড়া যায় *(সাঈদ ইবনু আলী আল-ক্বাহত্বানী, আস-সাফর ওয়া আহকামুহু, পৃঃ ৬৮)*।

প্রশ্নঃ (৭/১৬৭)ঃ জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুম্বন করে ফেলল। অতঃপর ঐ ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে এজন্য শাস্তি কামনা করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে ছালাত আদায় করোনি? অতঃপর ঐ ঘটনা উপলক্ষ্যে আয়াত নাযিল হ'ল 'আপনি দিনের দু'অংশে এবং রাতের কিছু অংশে ছালাত প্রতিষ্ঠা করুন। নিশ্চয়ই সৎকর্ম সমূহ গোনাহ সমূহকে মিটিয়ে দেয়'। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, উক্ত ব্যক্তিদ্বয় কে ছিলেন?

-মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন আহমাদ
মহানন্দখালী
নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতটি সূরা হূদ-এর ১১৪ আয়াত। ত্বাবারানীর বর্ণনা মতে উল্লেখিত ব্যক্তিটি ছিলেন ইবনু মা'তাব। ইবনু খায়ছামাহ বলেন, তিনি ছিলেন, একজন আনছারী, তাকে মা'তাব বলা হ'ত। তবে কোন কোন বর্ণনায় তাঁর নাম এসেছে কা'ব ইবনু আমর *(ফাৎহুল বারী ৮/৪৫৪ পৃঃ, হা/৪৬৮৭-এর ভাষ্য)*। তবে উক্ত মহিলা সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৮/১৬৮)ঃ কোন বস্তু ক্রয়ের সময় একজনের দামের উপর অন্যজন দাম করতে নবী করীম (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। কিন্তু নিলামে বিক্রির সময় তো দামের উপরই দাম করতে হয়। এর শারঈ ভিত্তি কি?

-প্রকৌশলী নাছীরুদ্দীন
৪৬ লাইস সুপার মার্কেট
আম্বরখানা, সিলেট।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত নিষেধাজ্ঞাটি নিলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় একজনের উপরে অন্য জনের দর-দাম করা নিষিদ্ধ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। কিন্তু নিলাম-এর উদ্দেশ্যই হ'ল দর বৃদ্ধি করা এবং সেখানে একজনের উপরে অন্যজনের দর-দাম করার মাধ্যমেই নিলামের উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে থাকে। আর নিলামে বেচাকেনা ইসলামে জায়েয রয়েছে।

তাবেঈ বিদ্বান আত্বা (রহঃ) বলেন, আমি ছাহাবায়ে কেরামকে দেখেছি যে, তারা গণীমতের মাল অধিক মূল্য প্রদানকারীর নিকটে বিক্রি করাতে দোষ মনে করতেন না।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর পরে তার গোলাম আযাদ হবে বলে ঘোষণা দিল। তারপর সে অভাব গ্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন নবী করীম (ছাঃ) গোলামটিকে নিয়ে নিলামে ডাক দিলেন এবং বললেন, কে একে আমার নিকট হ'তে ক্রয় করবে? নু'আঈম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁর কাছ হ'তে সেটি এত এত মূল্যে ক্রয় করলেন। তিনি গোলামটিকে তার হাওয়ালা করে দিলেন *(বুখারী ১/... 'নিলাম' অনুচ্ছেদ, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৯/১৬৯)ঃ যৌথ পরিবারে তিন ভাই। কেউ উপার্জন করে, কেউ করে না। যারা উপার্জন করে তারা সবার ভরণ-পোষণ দেয়। যেমন মা-বাবা, ভাই-বোন। কিন্তু যারা উপার্জন করে না তারাও কি উপার্জনকারীর ক্রয়কৃত সম্পত্তিতে সমান অধিকারী হবে।

-আশরাফ আলী
পোঃ বক্স নং ৩০৪
খামিছ মোশায়েত, সঊদী আরব।

উত্তরঃ যৌথ পরিবারে মাতা-পিতার বর্তমানে তাদের সম্পত্তি ও সম্পদ দ্বারা কেউ উপার্জন করে ভরণ-পোষণ বাদে জমি ক্রয় করলে তাতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও ভাগ পাবে। তবে মাতা-পিতার সম্পত্তি ও সম্পদ ব্যতিরেকে কেউ নিজে পৃথকভাবে উপার্জন করে তা দ্বারা পরিবারের ভরণ-পোষণের পর জমি ক্রয় করলে তাতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ভাগ পাবে না। কেননা পরিবারের সদস্যরা মাতা-পিতার সম্পত্তি ও সম্পদের অধিকারী। ভাইয়ের উপার্জিত সম্পত্তি ও সম্পদের অধিকারী নয়।

প্রশ্নঃ (১০/১৭০)ঃ জনৈক ইমাম জুম'আর খুৎবায় প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে 'আইয়ামে বীয'-এর নফল ছিয়াম রাখার কারণ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আঃ)-কে দুনিয়ায় পাঠালেন তখন তার দেহ কালো বর্ণ ছিল। অতঃপর ফেরেশতাগণ তার সৌন্দর্যের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তখন ফেরেশতাদের দো'আ কবুল করেন এবং প্রতি চান্দ্র মাসের এই তিন দিন তাকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। ফলে তখন থেকে আদম (আঃ)-এর চেহারা উজ্জ্বল হ'তে লাগল। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয
শান্তি ফার্মেসী, আখড়াখোলা
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। এর প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের ছিয়ামকে 'আইয়ামে বীয'-এর নফল ছিয়াম বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রতি মাসের উক্ত দিনগুলিতে তিনটি ছিয়াম পালন করলে সারা বছর নফল ছিয়াম পালনের সমান নেকী পাওয়া যায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; মাসিক আত-তাহরীক আগষ্ট ২০০০/প্রশ্ন নং ২১, পৃঃ ৫৪)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৭১)ঃ তাকবীরে তাহরীমার সাথে জামা'আত ধরতে না পারলে ছানা পড়তে হবে কি?

-মুহাম্মাদ ছাদেকুল ইসলাম
চহেড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ তাকবীরে তাহরীমার পরে ছানা পড়ার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর জামা'আতে যোগদানকারীকে ছানা পড়তে হবে না। শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। কেননা জেহরী ছালাতে ইমামের ক্বিরাআতের সময় মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পড়ার অনুমতি নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা ইমামের ক্বিরাআত রত অবস্থায় কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা চুপে চুপে পড়বে *(ছহীহ ইবনু হিব্বান, বুখারী, জুযউল ক্বিরাআত, ত্বাবারাণী আওসাত্ব, বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ২/২২৮; ছহীহ আবুদাউদ হা/৭৩৬-৩৭; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৫২)*।

প্রশ্নঃ (১২/১৭২)ঃ নিজ গৃহের অভ্যন্তরে মহিলাদের ওড়না বিহীন ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-নাজমুন নাহার
দেবনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ নিজ গৃহে হোক অথবা মসজিদে হোক মহিলাদের বড় ওড়না ব্যতীত ছালাত কবুল হবে না। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যুবতী মহিলাদের ছালাত ওড়না সহ সর্বাঙ্গ আবৃত করা ব্যতীত কবুল হবে না' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৬২; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৭২)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৭৩)ঃ তারাবীহ-এর জামা'আতে বিতরে ইমামের সশব্দে দো'আ কূনূত পাঠ করা এবং মুক্তাদীগণের আমীন আমীন বলার কি কোন প্রমাণ আছে?

-সাঈদুর রহমান চৌধুরী
চৌধুরী লেন, নতুন বাজার, বরিশাল।

উত্তরঃ 'কুনূতে নাযেলা'য় যেভাবে ইমাম ছাহেব সশব্দে কুনূতের দো'আ পাঠ করেন এবং মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' বলেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯০)*, অনুরূপভাবে জামা'আতে সাধারণ বিতর ছালাতেও ইমাম ছাহেব সশব্দে কুনূতের দো'আ পাঠ করবেন এবং মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' বলবেন *(ইমাম নববী, রাওযাতুত ত্বালেবীন ওয়া উমদাতুল মুফতীন ১/৩৩১ পৃঃ)*। ছাহেবে 'ইনছাফ' বলেন, কেবলমাত্র ইমাম-ই কুনূতের দো'আ সশব্দে পাঠ করবেন *(আলাউদ্দীন আল-মুরদাবী, আল-ইনছাফ ফী মা'রিফাতির রাজেহ মিনাল খেলাফ, আলমুক্বনে ও শারহুল কাবীর সহ, ৪/১৩১)*। তিনি বলেন, 'মুক্তাদী ঐ সময় কুনূতের দো'আ পাঠ না করে কেবল 'আমীন' 'আমীন' বলবেন *(ঐ, ৪/১৩০-৩১)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৭৪)ঃ স্বর্ণের সাথে যদি অন্য কোন ধাতু মেশানো থাকে এবং ধাতুর পরিমাণ স্বর্ণের চেয়ে বেশী থাকে, তবে সে জিনিসের কি যাকাত দিতে হবে?

-জি, জামান
রণজিতপুর, কাবিলপুর
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ স্বর্ণের সঙ্গে অন্য ধাতু মিশ্রিত থাকলে (স্বর্ণকার) দ্বারা স্বর্ণের পরিমাণ জেনে নিয়ে নেছাব পরিমাণ হ'লে শুধু স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে, অন্য ধাতুর নয় *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, মাসআলা নং ৩৬৭, 'যাকাত' অধ্যায়, পৃঃ ৪৩০)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৭৫)ঃ রুকুতে গেলে পেশাব বের হয়ে যায়। চিকিৎসা করেও ফল পাচ্ছি না। এমতাবস্থায় ছালাত জায়েয হবে কি?

-আবুল খায়ের
রাণীরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ চিকিৎসার পরও যদি এরূপ অবস্থা হয় তাহ'লে ছালাত আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। এক ব্যক্তি তাবেঈ বিদ্বান সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি মযী অর্থাৎ লিঙ্গের তরল পানির সিক্ততা অনুভব করি। আমি কি ছালাত ছেড়ে দিব? তিনি বললেন, 'আমার উরুর উপর দিয়ে মযী প্রবাহিত হয়। তথাপিও আমি ছালাত পরিত্যাগ করি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা পূর্ণ করি' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৫৬)*। মুস্তাহাযা মহিলা কিংবা ফোঁটা ফোঁটা পেশাব অথবা সর্বদা বায়ু বের হয়, এসব পুরুষ-মহিলা প্রত্যেক ছালাতের জন্য ওযূ করে ছালাত আদায় করবে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৫৮ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'মুস্তাহাযা' অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬৮ পৃঃ 'ইস্তিহাযা' অধ্যায়; দ্রষ্টব্য : অক্টোবর ২০০২ প্রশ্নোত্তর নং ৪/৪)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৭৬)ঃ বিবাহিতা হিন্দু মেয়েদের মাথায় সিঁদুর ব্যবহারের সাথে ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপের ঘটনার কোন সংশ্লিষ্টতা আছে কি?

-মাস'উদ আহমাদ
দমদমা, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত বিষয়টির কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। কুরআন ও হাদীছের কোথাও এ সম্পর্কে কিছু পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭৭)ঃ কেউ যদি কোন মহিলাকে বলে, যেদিন তোমাকে বিয়ে করব সেদিনই তুমি তালাক। অতঃপর সে তাকে রাত্রি কালে বিয়ে করল, তাহ'লে সে তালাক প্রাপ্তা হয়ে যাবে (হিদায়া, অনুবাদঃ ইফাবা ২/১০২ পৃঃ)। উল্লিখিত মাসআলা কি ঠিক?

-মুহাম্মাদ মুর্তযা
রায়দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লিখিত মাসআলা সঠিক নয়। কারণ বিবাহের পূর্বে তালাকের শর্ত জুড়ে দিলে তা তালাক হিসাবে গণ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'বনু আদম যে নযর পূরণের ক্ষমতা রাখে না তার জন্য কোন নযর নেই, আযাদ করার ক্ষমতা না থাকলে তার জন্য কোন গোলাম আযাদ নেই, তালাকের কর্তৃত্ব না থাকলে তার জন্য কোন তালাক নেই' *(তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৩২৮২ 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৮৭ পৃঃ, 'বিবাহের পূর্বে তালাক' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৭৮)ঃ কোন হালাল পশু যবহের সময় মাথা আলাদা হ'লে খাওয়া জায়েয হবে কি?

-সুমন
তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেকোন হালাল পশু যবেহ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে যবেহ করতে গিয়ে যদি মাথা আলাদা হয়ে যায়, তাহ'লে তার গোশত খাওয়া নিঃসন্দেহে হালাল। এখানে যবহ করাটাই মুখ্য বিষয়, মাথা আলাদা হওয়া না হওয়াটা মুখ্য বিষয় নয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'অতঃপর যে পশুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয়, তা থেকে তোমরা খাও, যদি তোমরা তাঁর বিধান সমূহে বিশ্বাসী হও' *(আন'আম ১১৮)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৭৯)ঃ কিছু মহিলা আপত্তিকর পোষাক পরিধান করে বেহায়ার মত চলা-ফেরা করে ও চাকুরীস্থালে থাকে, যার ফলে কর্মস্থলে থাকা অবস্থায় দৃষ্টি এড়ানো কষ্টসাধ্য হয়। এথেকে বাঁচার উপায় কি?

-আব্দুল মতীন
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মুসলিম দেশগুলিতে শারঈ আইন না থাকার কারণে বহু মহিলা নির্লজ্জ ও বেহায়ার মত চলাফেরা করে। এমতাবস্থায় মুত্তাক্বী-পরহেযগার ব্যক্তিগণের জন্য যতদূর সম্ভব মেয়েদের প্রতি কুদৃষ্টি এড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য অধিক পবিত্রতা রয়েছে' *(নূর ৩০)*। মহিলাকে অবশ্যই পর্দার সঙ্গে চলতে হবে এবং নারী-পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি অবনত রেখে ভদ্রতার সঙ্গে সংযতভাবে চলাফেরা করতে হবে *(নূর ৩০-৩১)*।

প্রশ্নঃ (২০/১৮০)ঃ পিতা পাপ কাজের উৎস তৈরী করে মারা গেছেন। ছাদাক্বায়ে জারিয়ার মত তার পাপও কি জারি থাকবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ঝাওয়াইল, টাংগাইল।

উত্তরঃ যার কারণে পাপ জারি হয়, তার অনুসারীদের পাপ সমূহের সমপরিমাণ পাপ তার উপরে আপতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং তাদেরও পাপভার, যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতাহেতু বিপথগামী করে। সাবধান! খুবই নিকৃষ্ট বোঝা তারা বহন করে থাকে' *(নাহল ২৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান জানালো, তার উপরে ঐ

পরিমাণ গোনাহ চাপানো হবে, যে পরিমাণ গোনাহ তার অনুসারীদের উপরে চাপবে। তাদেরকে তাদের গোনাহ থেকে এতটুকুও কম করা হবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৫, 'ঈমান' অধ্যায়, হা/২১০ 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২১/১৮১)ঃ أستغفر الله الذى لاإله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه এই দো'আটি কি ছহীহ না যঈফ? ছহীহ হ'লে কোন্ হাদীছে আছে?

-মঈনুদ্দীন
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লিখিত দো'আটি একটি ছহীহ হাদীছের অংশ বিশেষ। এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন যে, ঐ দো'আ পাঠকারীর গোনাহ মাফ করা হবে। যদিও সে যুদ্ধের ময়দান হ'তে পলাতক ব্যক্তি হয়' *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৩১; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৩৪৩; মিশকাত হা/২৩৫৩ 'ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/১৮২)ঃ কোন ব্যবসায়ী মালের সঠিক হিসাব করতে না পারলে অনুমানভিত্তিক সে মালের যাকাত দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুর রঊফ
জাকেরপুর, বরপেটা
আসাম, ভারত।

উত্তরঃ শরী'আতের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবসার সম্পদ সঠিক হিসাব করে যাকাত বের করতে হবে। সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ব্যবসার সম্পদ হিসাব করে যাকাত বের করতে বলেছেন *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৬০৯ 'যাকাত' অধ্যায়, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৩২ পৃঃ)*। তবে সঠিক হিসাব না করতে পারলে সাধ্যমত হিসাব করে যাকাত বের করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১৮৩)ঃ কা'বা গৃহ ও মসজিদুল আক্বছার নির্মাণ কালের ব্যবধান কত এবং পৃথিবীতে কোন মসজিদ সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছে?

-আব্দুর রশীদ
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ উক্ত মসজিদ দু'টির নির্মাণ কালের মধ্যে পার্থক্য ছিল ৪০ বছর। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মসজিদুল হারাম (কা'বা গৃহ) নির্মিত হয়েছে। আবুযর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, পৃথিবীতে কোন মসজিদ সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, মাসজিদুল হারাম (কা'বা গৃহ)। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদুল আক্বছা। আমি বললাম, দু'টির নির্মাণ কালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত? তিনি বললেন, ৪০ বছর। অতঃপর যেখানে তোমাদের ছালাতের স্থান হয়ে যায়, সেখানেই ছালাত আদায় কর। কেননা তার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশখাত হা/৭৫৩ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থানসমূহ')*।

প্রশ্নঃ (২৪/১৮৪)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর (রাঃ)-কে ছিদ্দীক বা সত্যবাদী এবং ওমর ও ওছমান (রাঃ)-কে শহীদ বলেছিলেন, একথা কি সত্য?

-মুযযাম্মেল
নশীরার পাড়া
মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ একথা সত্য। যখন ওছমান (রাঃ)-কে হত্যা করার জন্য ঘেরাও করা হয়েছিল, তখন তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহ এবং ইসলামের কসম দিয়ে বলছি তোমরা কি জান? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার 'ছাবীর' নামক পাহাড়ের উপর ছিলেন, তাঁর সাথে আবুবকর, ওমর এবং আমি ছিলাম। পাহাড় দুলতে আরম্ভ করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাহাড়ের উপর পায়ের আঘাত দিয়ে বললেন, হে ছাবীর! স্থির হও। নিশ্চয়ই তোমার উপর একজন নবী, একজন ছিদ্দীক্ব ও দু'জন শহীদ রয়েছেন। তারা বলল, হাঁ আপনি সত্য বলছেন... *(তিরমিযী, নাসাঈ, বায়হাক্বী, দারাকুৎনী, মিশকাত হা/৬০৬৬ 'ওছমানের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; সনদ হাসান, ইরওয়া হা/১৫৯৪)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১৮৫)ঃ আ'রাফ কি? সেখানে কোন্ শ্রেণীর লোক অবস্থান করবে? তারা সেখানে কতদিন থাকবে? তাদের শেষ পরিণতি কি হবে?

-আবুবকর ছিদ্দীক্ব
সচিব, বিটিএমসি
কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ জাহান্নাম ও জান্নাতের মাঝে একটি উঁচু স্থানকে 'আ'রাফ' বলা হয়। আ'রাফবাসী হবে সেই সব লোক, যারা ইতিবাচকভাবে যেমন জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য বিবেচিত হবে না, তেমনি তাদের নেতিবাচক দিকও এতদূর নৈরাশ্যজনক ও ব্যর্থতাপূর্ণ হবে না যে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই কারণে তারা জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যবর্তী এক সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করবে। তারা সেখানে কত দিন থাকবে এবং তাদের শেষ পরিণতি কি হবে এ মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে কিছু যঈফ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাদের কোন এক সময়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে বলবেন *(তাফসীর ইবনে কাছীর, আ'রাফ ৪৬ আয়াতের আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৮৬)ঃ একটি জনপ্রিয় ধর্মীয় ম্যাগাজিনের প্রশ্নোত্তর পর্বে বলা হয়েছে যে, নবীগণ স্ব স্ব কবরে জীবিত আছেন। এর বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-নাজমুল হাসান
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সকল নবী মারা গেছেন এবং তাঁদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'নিশ্চয়ই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে' *(যুমার ৩০)*। ওহোদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে কেউ একথা রটিয়ে দিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুহাম্মাদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়েছেন (মৃত্যুবরণ করেছেন)। এমতাবস্থায় তিনি যদি মারা যান কিংবা নিহত হন, তবে কি তোমরা (তাঁর দ্বীন হ'তে) মুখ ফিরিয়ে নিবে?' *(আলে ইমরান ১৪৪)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৪০ বছর বয়সে নবী হন। ১৩ বছর মক্কায় অবস্থান করেন, ১০ বছর মদীনায় অবস্থান করেন এবং ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৩৭)*। কাজেই ম্যাগাজিনের উক্ত জবাব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য।

প্রশ্নঃ (২৭/১৮৭)ঃ দিন-মজুরের পারিশ্রমিক বাকী রাখা যায় কি?

-মাস'উদ
নতুনপাড়া, ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ দিন-মজুরের পয়সা তার সন্তুষ্টিতে বাকী রাখা জায়েয হ'লেও কাজ শেষ করা মাত্রই মজুরী আদায় করা যরূরী। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মজুরের ঘাম শুকানোর পূর্বে তোমরা তার মজুরী প্রদান কর' *(ইবনু মাজাহ, ইরওয়া হা/১৪৯৮; মিশকাত হা/২৯৮৭ 'মজুরী প্রদান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৮৮)ঃ কোন শিক্ষক কোন ছাত্রের মুখের উপর মারতে পারে কি?

-আব্দুর রহমান
সুখানদিয়া দাখিল মাদরাসা
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছাত্র-শিক্ষক বলে নয়, কেউ কারো মুখের উপর মারতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ করেছেন যে ব্যক্তি মুখে ছাপ দেয় বা মুখের উপর মারে *(মুসলিম, ইরওয়া হা/২১৮৫)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) মুখে দাগ দিতে এবং মুখের উপর মারতে নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী, ইরওয়া ৭/২৪২ পৃঃ)*। আবু হুরায়রা বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন ব্যক্তিকে (কোন অপরাধীকে) মারবে, তখন সে যেন চেহারার উপর মারা থেকে বিরত থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১২৪৩, 'নেশার দ্রব্য পানকারীর শাস্তির বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৮৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু রোকানা নামক একজন ছাহাবীর সাথে কুস্তি লড়েছিলেন মর্মে আবুদাঊদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-আব্দুর রহমান
বড় পাথার, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি 'হাসান'। ইবনে রোকানা তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কুস্তি লড়েছিলেন। তাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে পরাজিত করেছিলেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইরওয়া হা/১৫০৩)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১৯০)ঃ প্রচলিত তাবলীগ জামাতের 'ফাযায়েলে আমল' বইটি কতটুকু নির্ভরযোগ্য?

-আরীফা
কোরপাই, কুমিল্লা।

উত্তরঃ 'ফাযায়েলে আমল' বইটি নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ এতে বহু জাল ও যঈফ হাদীছ রয়েছে এবং বহু মিথ্যা কাহিনী রয়েছে। ছহীহ হাদীছ কিছু থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলির অপব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ (৩১/১৯১)ঃ স্বামীর অনুপস্থিতিতে মহিলারা হাটবাজার ও স্বামীর ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে কি?

-রোকেয়া
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া মেয়েরা ঘর থেকে বের হবে না, এটাই তাদের জন্য চূড়ান্ত বিধান। তবে যেকোন সময়ে যরূরী প্রয়োজনে বাহিরে বা হাট বাজারে যেতে হ'লে সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণভাবে আবৃত করে যেতে হবে। আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজনে বাড়ী হ'তে বের হওয়ার অনুমতি দান করে বলেন, 'হে নবী আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুসলিম মেয়েদের বলে দিন, তারা যেন ঘরের বাইরে বের হওয়ার সময় তাদের মাথার উপর চাদর ঝুলিয়ে দেয়' *(আহযাব ৫৯)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাতে সাওদা (রাঃ) বাড়ী হ'তে বের হয়েছিলেন। ওমর (রাঃ) তাঁকে দেখে চিনতে পেরে বলেছিলেন, আল্লাহর কসম আপনি সাওদা। আপনি আমাদের সামনে লুকাতে পারবেন না। সাওদা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন তোমরা তোমাদের প্রয়োজনে বের হ'তে পার' *(বুখারী ২/৭০৭ ও ৭৮৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৯২)ঃ স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে কি? কোন স্ত্রী রাগের মাথায় তালাক দিয়ে ফেললে তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হবে কি?

-সৈয়দা সাওদা ফেরদৌসী
বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

উত্তরঃ কোন স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে না এবং এর দ্বারা বিবাহ বন্ধনও ছিন্ন হবেনা। কোন স্ত্রী তার স্বামীর সাথে চলা অসম্ভব মনে করলে স্থানীয় দায়িত্বশীল বা ক্বাযীর

নিকট অভিযোগ পেশ করবে। ক্বাযী স্বামী ও স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে স্বামীকে মোহর ফেরত দিয়ে বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দিবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৭৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৯৩)ঃ আমার মেয়ের নাম খায়রুন নাঈমা মনি। এই নামটি কি সঠিক?

-নীলুফা পারভীন
স্বাস্থ্য সহকারী
প্যারামেডিকেল পাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত নামের মধ্যে শিরক ও বিদ'আত কিছু নেই। উক্ত নাম রাখা চলে। তবে নামটি সুন্দর নয়। কারণ তিনটি নাম একত্রিত করা হয়েছে (১) খায়রুন (২) নাঈমা ও (৩) মনি বা মূনীরা। যে কোন একটি রাখাই ভাল।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৯৪)ঃ বিতর ছালাতে দো'আ কুনূত পড়ার সময় হাত উঠানোর দলীল সমূহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু সাঈদ
নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিতর ছালাতে দো'আ কুনূত পড়ার সময় হাত তোলা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন মরফূ হাদীছ নেই। তবে ছাহাবায়ে কেরাম থেকে আছার বা আমল পাওয়া যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৭ পৃঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৯৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৯৫)ঃ মাসিক অবস্থায় জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী কুরআন মুখস্থ করছিল। এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে মারধর করে এবং বাপের বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে এসে কাফফারা দিতে বলে। এ সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?

-পারভীন সুলতানা
সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ ঋতুবতী অবস্থায় কুরআন স্পর্শবিহীনভাবে তেলাওয়াত করা, মুখস্থ করা এবং এর কোন আয়াত দো'আ হিসাবে পাঠ করা জায়েয। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৬)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা ছান'আনী বলেন, فتدخل تلاوة القرآن ولو كان جنبا। অর্থাৎ 'সর্বাবস্থায় যিকির করার মধ্যে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত' *(সুবুলুস সালাম ১/১২১ পৃঃ, হা/৭২)*। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'অপবিত্র অবস্থায় দো'আ হিসাবে, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, যিকির-আযকার হিসাবে কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয। যেমন- সফরের দো'আয় কুরআনের আয়াত পাঠ ইত্যাদি *(আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৩৮৪ পৃঃ)*। ইমাম বুখারী, ইবনুল মুনযির ও অন্যান্য বিদ্বানগণ ঋতু বা অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া জায়েয বলেছেন' *(ইরওয়া ২/২৪৪-৪৫)*। তবে কুরআন স্পর্শ করে পড়া নিষিদ্ধ *(ঐ ১/১৫৮-৬১, হা/১২২)*।

উল্লেখ্য, যে সকল হাদীছে ঋতু অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলি যঈফ *(মিশকাত হা/৪৬০-৬৩ 'অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মেলামেশা ও তার জন্য যা বৈধ অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/৪৮৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ আগষ্ট ২০০২ প্রশ্নোত্তর ৩৩/৩৫৮)*। সুতরাং স্বামীর এহেন আচরণ চরম অন্যায় হয়েছে এবং নেকী থেকে স্ত্রীকে বঞ্চিত করেছে।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৯৬)ঃ জামা'আত চলাকালীন সময়ে কোন লোক অজ্ঞান হয়ে গেলে ছালাত ছেড়ে দিয়ে তার সেবা করতে হবে, নাকি ছালাত শেষ করতে হবে?

-শফীকুর রহমান
বাসা নং ৫৩, রোড- ৭, ব্লক-ই
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় ছালাত ছেড়ে দিয়ে অজ্ঞান ব্যক্তির সেবায় এগিয়ে যেতে হবে। কারণ এতে তার জীবনাবসানের আশংকা রয়েছে। যেমন ছালাত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) সাপ মারতে বলেছেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১০০৪)*। কারণ সাপের দংশনে মানুষের প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকে।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৯৭)ঃ নারী নেতৃত্ব কি বৈধ?

-শাকিল
রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ নারী নেতৃত্ব ইসলামী শরী'আতে জায়েয নয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যেমন সিদ্ধ নয়, তেমনি সিদ্ধ নয় আদালতে বিচারক হওয়ার ক্ষেত্রেও। নারী-পুরুষ সম্মিলিত জুম'আ-জামা'আত ও ঈদায়নের ছালাতের ইমামতি নারী করতে পারে না। বিবাহ ও তালাকের ক্ষেত্রেও তাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়নি। বিগত যুগে ইসলামী খেলাফতের কোন পর্যায়ে নারীকে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব সোপর্দ করা এমনকি পার্লমেন্টের সদস্যা নিয়োগ করারও কোন প্রমাণ নেই। এমনকি বনু ইসরাঈলের ইতিহাসেও কোথাও নারী নেতৃত্বের প্রমাণ নেই। প্রচলিত চার মাযহাবের কোন ইমাম ও ফক্বীহ একে জায়েয বলেননি। হানাফী মাযহাবে আদালতের বিচারক পদে নারীর নিয়োগ জায়েয বলা হ'লেও তা হুদূদ ও ক্বিছাছ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলা হয়েছে *(হেদায়া ৩/১২৫ পৃঃ)*। তবে ছাহেবে মিরক্বাত এটিকে নাকচ করেছেন এবং সর্বক্ষেত্রে নাজায়েয বলেছেন *(মিরক্বাত ৭/২১৫ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন কোন সময়ে স্ত্রীদের নিকট থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। এখনও সেটা নেওয়া যাবে। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, তাদেরকে সেজন্য জাতীয় সংসদ সদস্যা নিয়োগ করতে হবে। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী নারীকে জাতীয় সংসদ সদস্যা পদে নিয়োগ জায়েয বলতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এ মতামত শরী'আতে অগ্রাহ্য। মাওলানা মওদূদী মিস ফাতেমা জিন্নাহকে যে প্রেসিডেন্ট পদে সমর্থন দিয়েছিলেন, সেটা

সম্ভবতঃ তাঁর সাময়িক সিদ্ধান্ত ছিল। কেননা তাঁর সার্বিক লেখনী নারী নেতৃত্বের বিরোধী। অতএব রাষ্ট্রীয় ও সমাজের কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব ইসলাম নাকচ করেছে বিধায় তা কোন পর্যায়ে সমর্থন করা যায় না। কেননা স্থায়ী মূলনীতি হিসাবে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ 'পুরুষগণ নারীদের উপরে কর্তৃত্বশীল' *(নিসা ৩৪)*। আবুবকর (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই সংবাদ পেলেন যে, পারস্যবাসীরা কিসরার কন্যাকে তাদের শাসক নির্বাচিত করেছে, তখন তিনি বললেন, সে জাতি কখনই সফলতা লাভ করতে পারবে না, যারা কোন নারীর হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণ করে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৯৩ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়; মিরক্বাত ৭/২১৫ পৃঃ; ফৎহুলবারী হা/৪৪২৫-এর ব্যাখ্যা ৭/৭৩৩)*। অতএব নারীর সমানাধিকার ও ক্ষমতায়নের নামে নারীকে যতবেশী পুরুষের সাথে কর্মস্থলে নিয়োগ করা হবে, ততবেশী সমাজে অশান্তি ও অধঃপতন নেমে আসবে। বিগত সভ্যতাগুলির ধ্বংস একারণেই হয়েছে এবং কুরআন-হাদীছও সে কথা বলে, যা কখনোই মিথ্যা হবার নয়।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৯৮)ঃ জনশ্রুতি আছে যে, কা'বা ঘর নির্মাণের পর ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র আদেশে অতিরিক্ত সুরকিগুলি ছুড়ে মারেন এবং আল্লাহ্‌র আদেশে সুরকিগুলি উড়ে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পড়ে। ঐ সুরকিগুলি যে স্থানে পড়েছে সেখানে একটি করে মসজিদ গড়ে উঠেছে। এটা কি সত্য?

-নাছীর
নয়াটোলা, ঢাকা।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনা ও বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৯৯)ঃ জমি চাষের কঠিন দায়িত্ব গরু নিজেই গ্রহণ করেছে, একথার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুর রাকীব
পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ উক্ত কথা সত্য। তবে এভাবে নয়; বরং গরু বলেছে যে, আমাকে জমি চাষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা ফজরের ছালাত শেষে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বললেন যে, বিগত যুগে একজন লোক একটি গাভীকে পিছন থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় ক্লান্ত হয়ে তার উপর সওয়ার হয়। তখন গাভী তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, আমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আমাদেরকে জমি চাষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। একথা শুনে মুছল্লীগণ বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, গাভী কি কথা বলতে পারে? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি এবং আবুবকর ও ওমর একথা বিশ্বাস করি। অথচ আবুবকর ও ওমর সেখানে উপস্থিত ছিলেন না' *(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ, ইরওয়া হা/২১৮৬, ৭/২৪২-২৪৩)*। একথা বলার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কথাটির সত্যতার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন মাত্র। অতএব গরু নিজে দায়িত্ব নেয়নি। বরং আল্লাহ তাকে ঐ দায়িত্ব দিয়েই সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্নঃ (৪০/২০০)ঃ আমি প্রত্যেক ফরয ছালাতান্তে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করি ফযীলত মনে করে। আয়াতুল কুরসী পাঠকারী জান্নাতে প্রবেশ করাতে মউত ব্যতীত কোন বাঁধা থাকে না। শুনলাম মিশকাতে যে হাদীছটিতে একথা আছে, সেটি নাকি যঈফ?

-আযহারুদ্দীন
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উল্লেখিত মর্মে হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটির প্রথমাংশ ছহীহ, যেখানে প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়টি বলা হয়েছে এবং শেষাংশটি যঈফ, যেখানে শয়ন কালে এটি পড়তে বলা হয়েছে *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৯৭৪ 'ছালাত শেষে যিকর' অনুচ্ছেদ)*। তবে শেষাংশটি আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তুমি ঘুমাতে যাবে তখন 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে। তাহ'লে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমার জন্য সকাল পর্যন্ত একজন পাহারাদার নিয়োগ করা হবে এবং শয়তান তোমার নিকটবর্তী হবে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩ 'কুরআনের মাহাত্ম্য অনুচ্ছেদ)*। অতএব ছালাতান্তে এবং শয়নকালে নিঃসন্দেহে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করা যাবে।

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)
ফোনঃ (০৭২১) ৭৭৩৭২১; মোবাইলঃ ০১১-৩৭৭৫৯৮
HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)
Tel: (0721) 773721; Mob: 011-377598
* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা ও
* ডিলাক্স রুম
ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।